সাজানো বাগান

মনোজ মিত্র

কলাভৃৎ পাবলিশার্স
পরিবেশক
নব গ্রন্থ কুটির
৫৪/৫এ কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৮৫

প্রথম কলাভৃৎ সংস্করণ জুলাই ২০০৭

দ্বিতীয় কলাভৃৎ সংস্করণ মার্চ ২০১১

কলাভৃৎ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৬৫, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, দূরালাপন +৯১-৯৯৪৩৩৩৩০৭০, email : kalabhritpublishers@gmail.com. থেকে সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ঘোষ এন্টারপ্রাইজেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে বর্ণ সংস্থাপিত এবং নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ দীনবন্ধু লেন, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

© আরতি মিত

এ. জি. ৩৫, সেক্টর ২, সল্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৯১

❐ অভিনয়ের পূর্বে উপযুক্ত সম্মান দক্ষিণা পাঠিয়ে স্বত্বাধিকারিনীর অনুমতি নিতে হবে ❐

প্রচ্ছদ সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র অতনু ঘোষ

পরিকল্পনা ও বিন্যাস স্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই গ্রন্থ-টি এই শর্তে বিক্রয় করা হল যে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারিণীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই গ্রন্থটির কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড ঃ মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিকে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। শুধুমাত্র গবেষণা, সমালোচনা ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়। এছাড়া এই গ্রন্থটি কোনও রূপ পুনঃ বিক্রয় করা এবং গ্রন্থাগার ব্যতীত ধার দেওয়া বা ভাড়া দেওয়া যাবে না। গ্রন্থভুক্ত নাটক-টি অভিনয়ের পূর্বে স্বত্বাধিকারিণীর অনুমতি নিতে হবে। এই বিষয়ে প্রকাশকের ওপর কোনও রূপ দায় বর্তাবে না। এই শর্তগুলি লঙ্ঘিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ কর হবে।

ISBAN 978-81-905669-2-6

9788190566926

❐ SAJANO BAGAN ❐

A Bengali Play

By MONOJ MITRA

First Edition **April-May 1978**

First Kalabhrit Edition **July 2007**

Second Kalabhrit Edition **March 2011**

Published by Sourav Bandyopadhyay on behalf of Kalabhrit Publishers, 65, Surya Sen Street, Kolkata 700009, Telephone + 91-9433333070, email : kalabhritpublishers@gmail.com Type setting by Ghosh Enterprises, 16 Hemendra Sen Street, Kolkata 700006 and Printed by New Joykali Press, 8A Dinabandhu Lane, Kolkata 700006.

উৎসর্গ

শ্রী অরণ্য ঘোষাল

শ্রী প্রশান্ত ভট্টাচার্য

□ মনোজ মিত্রের নাটক □

পূর্ণাঙ্গ	**একাঙ্ক**
আশ্চৌর্য লঙ্কাকাণ্ড	গঙ্গাজালে
হনুমতী পালা বা মন্দোদরী হরণ	
ভেলায় ভাসে সীতা	ফ্যানসি ও ন্যানসি
যা নেই ভারতে	হারানো প্রাপ্তি
রঙের হাট	বৃষ্টির ছায়াছবি স্মৃতিসুধা
ব্রিজের ওপর বাপি	আকাশচুম্বন
অপারেশন ভোমরাগড়	মঞ্চে চিত্রে
কুহুজামিনী	মৃত্যুর চোখে জল
মুন্নি ও সাত চৌকিদার	কালবিহঙ্গ
নাকছাবিটা	টাপুর টুপুর
পালিয়ে বেড়ায়	চোখে-আঙুল দাদা পাখি
আত্মোগোপন	আমি মদন বলছি
ছায়ার প্রাসাদ	সন্ধ্যাতারা
দেবী সর্পমস্তা	তক্ষক
শোভাযাত্রা	অশ্বত্থামা
অলকানন্দার পুত্রকন্যা	আঁখিপল্লব সত্যিভূতের গপ্পো

পুঁটি রামায়ণ	কাকচরিত্র
কিনু কাহারের থেটার	কোথায় যাবো
মেষ ও রাক্ষস	নিউ রয়্যাল কিস্‌সা
দম্পতি	মদনের পঞ্চকাণ্ড
নৈশভোজ	তেঁতুলগাছ
নেকড়ে	দন্তরঙ্গ
শিবের অসাধ্যি	প্রভাত ফিরে এসো
পরবাস	পাকে বিপাকে
পাহাড়ি বিছে	মহাবিদ্যা
চাকভাঙা মধু	নীলকণ্ঠের বিষ
গল্প হেকিমসাহেব	ঘড়ি আংটি ইত্যাদি
রাজদর্শন	নৈশভোজ
দর্পণে শরৎশশী	টু-ইন-ওয়ান
কেনারাম বেচারাম	বাবুদের ডালকুকুরে চমচমকুমার
নরক গুলজার	জয় বাবা হনুনাথ
অবসন্ন প্রজাপতি	রাজার পেটে প্রজার পিঠে
জন্ম মৃত্যু ভবিষৎ	বেকার বিদ্যালংকার
আরক্ত গোলাপ	বনজোছনা
সিংহদ্বার	রূপের আড়ালে

মঞ্চ চলচ্চিত্র বেতার নাটক সম্পর্কে আলোচনা গ্রন্থ

বঙ্গারামঃ থিয়েটার সিনেমায়

বাংলা নাট্যঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ

মনের কথা নাট্যকথা

আমের বোল...মৌমাছির ঝাঁক... রাতের শিশির

এক

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'যোগাযোগ' উপন্যাসের খসড় নামকরণ করেছিলেন 'তিন পুরুষ', মনোজমিত্র তাঁর 'সাজানো বাগান' শীর্ষক অসাধারণ জনপ্রিয় নাটকেও তিন পুরুষের গল্পই বলেছেন। মঞ্চে এর পরিচিত 'সাজানো বাগান' নামে, চলচ্চিত্রে তার পরিবর্তিত নামকরণ 'বাঞ্ছারামের বাগান'। এই দুই শিল্প মাধ্যমের প্রযোজনা আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি, দুটিতেই স্বয়ং নাট্যকার বাঞ্ছারাম চরিত্রে হাজির। কিন্তু মঞ্চ নাটক 'সাজানো বাগানে'র নামটি আমার কাছে যেমন ব্যঞ্জনাময় বেশি, তেমনি তার সামগ্রিক সাফল্য 'বাঞ্ছারামের বাগানে'র চেয়ে, অন্তত আমার কাছে, অধিক আকর্ষণীয়। তাতে কিছু যায় আসে না, কেননা বাঞ্ছারানের বাগানও বহু ছবিঘরে, লক্ষ লক্ষ দর্শকের মন জয় করে চলেছে, টেলিভিশানেও। সব জনচিত্তজয়ী লেখকের ক্ষেত্রেই তাঁদের কিছু সৃষ্টি কালজয়ী হয়ে যায়। আমি নিজের একটি গ্রন্থে মনোজবাবুর 'চাকভাঙা মধু'কে কালজয়ী হিসেবে বেছে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, 'সাজানো বাগান'ও কালজয়ী নাট্যধারাতেই স্থান করে নিয়েছে।

কি সেই গুণ, যার জন্য মনোজ মিত্রের অনেক নাটকের মধ্য থেকে 'সাজানো বাগান' একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছে? এর জবাব খুঁজতে তাঁর একটি বক্তৃতার ছাপা রূপ 'অভিনয়ঃ জীবনে মঞ্চে ও পর্দায়' মন দিয়ে পড়তে হল। সেই আলোচনায় তাঁর সৃষ্ট বাঞ্ছারাম চরিত্রের একান্ত স্বাতন্ত্র্য এবং চরিত্রটিকে সৃষ্টির সময়ই তাকে নাট্যকারের অভিনয় প্রবৃত্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ায় যে জবানবন্দি নাট্যকার দিয়েছেন-আমার কাছে নাট্যসাফল্যের প্রধান 'গুণ' বলে মনে হয়েছে। নাট্যকার কি বলেছেন, সেটাই দেখা যাক-

'ঠিক কেমন করে চরিত্রের সঙ্গে এই স্থায়ী সম্পর্ক পাতানো সম্ভব? সোজা সরল প্রস্তাব, চরিত্রের মধ্যে ঢুকে পড়ো কিংবা চরিত্রটাকে নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নাও। কী বলতে চাওয়া হয়েছে, ওপর-ওপর দিব্যি বোঝা যায়। তবে কিনা, বেশি বুজতে গেলে ভূতে পাওয়া বা ভূতের ভর হওয়ার মতো গা-ছমছমে কাণ্ডের মতোই ঠেকে। ভর সন্ধে বেলা বাড়ির শান্তশিষ্ট বৌটি খিড়কি পুকুরে মাছ ধুতে গেলো। ফিরে এলো অন্যমানুষ। ফিক্‌ফিক্ হাসছে, চনমন করে চোখ ঘোরাচ্ছে, ভাসুরঠাকুরের সামনে ধিনধিন করে নাচছে। সন্দেহ কি, খিড়কি-পুকুরের প্রেতাত্মাই বৌটিকে দিয়ে ওসব করিয়ে নিচ্ছে। বৌ যন্ত্র, যন্ত্রী ওই প্রেতাত্মা। কর্মের গুণাগুণ তাই বৌটির ওপর বর্তাচ্ছে না।

আসলে এই চরিত্রে ঢুকে পড়া বা 'ঘাড়ে চরিত্র ভরকরা' জাতীয় চটজলদি মন্তব্যগুলি অভিনয় নামক কর্মটিকে বেশ রহস্যময় করে তোলে এবং নবীন শিল্পীদের ধাঁধায় ফেলে দেয়। স্বীয় ব্যক্তিসত্তাকে বিসর্জন দিয়ে চরিত্রের মধ্য বিলীন হয়ে যেতে হবে, বা কিছুক্ষণের জন্যে নিজের চিন্তা অনুভূতি ইচ্ছাকে বনবাসে পাঠিয়ে অন্য মানুষে রূপান্তরিত হতে হবে-এসব শুনলে কেই বা না ঘাবড়ে যাবে?-বরং কোনো অভিনেতাকে এটা যদি বলা হয়, চরিত্রটা মোটেই তোমার অচেনা অজানা নয়, বস্তুত তোমার মধ্যেই সে রয়েছে, সুপ্ত রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তুমিই সে-অভিনয়ে তোমার কাজ হবে নিজের মধ্যেই চরিত্রকে সন্ধান করা বা তোমার ঘুমন্ত সেই সত্তাকে জাগিয়ে তোলা-তাহলেই বোধহয় কাজের কাজ হতে পারে। অভিনেতা উৎসাহিত হতে পারে এবং অভিনয় নামক কর্মটিও বুঝি আর তার কাছে সহজসাধ্য ঠেকতে পারে।'

মঞ্চের বাঞ্ছারাম, সিনেমার বাঞ্ছারাম এবং উভয় মাধ্যমের বাঞ্ছারামরূপী মনোজ মিত্র ওই লেখাটিতে টুকরো টুকরো ঘটনার সাহায্যে বাঞ্চারামের জনপ্রিয়তার যেসব উদাহরণ দিয়েছেন তা এ নাটকের এবং পরিবর্তিত চলচ্চিত্রের বিপুল জনপ্রিয়তারই দৃষ্টান্ত। নাট্যকারের মজাটি নাটক বিচারের আগে স্মরণ করি, তা হল, যেন বাঞ্ছারামের পরিচিতি নাট্যকার মনোজ মিত্রের চেয়েও বেশি। এই মজাটি উপভোগ করার মতোঃ

'আর একদিন কিন্তু মোটেই মজা ছিল না, হাসি ছিল না। বর্ষার বিকেল। সল্টলেক থেকে বেলগাছিয়া ফিরছি। ট্যাক্সিতে আমি একা, সঙ্গে টাকাকড়ি, পরিমাণে একটু বেশিই ছিল। উলটোডাঙ্গা ব্রিজের মুখে বৃষ্টি-মাথায় একদল জার্সি পরা ছেলে পথ আটকে দাঁড়াল। ওরা পাশের মাঠে ফুটবল খেলছিল। গোলকিপারের বুকে বেমক্কা লেগেছে। জ্ঞান নেই। এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ট্যাক্সি চাই। আমি ট্যাক্সি ছেড়ে নেমে একটা দোকানঘরে চালার নীচে আশ্রয় নিলাম। অচেতন গোলকিপারকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল।-ব্রিজের ঢাল বেয়ে ট্যাক্সিটা ওপারে অদৃশ্য হতে না হতেই খেয়াল হল, টাকার ব্যাগটা নামানো হয়নি।

অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। আহতকে নিয়ে কোথায় গেল ওরা, হাসপাতালে-না নার্সিংহোমে, কিছুই জানি না। আমি তো বজ্রাহত। ধরেই নিয়েছি ও ব্যাগ আর উদ্ধার করা যাবে না। এক যদি কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি সাহায্য করেন, কিছু হলেও হতে পারে। দোকানে তখন যে কটি লোক ছিলেন, তাঁদের বললাম টাকার কথা। তাঁরাই বা কী করবেন, কী বলবেন। কেউ কেউ আহা-উহু করলেন, ব্যস, ওই পর্যন্ত। কী মনে হল, হঠাৎ বলে ফেললাম, জানেন তো আমি সিনেমায় অভিনয় করি। উত্তরা উজ্জ্বলা পূরবীতে যে বাঞ্ছারামের বাগান চলছে, আমি ওই ছবিতে অভিনয় করেছি। দেখলাম তাতেও কিছু হল না। দু-একজন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে দেখলেন শুধু। অগত্যা লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই দিলাম, আমিই বাঞ্ছারাম।

ভাবিনি বলামাত্র কাজ হবে। উপস্থিতদের একজনের মোটরবাইক ছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেলেন। দোকানিও বেশ সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন। আদর করে বসালেন চা খাওয়ালেন। এক ঘণ্টা পরে মোটরবাইক ফিরে এল-সঙ্গে আমার ব্যাগ!'

দুই

'সাজানো বাগানে' বাঞ্ছারামের যে অপার জীবনতৃষ্ণা-তার দুটি রূপ। আশি-উত্তীর্ণ, মুমূর্ষু বাঞ্ছারাম কাপালি বাঁচতে চায় তার অতিপ্রিয় বাগানটির জন্য। মৃত জমিদার ছকড়ি দত্ত জীবিতাবস্থায় সেই বাগানের দখল না পেয়ে, মৃত্যুর ত্রিশ বছর পরেও, ভূত হয়ে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায়, একভাবে ডালে বসে থাকে। তার প্রবল তৃষ্ণা, ওই বাঞ্ছারামের সাজানো বাগানটি করতলগত করার। দ্বিতীয় প্রজন্ম ছকড়ির পুত্র নকড়ি। পিতার স্মৃতির প্রতি তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। এমনকি মুসলমান মোক্তারের প্রতিও এই হৃষ্ট-পুষ্ট জমিদারের নজর নেই, প্রমাণ তার 'পরনের ছেঁড়া পায়জামা, ছেঁড়া কালো কোট, মাথায় ছেঁড়া ফেজ চুপি'। নকড়ির সঙ্গে বাঞ্ছারামের যে চুক্তি, তা হল, পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সে প্রতি মাসের পয়লা তারিখে দু'শো করে টাকা দেবে। আর তার মৃত্যুর পর ভিটেমাটি বাগান-টাগান সব নকড়ির মুঠোয় চলে যাবে-ছকড়ির প্রেতাত্মা শান্তি পাবে। কিন্তু নকড়ি জানত না, তার আশার মুখে ছাই দিয়ে বাঞ্ছারামের 'বাঁচবো......আমি বাঁচবো' -এই জীবনতৃষ্ণা ধারাবাহিকভাবে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

নকড়ির পিতার মতোই বাঞ্ছারামের বাগানের উপর যে অধিকার প্রতিষ্ঠার অপার তৃষ্ণা, তা তার দুই পুত্র হোঁৎকা ও কোঁৎকার অবাঞ্ছিত আচরণে মাঝে মাঝে আহত হয়েছে। পিতা-মাতার প্রতি হোঁৎকার আচরণটি একালের বিত্তবান পরিবারের পথভ্রষ্ট যুবকদেরই মনে করায়ঃ

গিন্নি ∫∫ তা আসবেই তো....আসবেই তো! আসবে না? মাগী গাদা গাদা টাকা দেখছে পকেটে!

জননীর প্রতি আচরণ

হোঁৎকা ∫∫ সাট্ আপ্! অশিক্ষিত! আনকালচার্ড! পল্লীগ্রামে থেকে থেকে গোল্লায় গেছে! বিন্তিদি এলে তুমি তোমার বাপের বাড়ি গিয়ে থাকবে!

গিন্নি ∫∫ দ্যাখ হোঁৎকা....

হোঁৎকা ∫∫ বার বার হোঁৎকা-হোঁৎকা করোনাতো! শিশির বলতে পারো না?

গিন্নি ∫∫ না পারিনে। যে পারে তার কাছে যাও। উচ্ছুনে গেছে!

[নকড়ি বাইরে থেকে ঢুকছে।]

এই যে, ছেলে উচ্ছুনে গেছে!

নকড়ি ∫∫ আহা, হ'লো কী? থামো না।

গিন্নি ∫∫ কেন! কেন! তুমি জীবিত থাকতে মুখপোড়া বলে কি না কোথাকার খুন্তিদি আসবে, বাপের বাড়ি যাও!

হোঁৎকা ∫∫ খুন্তি! আমি তোমাকে খুন্তি বললাম?

গিন্নি ∫∫ আমার কোঁৎকা তো এরকম না! কেমন মস্তান হয়েছে....কেমন হাতের গুলি ফুলিয়েছে! দেখলে মায়ের চোখ জুড়িয়ে যায়-

নকড়ি ∫∫ আহা চুপ করো না....ও হোৎকা, বল্ না....

হোঁৎকা ∫∫ কোঁদো না....কোঁদো না....

নকড়ি ∫∫ (নরম গলায়) কেঁদো না....কেঁদো না....

হোঁৎকা ∫∫ (রুষ্ট গলায়) কেঁদো না....কেঁদো না....

নকড়ি ∫∫ (আরও ভালোবাসা ঢেলে) কেঁদো না....

হোঁৎকা ∫∫ (আরও রুষ্ট) কেঁদো না....

নকড়ি ∫∫ (গিন্নির মাথায় হাত দিয়ে মধুমাখা গলায়) কেঁদো না গো....

হোঁৎকা ∫∫ (দেখে) ধ্যৎ! তোমাদের এসব ছ্যাবলামো আমার ভালো লাগছে না! আমার টাকা দাও....চলে যাই।

নকড়ি ∫∫ (অপ্রস্তুত হয়ে) বাপ ঠাকুরদারে ছ্যাবলা বলো না বাবা! করেছে বলেইতো আজ পোঁটলা বেঁধে নিয়ে যেতে পারছ! গ্র্যান্ডো হোটেলে ঢালতে পারছ! আর টাকা তোমার এখন হবেও না!

হোঁৎকা ∫∫ হোয়াট!

নকড়ি ∫∫ হ্যাঁ। বাগানটা হাতে না আসা পর্যন্ত কোনোদিকে নজর দিতে পারব না!

পিতার প্রতি আচরণ হোঁৎকা ∫∫ ছোটোলোক! আনকালচার্ড!

[হোঁৎকা রেগে বেরিয়ে গেল।]

প্রসঙ্গত নাট্যকার এ-ও বুঝিয়ে দিয়েছেন অনেক অভিজাত পরিবারে পিতা-মাতার নিজ নিজ অসংযত জীবনযাত্রা, সন্তানের সামনে কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা এবং সন্তানের গতিবিধি সম্পর্কে ঔদাসীন্য হোঁৎকা-কোঁৎকার মতো হাজার হাজার কিশোর-যুবকদের

পদস্খলনের কারণ।

নকড়ির দ্বিতীয় পুত্র কোঁৎকার পিতার সঙ্গে কথপোকথন স্বয়ং পিতার পুত্রকে শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়েই সন্দেহ জাগায়ঃ

[হোঁৎকা কোঁৎকা নকড়ির যমজ ছেলে। একরকম দেখতে। শুধু বেশের হেরফের। একই অভিনেতা উভয় চরিত্রে অভিনয় করবে।]

দ্বিতীয় সন্তান

কোঁৎকা ∫∫ বাবা! বাবা! সে তুমি নাকি হোঁৎকাকে প্রোডিউসার বানাচ্ছো!....সে হোঁৎকার বেলায় তো মাল বেশ মজুত থাকে!....আর কোঁৎকা যে আড়াইমাস ধরে ঘাঁই মারছে, সেটা কিছু না? পাঁচশো দিন বলছি, গ্রামে যুবপার্টি তৈরি হচ্ছে....গাঁয়ের ভূত ভবিষ্যৎ হ্যাপা হুজ্জুতি সামলাবে। চাঁদা ছাড়ো....চাঁদা ছাড়ো.... কানেই নিচ্ছ না। তুলসীমাচা হয়ে বসে রইলে যে? ছাড়ো....

central problem

নকড়ি ∫∫ বাঞ্ছা মরে গেলেই দেবো!

কোঁৎকা ∫∫ সে কি ভেবেছ বলো দিকি! যুবসম্প্রদায় কি শকুন? ভালচার? কখন কোন্ শালা মরবে তার জন্যে আকাশে চক্কর মারবে? সে আমি আলটিমেটাম দিয়ে যাচ্ছি বাবা-সাতদিনের মধ্যে ডিমাণ্ড ফুলফিল না করলে, 'বাবা তারকনাথ' বানিয়ে দেবো।

নকড়ির জীবনতৃষ্ণা তার পুত্রের একটি উক্তিতে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল-

কোঁৎকা ∫∫ (নকড়িকে) লুজ ক্যারেকটার আমি! আর তুমি ধম্মোরাজের বাপ! দেবো যেদিন হাটে হাঁড়ি ভেঙে!-দেখি শালা, কে এদের হাটায়।

কিন্তু তার জন্য দর্শকদের আরও অপেক্ষা করতে হয়েছে। যে নাতি গুপেকে বাঞ্ছারাম কিছুতেই গ্রহণ করতে চাইছিল না, সেই বাঞ্ছা তার বাগানের তৃষ্ণা অতিক্রম করে, যথার্থ অর্থে গুপের সন্তানের প্রতি অপার মমতা বিলিয়ে দিল। তার এক হাতে নকড়ির প্রতি তার প্রদত্ত শপথের জন্য আত্মহত্যার উপাদান, অন্যদিকে যুবকদের ভেসে আসা কণ্ঠস্বর। অপার খুশিতে নকড়ির সামনে সে বলে ওঠে-

বাঞ্ছা ∫∫ ছেলে হলো গো, ছেলে হলো! নাতবৌ-এর ছেলে হয়েছে! মাজ নাত্তিরে......ওই যে কান্না শুনতে পেলে......তখনি ছেলেটা হলো!

ছকড়ির ভৌতিক নৃত্য, নকড়ির স্বপ্ন, বাঞ্ছারামের ভালোভাবে শ্রাদ্ধ করার বাসনা, ঘুব পার্টির মস্তানি, সব ভেসে গিয়ে বাঞ্ছারামের কণ্ঠস্বর নকড়ির জীবনতৃষ্ণা ভাসিয়ে দিলঃ-

বাঞ্ছা ∫∫ (বিড়ি টানতে টানতে) এট্টা কথা বলি কত্তা; আমি মরতি পারব না! আজ্ঞে বাচ্চাটার পরে বড্ড মায়া পড়ে গেছে। আমি ওরে নাড়ি কেটে ধরায় এনেছি, এখন ওরে ভাসায়ে আমি যাব কী করে? কত্তা, আমি আর মারতি পারব না। (নকড়ি যন্ত্রণায় বুক ডলতে ডলতে খাটে শুয়ে পড়ে।)

বাঞ্ছারাম নকড়ির প্রতি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি। বরং তারই আনা খাটিয়ায়, নকড়ি দত্তের নিঃশেষিত দেহ পড়ে থাকে। মনোজ মিত্র কলম দিয়ে পৃথিবীর তাবৎ জমিচরদের এভাবেই শাস্তি দিলেন। কাজেই যতদিন ভারতীয় সমাজে জমিদার ও জোতদারদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ শোষণ চলবে, ততদিন 'সাজানো বাগান' নাটকটি অভিনীত হতে হতে, শুভবুদ্ধির বিবেকের ভূমিকা পালন করবে।

তিন

বারান্তরে মনোজবাবু সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি তাঁর নাট্যকার হয়ে ওঠার পথে নানা বাধাবিপত্তির কথা বলেছি। কর্মসূত্রে তাঁকে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে এবং অনেক মানুষজন দেখতেও হয়েছে। 'সাজানো বাগান' নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্রের বাঞ্ছারাম আসলে মনোজবাবু সৃষ্ট অনেক চরিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কেননা তাঁর অভিনীত বহু চরিত্রের মধ্যে বাঞ্ছারামের চরিত্রাভিনয়ই সর্বোত্তম। শেক্সপীয়ারের কয়েক শতাব্দী ধরে বিশ্ব নাট্যজগতে মহোত্তম হওয়ার মূল চাবিকাটি হল তাঁর সৃষ্ট চরিত্র। তিনি একই দৃশ্যে যখন পরস্পর বিরোধী চরিত্র আঁকেন, তখন প্রতিটি চরিত্রের সংলাপ উচ্চারণের মুহূর্তে অনায়াসে সেই চরিত্রের মানসিকতার সঙ্গে মিশে যেতে পারতেন। এই প্রসঙ্গে মনজবাবুরও নিজের বক্তব্য আছে, মূলত চরিত্রসৃষ্টির মতোই যেকোনো চরিত্রের আত্মীকরণ প্রসঙ্গে।

বাঞ্ছারাম প্রেমিক। নিজের স্ত্রীকে নিয়ে সে ব্যঙ্গ করেছে কেবল গুপেকে শিক্ষা দেবার জন্যে, কিন্তু আপাতভাবে মৃতা স্ত্রীর প্রতি তার প্রেমে কোনো ঘাটতি আমরা নাটকে পাইনি। সে ভালোবেসেছে শুধু তার নিজের সাজানো বাগানকে নয়, শ্লোগান সর্বস্ব প্রচারমুখী পরিবেশ-প্রেমিকের মতো নয়, সত্য সত্যই সাজানো বাগানের গাছপালা, ফুলফল, পক্ষি জগৎকে। তাই নিসর্গ জগৎও তাকে ছাড়তে চায় না। মঞ্চের পরিকাঠামোয় বাঞ্ছার সাজানো বাগান চোখে পড়ে না, কিন্তু তার সংলাপে উদ্ভাসিত হয় স্বার্থবুদ্ধিসর্বস্ব মানুষদের চোখের বাইরের জগৎ-

"কিন্তু আমি কী করব? কতবার তো মরতে যাই। ওরা যে কিছুতে ছাড়ে না। আমার গাছপালা....নাতিপুঁতি....পুইপোনা....সব ঝাঁকয়ে....বলে বুড়ো, তোমা হতে আমরা সব হয়েছি....তুমি আমাদের নক্ষে করেছ....তুমি চলে গেলে আমাদের বাঁচাবে কেডা!"

কি চলচ্চিত্রে, কি রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের নানা অভিনেতা এভাবেই বাঞ্ছারাম চরিত্রে অভিনয় করতে করতে চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম হতে চান। আবার ছড়কির ভূত যখন বলে,....বাঞ্ছা মনের সুখে বাগানখানাকে সাজিয়ে তুললে, গাছগুলি ফলভারে 'দশমেসে পোয়াতির মতো' রসালো হলে সে বাগানটা নেবে, কিংবা পিঠের বস্তায় এক কাঁদি কলা নিয়ে চোর যখন অদৃশ্য হয়ে যাবে- তখন বুঝতে হবে নিসর্গের বা প্রকৃতির দেখার চোখ সকলের এক হতে পারে না। এই নাটকটি লিখিত হওয়ার পর বহু বিশিষ্ট মানুষ বাঞ্ছারাম সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন, যেগুলি নাট্যকারের আপন সৃষ্টি সম্পর্কে খুশি হওয়ার প্রধান বিষয় হতেই পারে। যেমন কেউ বলেছেন- "আমি জানি, মনোজ মিত্র ব্যক্তি মানুষটি চিরকাল বেঁচে থাকবেন না, তবে তাঁর এই নাটক থাকবে।" কেউবা বলেছেন-

"বাগান হাতে পাওয়ার জন্যও কত মজারই না কৌশল! বুড়োকে পুষ্টিও জোগায় আবার বুড়োর প্রাণবায়ু ফুড়ুৎ হওয়ার জন্যও কী অসহনীয় প্রতীক্ষা! সাম্রাজ্যবাদীর লোভের বিস্তার দর্শাতে এখন হয়তো বুশ ব্লেয়ারের খবরদারির গল্প ফাঁদতে ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, আফগানিস্তান বা হাল আমলের ইরাকে সরকার গঠনের মোড়লির পলিটিক্যাল ম্যানিফ্যাস্টোর পেছনেও হাতড়ে মরতে হয় না মনোজদাকে। নকড়ি ছকড়িকেও দিব্যি বুশ-ব্লেয়ার বলে অনায়াসে ভাবা যেতেই পারে। আমরা যেন মনে রাখি, পঁচিশ বছর আগে লেখা একটি নাটক। তখনও লোক ছিল, এখনও আছে, আর থার্ড-ওয়ার্ল্ড, তৃতীয় বিশ্ব, বাঞ্ছারামের বাগানের মতোই সাম্রাজ্যবাদের লোভের বস্তুটি হয়ে।"

আর একজন যথার্থই বলেছেন-

"বাঞ্ছা সেঞ্চুরি পার করেও থাকবে, যতদিন বাংলা থিয়েটার থাকবে......বাংলা থিয়েটারকেও তাজা রাখবে 'সাজানো বাগান'......।"

চার

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন নাটকের মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষা হয়। মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি-সব ক্ষেত্রেই বিচরণ করেন, মধ্যবিত্ত-নিম্ন-মধ্যবিত্ত-কৃষক-শ্রমিক সকলেই তাঁর নাটকে পরিস্কার চেহারা পায়। আর শ্রেণী-সংগ্রামের কথাও তিনি লিখে চলেন-কোনও বিশেষ রাজনৈতিক আনুগত্য ছাড়াই। সেজন্যই তাঁর নাটকে জনসাধারণ প্রচলিত নানা শ্লোগানের ভাষারূপ পেয়ে যান। এই রকম কয়েকটি বিশেষ দিক আমার 'সাজানো বাগান' অভিনয় দেখতে গিয়ে মনে হয়েছেঃ

১. নিজের সাজানো বাগানকে রক্ষা করবার জন্যে বাঞ্ছারামের পাশে আর কেউ ছিল না। কিন্তু একে একে তার পাশে অনেকেরই জড়ো হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান পদ্মবৌ। বারান্দায় বাঞ্ছা যখন ঘুমায়, গভীর রাত, জমিদার ও নায়েব তাকে খুন করতে ঢোকে-সেই মুহূর্তে নেপথ্যে ঢাকের আওয়াজ এবং পদ্মবৌ-এর প্রবেশ বাঞ্ছাকে বাঁচিয়ে দেয়। আছে গণৎকার, যে নকড়ির মুখে ছাই দিয়ে বলে-

"অনেক....প্রচুর আয়ু......লম্বা আয়ুরেখা।" একটি ডাক্তার চরিত্র আছে, গোবিন্দ ডাক্তার। তার কথায়, বাঞ্ছারামের ব্লাড একেবারে নষ্ট, দুটো কিডনিই খরাপ, শরীরের যত্রতত্র হাত দিয়েও নাড়ী খুঁজে পায় না। উত্তেজনায় নকড়ি বলে- "শালা, নাড়ী খুঁজছে, না কইমাছ ধরছে?" কিন্তু সে অবাক, কি করে বাঞ্ছারামের হৃতপিণ্ডটি এমন সতেজ! যে চোর বাঞ্ছারামের বাগানে জন্মাবধি চুরি করে চলেছে, যার ছেলে মেয়েরা হাঁ করে আছে বাগানের চুরি করা ফল খেয়ে বাঁচবে, সেই-ই কিন্তু প্রকারান্তরে বাঞ্ছার সহযোগী হয়।

চোর ∫∫ (বাঞ্ছার হাতে দুটো ডিম দিয়ে) তবে এ দুটো খাও! মুরগির ডিম! তাগদ বাড়ে! তোমারে আমরা চাঙ্গা করে তোলবো! ক্রেমে ধনুকের মতো বেঁকেছো-এবার তীরের মতো সোজা করে দাঁড় করাবো!

বাঞ্ছা ∫∫ এক মুরগির ডিম চুরি করে আরেক মুরগিরে খাওয়াচ্ছে!

গুপি ∫∫ চুপ! বেশি কথা বলেছ কি, মুগুর মেরে তোমার মাথা ভাঙবো!

[গুপি তেড়ে যায়।]

চোর ও পদ্ম ∫∫ (গুপির দ'হাতে দুদিক থেকে ধরে) এই না!

গুপি ∫∫ ঠিক আছে, বুঝেছি!

[গুপি ভেতরে চলে যায়।]

চোর ∫∫ নকড়ো দত্ত ভেবেছে কী! এতো সহজে তার জয় হবে! বগা! বগা! বগা!

[বক দেখায়।]

সর্বোপরি আছে পুরুতে চরিত্র। মূল্য ধরে দিলে যে একালে সবই সম্ভব, তা নকড়ির গিন্নিকে সে বুঝিয়ে দেয়- "দে মা, বেঁধে ছেদে দে।" যে কথা দিয়েছিল, সাত দিনের মধ্যে বাঞ্ছার প্রাণবায়ু ছুটে যাবে, গিন্নি যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বাঞ্ছার মৃত্যু, তখন পুরুত বলে চলে পুজোর জন্যে "বড্ড মিনিমাম আয়োজন"। পুজোর পরিণতি কি হবে তা বোঝাই গিয়েছিল, মন্ত্রের বহর দেখে।

পুরুত ∫∫ নায়িকা! সিনেমার প্লেয়ার! (ছবিটি হোমকুণ্ডে ঢুকিয়ে) নায়িকা অগ্নয়ে স্বাহা-

অকস্মাৎ পুরুতে অবাক হওয়ার পালা। যে সাত দিনের মধ্যে বাঞ্ছার মৃত্যু ঘোষণা করে, তার সামনে অনেক বলিষ্ঠ, অনেক সোজা, কাশ্মীরি সিল্ক গায়ে সাজানো বাঞ্ছারাম হাজির!

আর বাকি থাকে মোক্তার। সে নকড়ির সব বদ্‌কাজের সঙ্গী। ছকড়ির ভূতও বুঝেছে, বাঞ্ছা একা নয়, ওর পেছনে মানুষ ভিড় করেছে। এ যেন শ্রেণী-সংগ্রামের শেষ স্তর। একদিকে ছকড়ির প্রেতাত্মা, নকড়ি, হোঁৎকা, কোঁৎকা, আর মোক্তার। সেই মোক্তারও নকড়ির হতাশার কারণ। সেও কি প্রকারান্তরে বাঞ্ছাকে সাহায্য করল না? নয়তো নকড়ি কেন বলবে-

নকড়ি ∫∫ (হতাশ হয়ে ক্ষিপ্তের মতো মোক্তারকে তাড়া করে) বেরো....বেরো শালা! কোনো কাজ পারে না-মোক্তারিও না, এটাও না!....বাজে মোক্তার......তোর কোট কাছারি....নথিপত্তর....চুক্তিটুক্তি সব বাজে! লুজ ক্যারেকটার! বেরো বেরো। বেরো শালা! বাজে চুক্তি করে আমায় ঝুলিয়েছে!"

২. সাজানো বাগানের দ্বিতীয় শিক্ষা সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের পারিবারিক সম্পর্কের দুর্দশা। মৃত ছকড়ি সাজানো বাগানের অধিকার না পেতেই ভূত হয়ে নকড়িকে তার স্বপ্ন পূরণে উৎসাহিত করে। কিন্তু সেই পুত্র উদ্দেশ্যে তার উক্তি কত নিম্নস্তরের হতে পারে, দেখা যাক-

"(ভেতরের দরজায় উঁকি দিয়ে) নকড়ো......নকড়ো......আঁয়......আঁয়......হাঁমি খাই। শুয়োরের বাচ্চা আমার......আয় হাঁমি খাই......"

পুত্র নকড়িও বাদ যায় না। পিতার ব্যর্থতায় সে আফ শোস করে। এমনকি মোক্তারের সামনেও তার পিতাকে ব্যঙ্গ করতে লজ্জা নেই-

"নড়কি ∫∫ লাঠি! লাঠি! লাঠির জোরে! আমার লাঠি পাঠিয়েছে, সব লাঠি ফেরত পাঠিয়েছে......এই, এই বুড়ো! আমার বাবা তো ছিল জমিদার? আর জমিদার মানেই তো বুনো ওল!"

৩. এই দুই সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের বংশলতিকায় হোঁৎকা ও কোঁৎকার নাম যুক্ত হলেও পুঁজিবাদী সমাজের আত্ততায় হোঁৎকা সিনেমার জগতে প্রবেশ করতে চেয়েছে। নকড়ির উপর পুত্র হোঁৎকার কোনো ভরসা নেই। নকড়িতে সে কখনও বলে ভ্যাম্পায়ার। মাকে বলে আন্‌কাল্‌চারড্‌। বাবা ছেলেকে বলে লুজ ক্যারেকটার, ছেলেও বাবাকে বলে লুজ ক্যারেকটার। হোঁৎকা মুখ দিয়ে নাট্যকার পুঁজিবাদের করতলে সামন্ততন্ত্রের নিয়তি এঁকে দিয়েছেন-

"হোঁৎকা ∫∫ জানি জানি। ছ্যাকড়া দত্ত লাঠি ঘোরত....আর নকড়ো দত্ত প্যাঁচ ঘোরাচ্ছে!....কলকাতায় যেতে বলো! দেখে আসতে বলো......আজকাল সব জোতদারের ছেলেরাই ফিলিমে টাকা ঢালছে! বংশের কালচারাল সাইড বলে তো কিছু রাখলে না!"

কোঁৎকাও 'বাপকো বেটা'। হোঁৎকা দেখে কালচারাল সাইড আর কোঁৎকা দেখে পলিটিক্যাল সাইড। সত্তরের দশকের গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গের যুব পার্টি চাঁদা তোলা থেকে গুপ্ত হত্যার ঘটনা নিত্যদিন চলত। আবার নাট্যকারের দৃষ্টি থেকে যুব পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব কিংবা মস্তান-নির্ভরতা এড়িয়ে যায়নি। কোঁৎকাও তার পিতা সম্পর্কে তার সহোদরের মতোই পুরোপুরি শ্রদ্ধাহীন। অভিজাত সমাজে কোথাও কোথাও পিতাকে দেখেই যে পুত্র মদ্যপান শেখে, একই নারীর উপর পিতা ও পুত্রের যে নজর পড়ে তার ভয়ংকর ছবি চোখে পড়ে। নকড়ি যখন বলে.... "বাড়ির ভাত খাচ্ছ আর বাইরে এসে খুব ফুটানি দেখাচ্ছ!" তখন কোঁৎকা পিতাকে যোগ্য জবাবই দেয়-

কোঁৎকা ∫∫ (নকড়িকে) লুজ ক্যারেকটার আমি! আর তুমি ধম্মোরাজের বাপ! দেবো যেদিন হাটে হাঁড়ি ভেঙে!-দেখি শালা কে এদের হাটায়!"

৪. আগেই পদ্মবউয়ের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনে সরলতার কথা, নিসর্গ প্রেমের কথা, জুয়াড়ি বাপের পাশে গোপের বাঞ্ছাকে ভোলানোর চক্রান্ত দেখতে দেখতে বাঞ্ছারামের প্রতি, সাজানো বাগানের প্রতি নির্ভরতার কথা বলেছি। এর পাশাপাশি বিপরীতধর্মী, সরল অথচ লোভী একটি নারী চরিত্র উঠে এসেছে-সে নকড়ির গিন্নি। তার অপার স্বর্ণতৃষ্ণা, যেমন নাটকে আছে, তেমনি আছে পদ্মের প্রতি সন্দেহের কারণে অবাঞ্ছিত আক্রমণ।

"......(পদ্মকে উদ্দেশ করে) মর্ মর্ লক্ষ্মীছাড়া! মুখপুড়ি! এতো খাচ্ছিস তবু পেট ভরে না? আবার আমার এ লোকটার দিকে নজর দিয়েছিস! খবরদার।"

ছড়কি-নকড়ি-হোঁৎকা-কোঁৎকার অন্তহীন লোভ গিন্নির মধ্যেও অনিবার্যভাবে সঞ্চারিত হয়। বাঞ্ছারামকে সে গলায় দড়ি দেওয়ার কথা বলে। কিন্তু সেও নারী, তাই নাটকের শেষ স্তরে যখন অসুস্থ চেহারায়, গায়ে ময়লা কাপড় জড়িয়ে নকড়ি এসে ভেতরের দরজায় দাঁড়ালো তখন- "নকড়িকে দেখে গিন্নি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।" এই একটি মাত্র দৃশ্য-বাক্যের মধ্যে গিন্নির মধ্যে যে স্বামী-মমতার ইঙ্গিত আছে তা বোধ হয় সর্বশ্রেণী সিংহভাগ নারীর বৈশিষ্ট্য, ও একটু আলাদা। দত্ত পরিবারের লিপ্সার আদিগন্ত পরিস্থিতি থেকে এই চরিত্রটি, সম্ভবত নারী বলেই, কিছুটা স্বতন্ত্র হয়ে রইলো।

৫. 'সাজানো বাগান' মনোজ মিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলে আমার নিশ্চিন্ত ধারা। এই নাটকটির সাহায্য নাট্যকার বিশ্বপ্রকৃতির পটে মুখোমুখি দু'টি শ্রেণীর ভূমিকে কেন্দ্র করে যে সংঘাত, তাতে কৃষিজীবি মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। বাঞ্ছারাম অশিক্ষিত, কিন্তু জমি-শোষকদের বিশ্বব্যাপী লোভের কথা সে বলেছে। নাট্যকার তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে হারিয়ে দিয়েছেন জমি-শোষকদের। যবনিকা পড়ে আসার মুহূর্তে ভোরের আলোয় যখন বাঞ্ছা শিশুকে পাখি-গাছের জল-আমের বোল-মৌমাছির ঝাঁক-রাতের শিশিরের বর্ণনা শোনাতে থাকে তখন কোমর ভাঙা ছকড়ি মৃত পুত্র নকড়ির গলায় মালা পরিয়ে দেয়। একটি শ্রেণি-সংগ্রামভিত্তিক তত্ত্বকথা দুটি পরিবারের বিরোধের মধ্য দিয়ে কালজয়ী নাটকে রূপান্তরিত হয়।

১লা শ্রাবণ, ১৪১৪

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রফে সর, বাংলা বিভাগ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

পত্র-পত্রিকায়

সাজানো বাগান

যেধরনের মৌলিক নাট কের জন্যে আমাদের অহল্যা-প্রতীক্ষা...সাজানো বাগান সেই প্রার্থক নাট ক।

...এমন একটি নাট ক, যেখানে বক্তব্য অন্তঃসলিলা, হাসির স্রোতে ভাসতে ভাসতে দর্শনের মনে অজান্তেই গভীর নাট কীয় বক্তব্য প্রোথিত হয়ে যায়।

...ঘট নাগু লি এসেছে তরতর করে, হাসির উ ল্লাস জাগিয়েই করুণার গভীরে অবগাহন করানোর জন্যে।

দেশঃ ২৮ জানুয়ারি'৭৮

.The old man clinging to life and becoming stronger and stronger, with the landholder weakening in sheer despair becomes a piece of unusual comic theatre.

Sajano Bagan draws laughter all along, with the wit of the idiom and the intelligence that goes into the making of the plot.

The Hindusthan Standard : Dec. 29'77

-Comic theatre with social ethics.

Amrita Bazar Patrika : Jan. 1'78

Sajano Bagan marks his first success in illuminating social inequalities through laughter.

Mr. Mitra has never shown greater mastery of black humor.

Statesman : March 24'78

এমন বস্তুনিষ্ঠ, শিল্পোত্তীর্ণ নাটক আর দেখিনি। দেশকালের সীমান্ত উত্তীর্ণ এই নাটক যে কোন স্বাজাত্য অভিমানীকে গর্বিত করে তুলবে।...লোভ, বেঁচে থাকার ইচ্ছে, স্বার্থ ভালবাসা-সব নিয়ে রামায়ণ-মহাভারত-টলস্টয়ের স্টাইল এমন লুডো খেলা আর দেখিনি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়/অমৃতঃ

এপ্রিল ৭'৭৮

সাজানো বাগান

প্রথম অভিনয়ঃ মুক্ত অঙ্গন

৭ নভেম্বর ১৯৭৭

সন্ধ্যা সাতটা

প্রয়োজনাঃ সুন্দরম্

নিদেশনাঃ মনোজ মিত্র

আবহঃ দেবাশিস দাশগুপ্ত

রূপসজ্জা-পরিচলনাঃ অনন্ত দাশ

রূপসজ্জাঃ অজয় ঘোষ

আলোঃ অমল রায়

মঞ্চঃ অজয় দত্তগুপ্ত

শব্দপ্রক্ষেপনঃ বিশ্বজিত প্রসাদ/সৌমেন ঠাকুর

অভিনয়ে

জকড়ি দত্তঃ দুলাল ঘোষ/দুলাল লাহিড়ী/রতন মুখোপাধ্যায়/অরুন মুখোপাধ্যায়/দেবব্রত দাস

নকড়ি দত্তঃ মানব চন্দ্র/দীপক দাস/সমর দাস

বাঞ্ছারামঃ মনোজ মিত্র

গুপিঃ অরণ্য ঘোষাল/প্রণব সেন/শুভ মজুমদার/দীপক দাস/সুব্রত চৌধুরী

মোক্তারঃ শক্তি ঘোষাল/শ্যামল সেনগুপ্ত/দেবব্রত দাস/ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী

গোবিন্দ ডাক্তারঃ শংকর প্রসাদ

হোৎকা-কোঁৎকাঃ স্বপন রায়/লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রিয়জিত ব্যনার্জি

চোরঃ শ্যামল সেনগুপ্ত/অসিত মুখোপাধ্যায়/অসীম দেব

গণৎকারঃ জয়ন্ত দত্ত/অধীর বসু/দীপক ঠাকুরতা

পুরোহিতঃ রণধীর দাশগুপ্ত/লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/অধীর বসু/বিশ্বনাথ দে

গ্রামবাসীঃ সমুদ্র গুপ্ত/জ্যোতিরিন্দ্র/নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

পদ্মঃ শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী/তনুশ্রী ঘোষাল/অমিতা রায়/জয়তী বসু/শর্মিলা মৈত্র/ময়ূরী ঘোষ/শুভ্রা বসুদাস

গিন্নি শান্তা সেনগুপ্ত/বুলা সেনগুপ্তা/অর্পিতা মজুমদার/মায়া রায়/চিত্রা সেন/ময়ূরী ঘোষ

শববাহক যুবকেরাঃ অজয় দত্তগুপ্ত, ঠাকুরদাস ভট্টচার্য, সৌমেন রায়চৌধুরি, মনিরলু মোল্লা, উৎপল চক্রবর্তী, দেবাশিস ভট্টাচার্য, দেবরাজ দত্ত, অমল ঘোষ, অভিজিৎ মাইতি, সুশীল দাস।

সাজানো বাগান

চরিত্রলিপি

প্রেতাত্মা ছঁকড়ি দত্ত

নকড়ি দত্ত

বাঞ্ছারাম কাপালি

গুপি

মোক্তার

গোবিন্দ ডাক্তার

হোঁৎকা-কোঁৎকা

চোর

গণৎকার

পুরোহিত

জনৈক গোবিন্দ

শববাহক যুবকেরা

পদ্ম

নকড়ি-গিন্নি

সাজানো বাগান

ঃ রচনাকাল ঃ

১৯৭৬-১৯৭৭

সাজানো বাগান-এ দুটি দৃশ্যঃ বাঞ্ছারামের বাড়ি ও নকড়ির ঘর। সুন্দরম্-এর প্রযোজনায় মঞ্চের দুই অংশে দুটি দৃশ্য সাজানো হয়। আলোক নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে দ্রুত দৃশ্য-পরিবর্তনের মাধ্যমে গতিপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখা হয়।

সাজানো বাগান

❍ প্রথম অঙ্ক ❍

■ প্রথম দৃশ্য ■

[বাঞ্ছারামের বাড়ি। পিঠের দিকে একটা ফলের বাগান নিয়ে বৃদ্ধ চাষি বাঞ্ছারাম কাপালির মাটির চালা ও উঠোন মঞ্চের অনেকটা জুড়ে রয়েছে। নেপথ্যের বাগানের দু-একটা সবুজপাতাভরা ডাল উপুড় হয়ে পড়েছে বাঞ্ছারামের ঘরের চালে। বাগানের রাস্তার মুখে একটা কাকতাড়ু। সন্ধের একটু আগে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে আলোছায়ার অলৌকিকি নকশা বাঞ্ছারামের উঠোনে। মঞ্চ ফাঁকা। শুধু ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরের ওপর কাঁথাঢাকা একটা স্তূপ দেখা যাচ্ছে। বাগান থেকে একটি ভৌতিক কান্না ভেসে আসছে। একটু পরে পরলোকগত জমিদার ছঁকড়ি দত্তের প্রেতাত্মা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলো। তার কোমর ভেঙে গেছে।]

ছঁকড়ি ∫∫ উহু! উহু উহু....উহুহু....! কী পড়াটাই পড়লুমরে....ওই আমড়া

গাছের ডাল ভেঙে। উহু....উহু....উহুহু!....মগডালে বসে একটু পা দোলাচ্ছিলাম....নিব্বংশের ব্যাটা আমড়াগাছ....মড়্-মড়্-মড়্ মড়াং....মুখ থুবড়ে চিৎপটাং! উহুহু....! ওরে দাদারে দাদা, এ মাজা আর সোজা হবে না রে! উহুহু....(থেমে) আর কাকেই বা দোষ দেবোরে দাদা.... শালা আম্মো আর জায়গা পাইনি....চড়েছি কিনা গাছের ডালে! তি-রি-শ বছর....ল -অ-ং থা-র-টি ইয়ারস্....শীত....গ্রীষ্মি....বর্ষা-একভাবে ডালে বসে আছি! ....কী করব, বাগানখানার মায়া যে কাটাতে পারি না! (গুনগুন করে গান ধরে) বাগান দিল না বঁধু....দাগান দিল যে শুধু....আমি কি নিয়ে থাকি....(থেমে, জমিদারি গাম্ভীর্যে) জমিদার ছ্যাকড়া দত্ত.... জীবদ্দশায় যার যে জমিটার দিকে নজর দিয়েছে....হালুম! কোঁ-ও-ৎ....! কোঁৎ করে গিলে ফেলেছে! ....সব গিলেছি....পারিনি শুধু ওইটা....ওই ফলের বাগানটা! (মাথা থাবড়াতে থাবড়াতে) নিজের বুদ্ধির দোষে আর হয়ে ওঠেনি। কী মনে হল.... ভাবলাম মুখ্যু চাষাটা মনের সুখে ফলের চারা লাগাচ্ছে লাগাক....আমর জাম কাঁঠাল লিচুর কলম বসিয়ে বাগানখানা সাজাচ্ছে সাজাক....হাতের পাঁচ....একেবারে সাজানো বাগানখানা নেবো! .... হ্যা হ্যা হ্যা....খাবো....খাবো....ফলবতী হলে খাবো-

[প্রেতাত্মার মুখ দিয়ে লালা ঝরে।]

ফলও ধরলো....ফলভারে ডালগুলো দশমেসে পোয়াতির মতো ভেঙে ভেঙে পড়ে....খাবো....খাবো....পাকুক....পাকুক....পক্ক হোক....রসালো হোক....খোসার নিচে ক্ষীর বাঁধুক! যেই মুখ্যুটা খেতে যাবে, (গান ধরে) চোঁ-ও-ও করে সাবড়ে নেবো....নিঙড়ে রস ছিবড়ে দেবো....রসে ফল উঠলো পাক্কি....আমি বড় ব্যাড লাকি! (ডুকরে কেঁদে ওঠে) ....পাকলো.... ফলেও পাক ধরলো....এদিকে ভাইরে ভাই আমারো পাক ধরলো....আর ফলের বোঁটা খসার আগেই আমার বোঁটাই খসে গেলরে! উ হু হু!

[প্রেতাত্মা ছঁকড়ি দত্ত বুক চাপড়ায়। ভৌতিক কান্না বাঞ্ছার উঠোনে বাগানে পাক খেয়ে ঘোরে। এই সময় বাগান থেকে একটি চোর বেরিয়ে এলো। পিঠের বস্তায় এক কাঁদি কলা। একটি পাকা কলা সে খাচ্ছে। চারপাশ ভালো করে দেখে নিয়ে মুখের কলার খোসা ছুঁড়ে ফেলে দ্রুত পায়ে সে বেরিয়ে গেল। প্রতাত্মা অবশ্য তার চোখে অদৃশ্য। খোসাটা তার গায়েই পড়েছে। ছঁকড়ি প্রবল বেগে নাক টানছে, উঠোনের বাতাসে গন্ধ শুঁকছে।]

ওইঁতো ওইঁতো....পেঁকেছে! পেঁকেছে!

[প্রচণ্ড জোরে নাক টানতে টানতে বাগানের দিকে চেয়ে খনা গলায় বলে ওঠে-।

কী পেঁকেছে! কী পেঁকেছে! (কলার খোসা কুড়িয়ে নিয়ে) ও বাঁবা ও বাঁবা-কী চমৎকাঁর-কী চমৎকাঁর মর্ত্তোমান কঁলা!

যাঁই....যাঁই....দেঁখিগে....আরও কী পাঁকলো শুঁকিগে....

[ভাঙা কোমর নিয়ে ছঁকড়ি দত্তের প্রেত্মাত্মা বাতাসে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বাগানে ঢুকে গেল। আলোটা এবার স্বাভাবিক হল। বাইরে থেকে গুপি ঢুকল। হাতে একটা বায়নার কাগজ, পকেটে কলম। গুপি দাওয়ার ওপর কাঁথাঢাকা স্তূপটাকে নাড়া দিতে দিতে-]

গুপি ∫∫ দা-মশাই-ও দা-মশাই-

[স্তূপটা নড়ছে। ভেতরে গোঁ গোঁ শব্দ।]

দা-মশাই....

[কাঁথা সরিয়ে কচ্ছপের মতো মুখ বার করল বাঞ্ছারাম কাপালি। অশীতিপর লোলচর্ম বৃদ্ধ। অশক্ত মুমূর্ষু। উঠে ও দাঁড়াতে পারে না। চলাফেরার সময় মাটিতে বসে বসে, ঘষে ঘষেই চলাফেরা করতে হয় তাকে। ফকফকে সাদা একরাশ গোঁপ দাঁড়ি চুলের মধ্যে তার কোটরে বসা চোখ দুটো ভীত।]

বাঞ্ছা ∫∫ গুপে, ও গুপে....আজ আবার দেখিচি!

গুপি ∫∫ আবার দেখেছ!

বাঞ্ছা ∫∫ (ভীতচোখে উঠোনের চারদিকে তাকাতে তাকাতে) হুঁ! নম্বা নম্বা পা ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমারে মুখ খ্যাঁচাচ্ছে!

গুপি ∫∫ হুঁ! যতো রাগ দেখি তোমার' পরে!....কার ভূত চিনতে পারলে দা-মশাই?

বাঞ্ছা ∫∫ কো-ও-ন্ হারামজাদার! বাগানডার' পরে নোভ ছিল তো, এখন মরার পরে ভর করেছে! (বাগানের দিকে চেয়ে) ওঝা ডেকে তোমারে সোজা করে দেবো! বাঞ্চোৎ! আমার নেবুগাছে চড়ে পোঁদপাকামি হচ্ছে!

গুপি ∫∫ খিস্তি দিয়ে লাভ হবে না। খিস্তি শুনে ভূতেরা মজা পায়, আরও জাঁকিয়ে বসে!

বাঞ্ছা ∫∫ (গুপিকে জড়িয়ে ধরে) না-না, ও শালা ভূত আমার সব্বোস্ব গেরাস করবে বলে বসেছে! তুই আমারে ছেড়ে দে গুপে! শালারে আজ মেরে পাটলাশ করে দেবো!

গুপি ∫∫ ভূতেরে আর লাশ বানানো যায় না! তার চেয়ে যা বলি শোনো, বাগানটা তুমি ঝেড়ে দাও!

বাঞ্ছা ∫∫ অঁ? ঝে-ড়ে!

গুপি ∫∫ তবে? ও শালা ভূত যখন পেছনে লেগেছে....এট্টা কিছু অঘটন ঘটাবেই! না, না, যতো শিগ্‌গির পারা যায় ঝেড়ে দিতে হবে। ভূতে- পাওয়া মাল হাতে রাখতে আছে!

বাঞ্ছা ∫∫ সারা জনম নক্ত জল করে বানালাম, আজ ভূতের ভয়ে দাঁত ক্যালায়ে ছেড়ে দেবো! আমি ভোগ করবো না?

গুপি ∫∫ আর কত ভোগ হবে অ্যাঁ? নিজে নাইনটি ফাইভ পেরিয়ে ইস্কুলের লাস্ট পিরিওডে কেলাস করছ! কখন হেডমাস্টার ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে ঢং, ফুটে হয়ে যাবে ওঁ। তারচেয়ে ঝেড়েঝুড়ে মালকড়ি দাও, বিজিনেস করি।

বাঞ্ছা ∫∫ কীসের বিজিনিস করবি?

গুপি ∫∫ কত রকম! খ্যাঁচ্-খ্যাঁচ্-খ্যাঁচ্-খ্যাঁচ্....চুল ছাঁটার সেলুন....ঘর্‌ঘর্ ঘর্‌ঘর্ দর্জির দোকান....কিংবা চোঁ-ও-ও....ভাটিখানা খোলা যায়!

বাঞ্ছা ∫∫ মাটি ছেড়ে ভাটি খানা!

গুপি ∫∫ লাভ কত! জল ছাড়ব, আর জলের মতো টাকা আসবে। দ্যাও, এটায় টিপ মেরে দ্যাও! পুরো সাতহাজারে রফা হয়েছে!

বাঞ্ছা ∫∫ আয়, কাছে আয়! (গুপি বায়নাপত্র নিয়ে বাঞ্ছার কাছে যায়, বাঞ্ছা গুপির কান টেনে ধরে) হারামজাদা! আমার কানন বেচে তুমি ভাটি খানা মারাবা?

গুপি ∫∫ (কান ছাড়িয়ে) এ মুখ্যু বুড়োটারে কেডা বোঝাবে! কানন কি তোমার সঙ্গে যাবে? চোরচোট্টায় ফাঁক করে দিচ্ছে! ও কানন সাজিয়ে রেখে লাভটা কি হচ্ছে! না খেয়ে মরছে....অসুখের চিকিচ্ছে হচ্ছে না....

বাঞ্ছা ∫∫ তাতে তোমার কী চড়চড় করছে? (যে হাতে গুপির কান ধরেছিল, সেই হাত শুঁকতে শুঁকতে) কাপ্তিন হয়েছে! কানের গোড়ায় পাব্‌ডার মেখে কাপ্তিন হয়েছে! শালা সব খ্যায় করবে বলে এঁটুলির মতো গুটি গুটি এসে বসেছে গো!

গুপি ∫∫ এঁটুলি মানে?আমি তোমার একমাত্তর নাতি!

বাঞ্ছা ∫∫ নাতি! নাতি না তুমি কাঁঠালের ভুঁতি! তালের আঁটি! তুমি পোজাপতি হয়েছ!

গুপি ∫∫ প্রজাপতি মানে! আমি তোমার ছোট মেয়ের ছেলে!

বাঞ্ছা ∫∫ (খিঁচিয়ে) উঁ! ছোটোমেয়ের ছেলে! ওরে আমার ছোটোমেয়ের ছেলেরে! (হঠাৎ, গুপির আপাদমস্তক দেখতে দেখতে) তোর বাপ নরেন্দর?

গুপি ∫∫ হ্যাঁ!

বাঞ্ছা ∫∫ নরেন্দর কী করে তোর বাপ হবে? নরেন্দর তো আমার বড়োজামাই!

গুপি ∫∫ (অবাক হয়ে) নরেন্দর কী করে তোমার বড়োজামাই হবে?

বাঞ্ছা ∫∫ হবে না? পাঁচ জামাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে নম্বা জামাই....সেই তো বড়োজামাই!

গুপি ∫∫ ধুস্‌ শালা! লম্বা জামাই বলেই বড়োজামাই হবে! ছোটোজামাই....আমার বাপ!

বাঞ্ছা ∫∫ (ভালো করে নিরীক্ষণ করে) তোর বাপ অন্য!

গুপি ∫∫ ধ্যাৎ! ছমাস আগে আমি আমার বাপের ছেরাদ্দ করে এলাম....আর আমি বাপ চিনিনে....

বাঞ্ছা ∫∫ ও ছেরাদ্দ বললে চলবে না মনি। তুমি তোমার বাপেরে ডেকে এনে দেখাও, তুমি নরেন্দরের না হরেন্দরের ছেলে! না হলে তুমি চলে যাও.... ব্যাগ্যাতা করি....যাও, চলে যাও....

গুপি ∫∫ দ্যাখো, ওসব ড্রিবলিং করে লাভ হবে না! চুপকি মেরে আমাকে কাটাতে পারবে না। ওসব কানামাছি খেলা দেখাওগে অন্য লোকেরে।

আমি যখন এসে গেছি....বাগান আমি নেবোই!

বাঞ্ছা ∫∫ হুঁ! বাগান নেবো! বাগান তোমার জয়নগরের মোয়া!

গুপি ∫∫ বেচবো বলে অলরেডি এক জায়গা থেকে বায়নার টাকা খেয়ে বসে আছি, বুঝলে?

বাঞ্ছা ∫∫ অ্যাঁ! কী করেছিস! অ্যাই গুপে, তুই আমার বাগান দেখিয়ে টাকা খেয়েছিস!

গুপি ∫∫ এখন মাল না ছাড়লে পিটিয়ে ছাল ছাড়িয়ে নেবে আমার! দ্যাও....টিপ দ্যাও....

বাঞ্ছা ∫∫ শালা বলে কী! (গুপিকে জড়িয়ে) কী করলি অ গুপে, আমার গলা টিপে ধরলিরে....

গুপি ∫∫ গাড্ডায় পড়ে গেছি দা-মশাই....পিলিজ, আর 'না' করো না....

[বাঞ্ছার আঙুল টেনে কলমের কালি মাখাচ্ছে।]

বাঞ্ছা ∫∫ (ছটফট করতে করতে) ছুরি মারলি....অ গুপে, তুই যে বুকে ছুরি মারলিরে....(জোরে) ছুরি....ছুরি....

[বাঞ্ছারাম ছুরি ছুরি বলে চিৎকার করে। ওর চিৎকার শুনে নকড়ি দত্ত ও মোক্তার ছুটে আসে। মধ্যবয়সী নকড়ি গাঁয়ের মাথা, হৃষ্টপুষ্ট জমিদার-তনয়। দরিদ্র মুসলমান মোক্তারটি তার সহচর। মোক্তারের পরনে ছেঁড়া পায়জামা, ছেঁড়া কালো কোট, মাথায় ছেঁড়া ফেজটুপি। তারা আশপাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ওই ছুরি শব্দটাই শুনেছে।]

নকড়িও মোক্তার ∫∫ ছুরি! ছুরি! কার ছুরি! কই ছুরি! কে মারলে!

বাঞ্ছা ∫∫ (গুপিকে দেখিয়ে) ওই শালা....

নকড়ি ও মোক্তার ∫∫ (সভয়ে) ছুরি কেন....ছুরি কেন....ছুরি বার করো....ছুরি বার করো!

গুপি ∫∫ (হকচকিয়ে) খচ্চর বুড়ো! একদম ফালতু চেঁচাচ্ছে!

বাঞ্ছা ∫∫ এই শালা! তুই আমার সম্পত্তি বায়না দিয়ে টাকা খেয়েছিস না!

নকড়িও মোক্তার ∫∫ অ্যাঁ!

বাঞ্ছা ∫∫ এই দেখুন জোর করে টিপ মারিয়ে নিচ্ছে!

নকড়ি ∫∫ অ্যাঁ! জালিয়াতি!

মোক্তার ∫∫ জালিয়াতি! জালিয়াতি! এই রকম বুড়ো মান্ষেরে জালিয়াতি করে....

[বাঞ্ছা ওদের দেখে ভরসা পেয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে।]

নকড়ি। একটা নিরীহ শান্ত কচি খোকার মতো বুড়োরে বলাৎকার করে.... মোক্তার!

মোক্তার ∫∫ না, না, এটা বলাৎকারের ঘটনা না। বলাৎকার অন্য জিনিস!

নকড়ি ∫∫ আমি যখন বলেছি বলাৎকার, তখন বলাৎকার। ঐ বাগানের ওপর বলাৎকার!

মোক্তার ∫∫ খাঁটি কথা! এ ফলের বাগান হল গে জিলার মধ্যে সব্বোশ্রেষ্ঠ! দশজনে এর নাম করে! গাঁর একখানা প্রেসটাইজ! না, এ আমরা নষ্ট হতে দিতে পারিনে নকুড়দা....

বাঞ্ছা ∫∫ ভাটিখানা খুলবে!

মোক্তার ∫∫ তোবা! তোবা!

বাঞ্ছা ∫∫ সাতহাজারে নফা মেরেছে!

নকড়ি! ∫∫ কোন্ শালা, কোন্ শালা দর দিয়েছে সাত হাজার? এই বারো বিঘে তেরো ছটাক বাগানের দাম সাত হাজার? এর দাম চোদ্দ হাজার!

মোক্তার ∫∫ আটাশ হাজার!

নকড়ি ∫∫ ছাপ্পান্ন হাজার!

মোক্তার ∫∫ ছাপ্পান্ন দুগুনে হলো গে....

নকড়ি ∫∫ ছেড়ে দাও....

মোক্তার-এ মাটির মর্ম কী!

[বাঞ্ছারাম নকড়ির পা জড়িয়ে কেঁদে ওঠে।]

নকড়ি ∫∫ পারবে না, পারবে না, নকড়ি দত্তের গায়ে এতটুকু মাংস থাকতে, বাঞ্ছা কাপালির বাগানে কেউ হাত দিতে পারবে না!

বাঞ্ছা ∫∫ (গুপির উদ্দেশে) নাঙামুলো....গোঁপখেজুরে....মানকচু - ∫∫

নকড়ি ∫∫ বাজে নাতি....ওর চালচলন ড্রেসট্রেস সব বাজে! ....লুজ ক্যারেকটার!

বাঞ্ছা ∫∫ বাগান নিবি! খা, এই কাঁচকলা খা! ....কোন্ মেয়ের ছেলে কিচ্ছু ঠিক নেই! বেরো শালা! বেরো....

গুপি ∫∫ যাচ্ছি! মরে গেলেও আর মুখে জল দিতে আসবো না। (গুপি ছুটে ঘরে ঢুকে ব্যাগ জামাকাপড় নিয়ে আসে।) যক্ষি বুড়ো! কদ্দিন আগলাবা? তোমার ওই সাজানো বাগান আমি শ্মশান করে ছেড়ে দেবো! আমার নামও গুপি!

[গুপি বাড়ি ছেড়ে চলে গেল]

মোক্তার ∫∫ আরো যাও, যাও! তুমি তো তুমি, কেউ পারলো না!

নকড়ি ∫∫ (বাঞ্ছাকে) মরে গেলেও আর ঢুকতে দেবে না!

মোক্তার ∫∫ ওঃ বয়েস কালেই এই বুড়ো কী করে সব রক্ষে করেছে নকুড়দা!

নকড়ি ∫∫ লাঠি! লাঠি! লাঠির জোরে! আমার বাবা যত লাঠি পাঠিয়েছে, সব ফেরত পাঠিয়েছে....এই, বুড়ো! আমার বাবা তো ছিল জমিদার! আর জমিদার মানেই তো বুনো ওল!

মোক্তার ∫∫ হায় হায়! আজ কিনা হাতি হাবড়ে পড়েছে!

বাঞ্ছা ∫∫ আর লাঠি চালাতে পারিনে গো! এধারে ভূত....ওধারে পুত, দুটোয় মিলে আমারে সমানে গুঁতো মারছে গো! ....কী করে নক্ষে করব কত্তা!

[বাঞ্ছারাম হাহাকার করে।]

মোক্তার ∫∫ কেঁদো না চাচা....নকুড়দা যখন এসে দাঁড়িয়েছেন, এসব তোমার রক্ষে হয়ে যাবে।

নকড়ি ∫∫ আচ্ছা, আচ্ছা, আজ থেকে এ সম্পত্তির সব ভার আমি নিলাম। তোমার রক্ষণাবেক্ষণ ভরণপোষণ সব আমার। আরে, বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব না?

[কৃতজ্ঞতায় বাঞ্ছা নকড়ির পা জড়িয়ে কাঁদে।]

শোনো, প্রতিমাসে পয়লা তারিখে দুখানা করে বড়ো পাত্তি দেবো.... যতদিন জীবিত আছো মাসে মাসে দুশো করে সমানে দিয়ে যাবো!

মোক্তার ∫∫ বা....বা....বা....বা....

নকড়ি ∫∫ আমার শুধু একটা কণ্ডিশন! তুমি গত হলে এই ভিটেমাটি বাগান-টাগান সব আমার হাতে আসবে....

[বাঞ্ছারাম আঁতকে ওঠে। তীরবেঁধা হরিণের মতো দ্রুতবেগে ঘরে ঢুকতে যায়।]

মোক্তার ∫∫ চাচা....চাচা....

[মোক্তার গিয়ে বাঞ্ছারামকে ধরে।]

নকড়ি ∫∫ শোনো, শোনো, তোমার জীবদ্দশায় আমি এদিকে ফিরেও তাকাবো না। কিন্তু তুমি চোখ বুঁজলে....

[বাঞ্ছা প্রবল বেগে ঘাড় নাড়তে থাকে। সে রাজি নয়।]

মোক্তার ∫∫ দুনো সুবিধে চাচা, তোমার দুনো সুবিধে! যদ্দিন বেঁচে আছো তোমার সম্পত্তি তোমারই রইল, আবার মাসোহারাও পেলে! গাছেরও খেলে, তলারও কুড়ুলে! চলো চাচা....কোর্টে নিয়ে যাই, একটা চুক্তিপত্তর হয়ে যাক্....

[বাঞ্ছা ছটফট করে ঘাড় নাড়ে।]

নকড়ি ∫∫ পয়লা তারিখ....জোড়াপাত্তি!

মোক্তার ∫∫ দুধ খাবে....

নকড়ি ∫∫ ঘি খাবে....

মোক্তার ∫∫ এই যে শীতে ছেঁড়াক্যাঁথা....

নকড়ি ∫∫ এরপর কাশ্মীরি শাল চাপিয়ে ঘুরবে বাঞ্ছা!

বাঞ্ছা ∫∫ (হঠাৎ চিৎকার করে) শালা বড্ড নোভ!

নকড়ি ও মোক্তার ∫∫ অ্যাঁ?

বাঞ্ছা ∫∫ ....আমার গো, আমার! একখানা শালের' পরে বড্ড ঝোঁক আমার! ওই ছোটো জামাইরে বলেছিনু, ও নরেন্দর আমারে এট্টা শাল কিনে দাও না।....

কিন্তু শাল কি আর আমার হবে কত্তা?

মোক্তার ও নকড়ি ∫∫ কেন? কেন? কেন হবে না?

বাঞ্ছা ∫∫ ওগো হাঁটুতে আর বল নেই....বুকির খ্যাঁচায় দম পাইনে! মরণের ঘণ্টা শুনতি পাই....যদি সামনের অমাবস্যেতে আমি অ্যা-অ্যা....

[বাঞ্ছা জিব বার করে তার আসন্ন মৃত্যু নিশ্চিত করে দেয়]

নকড়ি ∫∫ অমাবস্যে! হ্যা হ্যা হ্যা....মোক্তার, কী বলে?

মোক্তার ∫∫ হ্যা হ্যা হ্যা....

বাঞ্ছা ∫∫ বাঁচবো না....আমি আর বাঁচবো না....

মোক্তার ∫∫ পাগল না মাথা খারাপ! তুমি মরবো!

বাঞ্ছা ∫∫ নাগো বাঁচবো না....

মোক্তার ∫∫ (নৃশংস ছলনায়) হ্যা হ্যা হ্যা....কী শরীল....

নকড়ি ∫∫ কী স্বাস্থ্য....!

বাঞ্ছা ∫∫ না....না....!

মোক্তার ∫∫ কী খাঁচা....!

বাঞ্ছা ∫∫ নাগো আর না....

নকড়ি ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ....কী হাড়!

মোক্তার ∫∫ কী পাঞ্জা!

[ওদের ভরসায় বুড়ো বাঞ্ছার জীর্ণ বুক দুলে ওঠে বেঁচে থাকার আশায়।]

বাঞ্ছা ∫∫ বাঁচবো....আমি বাঁচবো?

মোক্তার ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ, বহুকাল বাঁচবে, আর মাস-মাস অনেক কিস্তি খাবে! শালা!

দশখানা শালের টাকা ঘরে বসে তুলে নেবা!

বাঞ্ছা ∫∫ (দুচোখ চক্চক্ করে) আমি? আরও বাঁচবো?

নকড়ি ∫∫ বাঁচো-বাঁচো! আমি তো দিতেই চাই, বেঁচে থেকে যত পারো তুলে নাও। হ্যা হ্যা হ্যা....

[মোক্তার আর হাসি চাপতে পারে না। ওই মুমূর্ষু বুড়োর বাঁচার বড় ইচ্ছে। মোক্তার একটু দূরে সরে গিয়ে পেট চেপে হাসতে থাকে। নকড়িও মুখ ঘুরিয়ে হাসে। শুধু বাঞ্ছারাম বিশ্বাসে অবিশ্বাসে বিড় বিড় করে]

বাঞ্ছা ∫∫ বাঁচবো....আমি বাঁচবো....

[আলো নিভে আসে। মোক্তার ও নকড়ির হাসির হাসির খেই ধরে অন্তরালে প্রেতাত্মা হাসে।]

সাজানো বাগান

○ প্রথম অঙ্ক ○

■ দ্বিতীয় দৃশ্য ■

[নকড়ির বাড়ি। প্রাচীন জমিদার বাড়ির বৈঠকখানা। মধ্যরাত। ছঁকড়ি দত্তের প্রেতাত্মা দু'হাতে তুলে বিকট ভাবে হাসছে।]

ছঁকড়ি ∫∫ হাঃ হাঃ হাঃ! পেয়ে গেছি! বাগান পেয়ে গেছি! নকড়ো....আমার সুপুত্তুর, বাপের মুখ রেখেছে! হাঃ হাঃ হাঃ! চুক্তি হয়ে গেছে!....আমি যা পারিনি, তুই তা পারলি! ধন্যি! ধন্যি নকড়ো! হাঃ হাঃ হাঃ!....কী টোপটা ছাড়লো! মাস-মাস দুশো! ক' মাস নেবে? বড়ো জোর দু'মাস ওই ঘাটের মড়া শ্মশান কাঠ....তার মধ্যেই লোপাট! হাঃ হাঃ হাঃ! (বাঞ্ছারামের উদ্দেশে) শাঁল গায়ে দিবি? গঁড়গড়ায় তাঁমুক খাঁবি? (সুরে গায়) চাষার মনে কত আশা-চিলেকোঠায় বাঁধবে বাসা! বোঝে নারে বোঝে না বোকা চাষা....সবটাই ভুলে ভরা গুলে ঠাসা! নকড়ো....নকড়ো....আঁয়....হাঁমি খাই! শুয়োরের বাচ্চা আমার....

[কল্পিত নকড়ির জড়িয়ে]

হাঁমি! হাঁমি! মরা বাপের হাঁমি খা! হাঁমি হাঁমি!....বাপ মরে গিয়ে নেগেটিভ হয়ে গেছে....তুই আমার পজটিভ বাচ্চা! হাঁমি! হাঁমি! হাঁমি!....যাঁই-যাঁই-যাঁই-দেখিগে, বাঞ্ছাবুড়ো মরলো কিনা দেখিগে!

[আলো নেভে।]

সাজানো বাগান

○ প্রথম অঙ্ক ○

■ তৃতীয় দৃশ্য ■

[বাঞ্ছারামের বাড়ি। ঝিমধরা দুপুর। বাগানে বাঞ্ছারামের গোরু তাড়ানোর হাঁক শোনা যাচ্ছেঃ হেঃ হেঃ হেঃ ভুর্র্ ভুর্র্! বাঞ্ছারামের যথারীতি বসে-বসে মাটিতে দেহটা ঘষটাতে ঘষটাতে বাগান থেকে বেরিয়ে আসছে আর নড়বড়ে হাতে লাঠি উঁচিয়ে বার বার পিছন দিকে ফিরে হাঁক পাড়ছে।]

বাঞ্ছা ∫∫ হেঃ হেঃ ভুর্র্ ভুর্র্!....কার গোরু? সব গাছপালা তচনচ করে দিলেরে! হেঃ হেঃ! (বাইরে পথের দিকে তাকিয়ে) কেডা যাও? গোরুটাকে এট্টু তাড়ায়ে দিয়ে যাও না-(কেউ সাড়া দেয় না। বাগানের দিকে চেয়ে) হেঃ হেঃ ভুর্র্....ভুর্র্....

[ঝিমধরা দুপুরে ঘুঘু ডাকে। বুড়ো বাঞ্ছা নড়বড়ে মাথাটা দোলায়, চোখের জল ফেলে।]

তরমুজের চারাগুলো পুঁতেছিনু....কেমন নধর তাগড়াই হলো....এতখানি-খানি ডাগর ডাগর পাতা বেরোলো....বেঁচে থাকলে চোত-বোশেখে এতো বড়ো বড়ো ফল দিতো....ফলের ভেতর জল দিতো....

[শুকনো জিব চাটে বুড়ো। তেষ্টায় বুক ফাটছে। বাইরে পথের দিকে তাকিয়ে-]

....এট্টু জল দিয়ে যাও না....

[কেউ এল না। বুড়ো দাওয়ার নিচে কলসিটায় জল খুঁজলো। এক ফোঁটাও পেল না।]

বাঞ্ছা ∫∫ ....এই ঠা-ঠা রোদ্দুরে মান্ষেরও ছাতি ফাটে....গাছেরও ফাটে! এট্টু জল দিয়ে যাও না....

[বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে দাওয়ায় উঠতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে উঠোনে গড়িয়ে পড়ে। মৃদু আর্তনাদ করে আর নড়াচড়া করে না। স্তব্ধ দুপুর। বুড়ো মৃতের মতো পড়ে থাকে।ঘুঘু ডাকে। ছাতা মাথায় নকড়ি দত্ত ও মোক্তার এলো। বুড়োটাকে মাটির ওপর অমন বিশ্রীভাবে পড়ে থাকতে দেখে ঘেন্নায় নাক কোঁচকালো, দুজনেই ওয়াক করে থু থু ফেললো। তারপর বাগানটির দিকে লোভাতুর চোখে চাইলো। পকেট থেকে দুশো টাকা বের করে নকড়ি মোক্তারের হাতে দিলো। মোক্তার তা থেকে একটা দশটাকার নোট গোপনে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নিলো।]

মোক্তার ∫∫ (নকড়িকে) কত দিলেন? একশো নব্বুই?

[নকড়ি আর একটা দশটাকার নোট মোক্তারের হাতে দিয়ে ডিবে খুলে পান খাচ্ছে।]

মোক্তার ∫∫ (টাকার গোছা গুনতে গুনতে) চাচা....ও চাচা পয়লা তারিখ! কিস্তির টাকা নেবা না? (গোপনে আরও একটা নোট সরিয়ে নকড়ির দিকে হাত বাড়ায়।) দ্যান-

নকড়ি ∫∫ কী?

মোক্তার ∫∫ আর একটা লাগবে!

নকড়ি ∫∫ (পান চিবুতে চিবুতে) একটা মারো....দুটো মেরো না। (মোক্তার ধরা পড়ে পকেটের টাকা বার করে।) হয়েছে মন্দ না! মরারও নাম নেই....কিস্তিও থামে না....বাগানও আসে না! তিনমাসে তো ছ'শো টাকা বেরিয়ে গেল!

মোক্তার ∫∫ দ্যাখবেন এটাই হবে শেষ কিস্তি। চাচা....ও চাচা....

[বাঞ্ছারামকে টেনে তুলে বসায়।]

টিপ দাও! কিস্তি নাও!

[বাঞ্ছারামের আঙুলে কালি মাখিয়ে টিপছাপ নিচ্ছে।]

বাঞ্ছা ∫∫ (নকড়িকে দেখে কেঁদে ওঠে) কত্তা!

নকড়ি ∫∫ বলো..

বাঞ্ছা ∫∫ বড্ড জ্বর বেড়েছে গো!

নকড়ি ∫∫ জ্বর তো বেড়েই চলেছে....কাজের কাজ তো কিছুই হচ্ছে না।

বাঞ্ছা ∫∫ আমি কীরকম ফুলে পড়েছি গো!

নকড়ি ∫∫ ওই ফোলাই তো ঝোলাচ্ছে! ফোলার পরেও মানুষ যে কী করে বাঁচে!

মোক্তার ∫∫ চাষার জান তো? ভদ্দরলোকের বাড়ি, ফুললো আর মললো।

[বাঞ্ছাকে কিস্তির টাকা দিলো।]

বাঞ্ছা ∫∫ আর বোধায় আমারে বাঁচাতে পারলে না কত্তা....

নকড়ি ∫∫ আর বোধ হয় কেন? এতো কষ্ট পেয়ে বেঁচে থেকে কী লাভ বাঞ্ছা?

বাঞ্ছা ∫∫ সেকী! আপুনি যে বলেছিলেন, আমারে ভরণপোষণ করায়ে বাঁচায়ে রাখবেন!

মোক্তার ∫∫ যখন বলা হয়েছিল, সে পরিস্থিতি এখন পাল্টে গেছে।

বাঞ্ছা ∫∫ কিন্তুক না বাঁচলে আমি শাল গায়ে দেবো কী করে?

নকড়ি ∫∫ ওই! এক শাল ধরে বসে আছে!

বাঞ্ছা ∫∫ আমারর যে বড্ড নোভ গো!

নকড়ি ∫∫ তোমারও যেমন....আমারও তেমনি ওই বাগানখানার' পরে....এখন তুমি যদি বছরখানেক বেঁচে থেকে আমার টাকায় শাল গায়ে দাও, সেটা আমার ভালো লাগে?

বাঞ্ছা ∫∫ (অবাক হয়ে) লাগে না?

নকড়ি ∫∫ তুমিই বলো, লাগে? কামড় মেরেছি, গিলতে পারছিনে....এ অবস্থা! ভালো লাগে?

বাঞ্ছা ∫∫ না, না....তা'লে তো আমার এখন মরাই উচিত!....কিন্তুক এসব ছেড়ে কী করে যাবো গো....

[নকড়ির পা ধরে কেঁদে ওঠে।]

নকড়ি ∫∫ চোপ্‌! বাজে বুড়ো! কী রকম লুজ ক্যারেকটারের মতো কথা বলছে দ্যাখো!

মোক্তার ∫∫ কী করে মরবে নকুড়দা, আজকাল দুধ খাচ্ছে।

নকড়ি ∫∫ আমার টাকায়....আমার টাকায়! আমার টাকায় দুধ গিলে গিলে আমারই চোখের সামনে বেঁচে থাকছে!

মোক্তার ∫∫ ছাগলের দুধ! আয়ু বাড়ে

নকড়ি ∫∫ চোপ্‌! ছাগলের দুধতো ছাগলের পেটে থাকে....ছাগল বাঁচে কদিন!

[মোক্তার নকড়ির ছাতাটা খাড়া করে তার ওপরে পেছন ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।]

নকড়ি ∫∫ (মোক্তারকে) কী অসভ্যের মতো পেছনে গোঁজা মেরে দাঁড়াও!

সরাও! রাস্তায় কটা টিউকল পোঁতা আছে, তুমি অমনি করে দাঁড়াবে?

(বাঞ্ছার কাছে আসে, মাথায় হাত বুলায়।) ভাই বাঞ্ছা, একটা পরিষ্কার কথা দাও দিকি, তুমি কবে মরবে?

বাঞ্ছা ∫∫ অ্যাঁ?

মোক্তার ∫∫ এই যে গড়িমসি করছ চাচা, এই করতে করতে তোমার আগে যদি নকুড়দাই মরে যায়....

নকড়ি ∫∫ (মোক্তারকে) চো-ও-প্‌।

মোক্তার ∫∫ জী. ল. পয়েন্টে বলছি। আল্লা না করুন, যদি আপনার কিছু হয়, তাহলে তো চুক্তিটাই বাতিল হয়ে যাবে।

নকড়ি ∫∫ তাহলে বুঝছ, বাঞ্ছা ভাই, আমার মুখ চেয়ে তোমারই এখন আগে মরা উচিত।

বাঞ্ছা ∫∫ (নকড়ির যুক্তিতে সায় দেয়) হ্যাঁ।

নকড়ি ∫∫ তো তাই যদি বোঝো, তবে এসব দুধমুত বাজে বলকারক জিনিস খাচ্ছো কেন? টাকা দিচ্ছি ঘুগ্‌নি খাও।

মোক্তার ∫∫ ত্যালেভাজা ফুলুরি খাও।

নকড়ি ∫∫ ডালডার নুচি খাও।

মোক্তার ∫∫ চোলাই খাও।

নকড়ি ∫∫ হ্যাঁ, ছেলেবেলায় দুধতো অনেক খেয়েছো, এখন এই পঁচানব্বুই বছরে চোলাই টোলাই ধরো।

বাঞ্ছা ∫∫ (শুকনো জিব চাটতে চাটতে) এট্টু জল দ্যাও না....মোক্তার ও নকড়ি ∫∫ (বিরস মুখে) আবার জল!

[বাঞ্ছারাম হাঁপাতে হাঁপাতে আবার উঠোনে শুয়ে পড়লো।

নেপথ্য থেকে ডাকতে ডাকতে গণৎকার ঢোকে।]

গণৎকার ∫∫ (আদুরে গলায়) মামা....মামা....মামা ডেকেছেন....

নকড়ি ∫∫ এই যে হৃদয়চরণ, আয়!

গণৎকার ∫∫ (আদরে বিগলিত হয়ে নকড়িকে প্রণাম করে) ভালো আছেন তো

মামা? (মোক্তারকে) ভালোতো ভাই?

নকড়ি ∫∫ হ্যাঁরে শুনলাম কোত্থেকে নাকি গণনাটননা শিখে এসেছিস?

গণৎকার ∫∫ কালিঘাটের জ্যোতিষসাগরের কাছে মামা! হস্তরেখা, কোষ্ঠী বিচার, তার সঙ্গে নিউমারালোজি....

নকড়ি ∫∫ সেটা কী জিনিস?

গণৎকার ∫∫ ঐ যে নিউমারা....লোজি....

নরড়ি ∫∫ (বিরক্ত হয়ে) সেতো বুঝলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলবি তো....

গণৎকার ∫∫ নিউ মারালোজি! মানে নতুন ধরনের....

নকড়ি ∫∫ ধ্যাৎ!

গণৎকার ∫∫ আছে মামা আছে। এক থেকে দুশো উনপঞ্চাশের মধ্যে একটা নম্বর বলবেন মামা....কারেক্ট ফোরকাস্ট করে দেবো! পার সিটিং আমার আড়াই টাকা!

নকড়ি ∫∫ আচ্ছা সেটা পরে হবে, আগে দ্যাখ তো আয়ুটা কত?

গণৎকার ∫∫ আয়ু? আসুন....

[নকড়ির হাত টেনে ধরে।]

নকড়ি ∫∫ আরে আমার না, ওর....

গণৎকার ∫∫ (বাঞ্ছাকে দেখে) বাঞ্ছা বুড়ো। এখনো বেঁচে আছে! (বাঞ্ছার হাত টেনে) দেখি-দেখি-মুঠো খোলো। মামা....মামা! আঙুলগুলো যে একেবারে কুকুরের ল্যাজের মতো বেঁকে গেছে।

নকড়ি ∫∫ ব্যাঁকা ল্যাজ সোজা করে দ্যাখ....

[গণৎকার আতস কাঁচ চোখে দিয়ে বাঞ্ছার হস্তরেখা দেখছে।]

নকড়ি ∫∫ (মোক্তারকে) একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, বুঝলে?

মোক্তার ∫∫ জী। ঠিক ঠিক দিনটা জানতে পারলে কাজের সুবিধে....

গণৎকার ∫∫ মামা....

নকড়ি ∫∫ বলো....

গণৎকার ∫∫ সিংহ রাশি....

নকড়ি ∫∫ সিংহ! হ্যা-হ্যা-জানে। মনে হচ্ছে জানে।

গণৎকার ∫∫ (আরও উৎসাহে) মামা....ও মামা....

নকড়ি ∫∫ বলো....

গণৎকার ∫∫ রাক্ষস গণ....

নকড়ি ও মোক্তার ∫∫ রাক্ষস-হ্যা হ্যা হ্যা-

নকড়ি ∫∫ অ্যাই শোন্, জনগণমন ছেড়ে আসলটা বল্, আয়ু কতো?

গণৎকার ∫∫ অনেক....প্রচুর আয়ু....লম্বা আয়ুরেখা....

মোক্তার ∫∫ চলো, উঠে পড়ো....

গণৎকার ∫∫ আরে তাই তো! আয়ুরেখা ফুঁড়ে উঠেছে! বেস্পোতির দশা....

মোক্তার ∫∫ উঠে পড়ো....উঠে পড়ো....

[মোক্তার গণৎকারের হাত ধরে টেনে তুলছে।]

গণৎকার ∫∫ (ঘাবড়ে) কী হ'লো মামা?

নকড়ি ∫∫ যা-বাড়ি যা-বাড়ি গিয়ে বৌয়ের হাত দেখগে।

[নকড়ি ও মোক্তার গণৎকারকে বাইরে ঠেলে।]

গণৎকার ∫∫ কী আশ্চর্য! যে বাড়ি যাই....আয়ু বেশি বললে সবাই খুশি হয়-

আমি তো তাই বানিয়ে বানিয়ে বলি....

নকড়ি ∫∫ (রাগে ফেটে পড়ে) বানিয়ে বানিয়ে বলিস? বাজে গণৎকার! তোর কাঁচটাচ কালিঘাট টালিঘাট সব বাজে....লুজ ক্যারেকটার! যা-

গণৎকার ∫∫ আচ্ছা মামা, একবার নিউমারালোজিতে দেখি-

নকড়ি ∫∫ নিউমারালোজি না তোর পকেটমারালোজি! বেরো!

গণৎকার ∫∫ কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!

[মোক্তার গণৎকারকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। বাইরে সাইকেলের ঘন্টি।]

নকড়ি ∫∫ (বাইরে তাকিয়ে) গোবিন্দ....গোবিন্দ....

[মোক্তার এবার গোবিন্দ ডাক্তারকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এলো]

গোবিন্দ ∫∫ (ঘাবড়ে) আঃ ঠেলছো কেন? আমিতো এখানেই আসছি।

নকড়ি ∫∫ ও। এখানেই আসছিলি?

গোবিন্দ ∫∫ হ্যাঁ। এইতো শহর থেকে বাঞ্ছাদার রক্তপেচ্ছাপ সব পরীক্ষা করিয়ে

আনলাম। এই যে ব্লাড-রিপোর্ট।

নকড়ি ∫∫ (রিপোর্টের কাগজ নিয়ে) ব্লাড কী বলছে?

গোবিন্দ ∫∫ একদম নষ্ট! পেচ্ছাপ ধরুন....

নকড়ি ∫∫ চোপ্!

গোবিন্দ ∫∫ (কাগজ দেখিয়ে) পেচ্ছাপ....

নকড়ি ∫∫ (বুঝে) ও, পেচ্ছাপ....!

গোবিন্দ ∫∫ হ্যাঁ....

নকড়ি ∫∫ দে....

গোবিন্দ ∫∫ (কাগজ দিয়ে) পেচ্ছাপ আরও খারাপ! দুটো কিডনিই গেছে।

নকড়ি ∫∫ কিডনি কি দুটো থাকে?

গোবিন্দ ∫∫ জানেন না? এইতো আপনার রয়েছে।

[গোবিন্দ নকড়ির পেট দু'পাশ থেকে টিপে ধরে।]

নকড়ি ∫∫ (সুড়সুড়িতে হাসতে হাসতে) চোপ্। চোপ্। সব খারাপ....চারমাস ধরেই শোনাচ্ছে কিডনি নেই, পেচ্ছাপ নেই....(বাঞ্ছাকে দেখিয়ে) তা ওটা কী ধুকপুক করছে, অ্যাঁ?

গোবিন্দ ∫∫ (ঘাবড়ে) বুঝতে পারছি না....

নকড়ি ∫∫ তা বুঝবে কেন? বাজে ডাকতার....তোর নলফল সব বাজে....লুজ ক্যারেকটার!

মোক্তার ∫∫ যাও, ভালো করে দ্যাখো....

গোবিন্দ ∫∫ (শায়িত বাঞ্ছার নাড়ি টিপে) একী!

নকড়ি ∫∫ (চমকে) কীরে!

গোবিন্দ ∫∫ আরে শালা!

নকড়ি ∫∫ কীরে শালা! কী হলো বল্ না....

গোবিন্দ ∫∫ কই?

নকড়ি ∫∫ কী কই? অ্যাই গোবিন্দ!

গোবিন্দ ∫∫ নাড়ি! নাড়ি কই?

মোক্তার ও নকড়ি ∫∫ নেই!

গোবিন্দ ∫∫ (বাঞ্ছার কনুই-এর কাছে নাড়ি পেয়ে) আছে! আছে! আছে!

মোক্তার ও নকড়ি ∫∫ (বিমর্ষ হয়ে) আছে?

গোবিন্দ ∫∫ (সহসা নাড়ি হারিয়ে) কই?

মোক্তার ও নকড়ি ∫∫ নেই?

গোবিন্দ ∫∫ (আবার নাড়ি খুঁজে পেয়ে) আছে! আছে! আছে!

মোক্তার ও নকড়ি ∫∫ আছে?

গোবিন্দ ∫∫ (আবার নাড়ি হারিয়ে) কই কই কই?

নকড়ি ∫∫ (বেদম খেপে) আমার রগে! শালা নাড়ি খুঁজছে না কইমাছ ধরছে?

আর এই হয়েছে আজকালকার ডাক্তার কোবরেজ! মানুষ বাঁচবে কি না তাও বলতে পারে না, মানুষ যে মরবে তারও গ্যারাণ্টি দেয় না।

[নকড়ি বেরিয়ে যেতে গিয়ে দ্যাখ মোক্তার ছাতায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। ছাতায় একটা লাথি মেরে নকড়ি চলে যায়। ছাতা সমেত মোক্তার মাটিতে ছিটকে পড়ে গড়াগড়ি খায়। গোবিন্দ ওষুধ দেবে বলে ব্যাগ খুলছে। মোক্তার টুক করে ডাক্তারের ব্যাগ তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।]

গোবিন্দ ∫∫ (হকচকিয়ে মোক্তারের পিছু ছুটতে ছুটতে) মোক্তার....মোক্তার....

[আলো নেভে।]

সাজানো বাগান

❍ প্রথম অঙ্ক ❍

■ চতুর্থ দৃশ্য ■

[বাঞ্ছারামের বাড়ি। বিকেল বেলা। শেষ সূর্যের সোনালি আলো বাগানের গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাঞ্ছার উঠোনে। গুপি ঢুকল। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে নতুন জুতো। কাঁধে একটা নতুন সুটকেশ।]

গুপি ∫∫ (মহা ফুর্তিতে গান গাইতে গাইতে ঢুকছে) লাজে রাঙা হলো কনে বৌ গো....মালা বদল হবে এ রাতে....(বাঞ্ছার ঘরে উঁকি দিয়ে) দা-মশাই....ও দা-মশাই। ওঃ বুড়োর আজ চমকে দেবো।

[একগলা ঘোমটা টানা গুপির সদ্য বিয়ে করা বউ পদ্মরানি ঢুকল। পদ্মর হাতে একটা নতুন তালপাতার পাখা। গুপি পাখাটা ছিনিয়ে নিল।]

গুপি ∫∫ (পদ্মর মাথায় পাখার বাতাস দিতে দিতে) লাজে রাঙা হলো কনে বৌ গো....মালা বদল হবে এ রাতে....। শালা, কমখানি পথ! নৌকা....টেরেন....গোরুর গাড়ি। দেখি পা-দুটো একটু উঁচু করতো-স্যানডেলটা.... (পদ্মর পা থেকে স্যানডেলটা খুলে নিয়ে) এঃ কত আলতা পরেছো গো? দুখানা স্যানডেলই মাখামাখি। (চটি জোড়ায় বাতাস করতে করতে) লাজে রাঙা হলো কনে বৌ গো....মালা বদল হবে এ রাতে....। তারপর? সারাটা রাস্তা তো ফিচ্ কাঁদুনি! বলে, তোমার ঘরদোর নেই....বিয়ে করে বৌ রাখার জায়গা নেই! কি? এবার একটু ভরসা হলো তো! (পদ্মের মুখের কাছে মুখ নিয়ে) ও আমার পদ্মরানি, নয়ন মেলে দ্যাখো....

পদ্ম ∫∫ এ আবার কোথায় আনলে?

গুপি ∫∫ কোথায় আনলাম! সে সব কথা পরে হবে! আগে চিঁড়ে ভিজিয়ে দই দিয়ে মাখো শরীরটা একেবারে গরম হয়ে উঠেছে!

পদ্ম ∫∫ (মুখ ঝামটা দিয়ে) আবার একটা কার-না-কার বাড়িতে এনে তুললো রে!

গুপি ∫∫ কার বাড়ি মানে! আমার বাড়ি! আমার আপন মায়ের আপন বাপের বাড়ি!

পদ্ম ∫∫ হ্যাঁ, সবই তো তোমার আপন! নিয়ে গিয়েছিলে না আপন পিসির বাড়ি? পিসিতো দ্যাখা মাত্তর দুদ্দুর করে তাড়িয়ে দিল!

গুপি ∫∫ আরে সেটা একটু দূরের আপন ছিল। ও পিসিটা আমার এখানে থাকতে এলে আমিও দূর দূর করে তাড়াবো!

পদ্ম ∫∫ তারপর তো নিয়ে গেলে আপন জ্যাঠার বাড়ি! জ্যাঠাতো পেন্নামই নিলে না!

গুপি ∫∫ জ্যাঠা না পাঁঠা! পাঁঠা বলেই তো তোমার মতো রাঙা টুকটুকে বউমার পেন্নাম নিলে না! ঠিক আছে....আমার নামও গুপি। আসুক না জ্যাঠা আমাদের পেন্নাম করতে....আমরাও নেব না।

পদ্ম ∫∫ কেউ নেই। আসলে তোমার কেউ নেই। জ্যাঠাও নেই....জেঠিও নেই। লোকের বাড়ি থেকে থেকে বেড়াও! এবারে আমারে নিয়ে গেছ বলে কেউ দাঁড়াতেও দেয়নি! একটা বউসমেত বেকার মানুষ কে পুষবে!

[রাগে দুঃখে অভিমানে পদ্ম কাঁদে।]

গুপি ∫∫ আরে দূর! আমি কি লোকের বাড়ি থাকতে গেছি? আত্মীয়দের একটু টেস্ট করতে গিয়েছিলুম, বুঝলে?

পদ্ম ∫∫ উঁ টেস্ট্ করতে! (সক্রোধে গুপিকে পাখা উঁচিয়ে তাড়া করে) আমার বাবারে ভাঁওতা মেরেছে! ভাটিখানায় মদ খাইয়ে বুঝিয়েছে খুব বড়োলোক! ফোরটুয়েন্টি কোথাকার!....বিয়ের পর একবার এবাড়ি একবার ওবাড়ি ছুটিয়ে ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে!....ফুলশয্যের জায়গাটা পর্যন্ত পাইনি!

গুপি ∫∫ ফুলশয্যে হবে!

পদ্ম ∫∫ হ্যাঁ হবে!

[পদ্ম তেড়ে ছুটে যায়]

গুপি ∫∫ এই! এই! (সভয়ে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে রুখে দাঁড়ায়।) ঠিক আছে ঠিক আছে.....অতো অসুবিধে হয়তো বাপের কাছেই ফিরে যাও....

পদ্ম ∫∫ তাই যাবো!

গুপি ∫∫ তাই যাও! মরছিলে তো পুরুলিসি হয়ে। ভাগ্যিস্ আমি বিয়ে করেছিলুম!

পদ্ম ∫∫ উঁ। উনি বিয়ে করেছিলেন বলে আমার পুরুলিসি সেরে গেছে! যাবো চলে!

গুপি ∫∫ যাও যাও হুঁ! আমার ভাবনা! আমার আপন মামার বাড়ি। মামারা কেউ জন্মায়নি! সব আমার...বাগান...পুকুর...গাছপালা...

[বাগান শুনে পদ্মের মনটা কেমন করে।]

পদ্ম ∫∫ (নরম গলায়) বাগান....?

গুপি ∫∫ (হাত ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়) তবে? বাগান...গাছ...পুকুর...

পদ্ম ∫∫ (মুগ্ধ অবাক) সব তোমার আপন?

গুপি ∫∫ মাইরি বলছি....তোমার শাঁখা ছুঁয়ে বলছি...তোমার আঁচল ছুঁয়ে বলছি... আচ্ছা, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি....

পদ্ম ∫∫ (গুপিকে ঢিপ করে পেন্নাম করে) সত্যি! সব তোমার!

গুপি ∫∫ বললাম তো!

পদ্ম ∫∫ (গুপির হাত ধরে চারদিকে চেয়ে) বাঃ!

গুপি ∫∫ (সেও যেন এসব আজ নতুন দেখছে) বাঃ!

পদ্ম ∫∫ কী সুন্দর! বাঃ!

গুপি ∫∫ কী সুন্দর! বাঃ!

পদ্ম ∫∫ (নিশ্বাস নিয়ে) আঃ....কী পরিষ্কার বাতাস!

গুপি ∫∫ কী পরিষ্কার বাতাস! সব অসুখ সেরে যাবে!

পদ্ম ∫∫ আমার বাবার কিচ্ছু ছিল না। বাগানও না....পুকুরও না....

গুপি ∫∫ কী করে থাকবে? তোমার বাবা-আমার পুজনীয় শ্বশুরমশাই-দিনরাত তো ভাটিখানায় পড়ে থাকে! সেইখানেই আমার সাথে আলাপ!....আর আমার শাশুড়ি ঠাকুরণ.....হাফ-ডজন মেয়ে নিয়ে কারখানার লাইনে পড়ে আছেন! দেখে কী যে কষ্ট হলো আমার!

পদ্ম ∫∫ তুমি আমারে ঠকাচ্ছ নাতো! লোকে বলে তুমি ফোর্টুয়েন্টি! বলো, তুমি তা না!

গুপি ∫∫ (পদ্মের মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে) তাই ছিলাম! মিছে কথা বলে না লোকে....আগে আমি তাই ছিলাম। উড়নচণ্ডী করে, কাপ্তেনি করে সব ঘুচিয়েছি! সংসারে মনমতি ছিল না আমার। কিন্তু পদ্মরানিরে পাবার পর, গুপি জায়গা জমি চিনেছে, মাটির মর্ম বুঝেছে...

[ওরা দেখেনি ইতিমধ্যে বুড়ো বাঞ্ছা ঘর থেকে দাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে। বসে বসে ঠোঙা হাতে একমনে গুজিয়া খাচ্ছে। হঠাৎ গলাটা গুড়গুড় করতে ওরা দেখতে পায়।]

গুপি ∫∫ (পদ্মকে) যাও পেন্নাম করো।

[পদ্ম নতুন বৌয়ের লজ্জা মাখানো পায়ে এগিয়ে বাঞ্ছার পায়ে হাত দিতে বুড়ো হাউমাউ করে ওঠে।]

বাঞ্ছা ∫∫ আঁ-অ্যা-অ্যা! ধ্যেৎ! ধ্যেৎ! ধ্যেৎ! পায়ে ঘা...তার' পরে মারলে খোঁচা!

[পদ্ম ছুটে গিয়ে গুপিকে জড়িয়ে ধরে।]

বাঞ্ছা ∫∫ (পদ্মের দিকে তাকিয়ে) এই নাঙাকাপড়! তুই কেডারে?

গুপি ∫∫ (একগাল হেসে বাঞ্ছর কাছে গিয়ে) দা-মশাই....

বাঞ্ছা ∫∫ তুমি আবার কেডা? শালা ভূত-ভূত মনে হচ্ছে!

গুপি ∫∫ গুপিগো....আমি তোমার গুপি!

বাঞ্ছা ∫∫ টুপি! আমারে টুপি পরালো কেডা?

গুপি ∫∫ আরে টুপি না, গুপি.....গুপে! তোমার ছোটোমেয়ের ছেলে।

বাঞ্ছা ∫∫ ছোটোমেয়ে! তার আবার ছেলে হবে কোত্থেকে? সে তো মরে গেছে।

গুপি ∫∫ আরে মারার পরে হতে যাবো কেন-আমারে রেখেই তো মরেছিল!

বাঞ্ছা ∫∫ তো কোন্ জামাই-এর ছেলে তুমি? বড়োজামাই না মেজোজামাই?

গুপি ∫∫ দূরশালা! শুনছে ছোটোমেয়ের ছেলে, বড়োজামাই-এর ছেলে হব কী করে? (পদ্মকে) কথা শোন!

পদ্ম ∫∫ (গম্ভীর মুখে) তোমার না আপন দা-মশাই!

গুপি ∫∫ কে বুঝবে বলো!

পদ্ম ∫∫ এত আপন যে চিনতেই পারছে না!

গুপি ∫∫ তাই দ্যাখো। এমন রাগ ধরিয়ে দেয় না।

পদ্ম ∫∫ (হঠাৎ গুপির পাঞ্জাবি ধরে টানে) চলো। শিগ্‌গির চলো!

গুপি ∫∫ অ্যাই....অ্যাই....

পদ্ম ∫∫ (আর একহাতে সুটকেশ নিয়ে) ফের চালাকি করলে! ফের ঠকালে! ফোরটুয়েন্টি! চলো আজ তোমারে....

[পদ্ম গুপিকে পেছন থেকে টানছে। গুপি পেছনে হটতে হটতে রেগেমেগে চেঁচায়।]

গুপি ∫∫ ভাটিখানা খুলবো! এই বুড়ো! বাগানটা লিখে দিবি? ভাটিখানা খুলবো!

বাঞ্ছা ∫∫ (চমকে) কেডারে শালা? গুপে নাকি?

গুপি ∫∫ হ্যাঁগো!

[পদ্মের হাত ছাড়িয়ে গুপি ঝাঁপিয়ে এসে বুড়োর সামনে বসে।]

বাঞ্ছা ∫∫ (কেঁদে) অ গুপে। গুপে। আমারে ফেলে কোথায় গিয়েছিলি? এই ভাবি আর বুঝি মরার আগে গুপের সাথে দেখা হলো নারে। পরানডা আমার গুপে-গুপে গুপে-গুপে-করে-

গুপি ∫∫ (পদ্মকে) কী? বিশ্বাস হলো! দা-মশাই, নাতবৌরে ডাকো।

বাঞ্ছা ∫∫ কার নাতবৌ? তোরনা আমার? (থেমে) বে করেছিস! না ভাগায় এনেছিস? (পদ্মর দিকে চেয়ে হাততালি দেয়) ফাস্‌কেলাস! ফাস্‌কেলাস বৌ হয়েছে! আয়....আয়....কাছে আয়। কেমন কচি নাউডগার মতো বৌ এনেছে আমার শালা! (গুপির গালে লম্বা চুমু খেয়ে, পদ্মকে) দে, তোর গালটা দে....(পদ্মর গলা জড়িয়ে, মুখে একটা গুজিয়া ঢুকিয়ে) নে, তুই গুজিয়া খা!

গুপি ∫∫ দা-মশাই, তুমি আমারে ক্ষমা করো!

বাঞ্ছা ∫∫ কেনরে গুপে-

গুপি ∫∫ আমি তোমার সাথে ঝগড়া করে চলে গিয়েছিলুম বলে। দ-মশাই তোমার কথাই ঠিক। মাটি হলো মা-মা অন্নোপূন্নো। এরে আমরা নষ্ট করবো না! আমি আর পদ্ম দুজনে তোমার বাগানে খাটবো....আরও বড়ো করবো.....

[বাঞ্ছা আস্তে আস্তে দাওয়ার পাতা বিছানার নিচে থেকে দলিলি বার করে গুপির সামনে বাড়িয়ে ধরে।]

বাঞ্ছা ∫∫ (গম্ভীর গলায়) আর কারে বড়ো করবি! এসব তো আর আমার হাতে নেই!

গুপি ∫∫ (চমকে) নেই!

বাঞ্ছা ∫∫ সব কত্তামশায়এর নামে লিখে দিয়েছি। আমি মরে গেলে, সব তার হবে।

গুপি ∫∫ (দলিলটা হাতে নিয়ে দেখে) এই বুড়ো! কী সব্বোনাশ করে রেখেচো?

বাঞ্ছা ∫∫ (রেগে) করবো না! কবে তোমরা সুমতি হবে-বগলে এট্টা বৌ নিয়ে ফেরবা-সেই ভরসায় বসে থাকি! কত্তা কথা

দিয়েচে-আমার নামে ফলক বসাবে-লেখা থাকবে বাঞ্ছারামের বাগান। যা, গুজিয়া খাইয়া ভাগিয়া যা-

পদ্ম ∫∫ (গুপিকে) কী বলছে? আমাদের কিচ্ছু নেই?

গুপি ∫∫ খচ্চর বুড়ো! মুখ্যু চাষা! এক মাত্তর নাতির জন্যে কচুপাতাটাও রাখেনি! পদ্ম আমাদের একেবারে ডুবিয়ে ছেড়েছে!

[রাগে দুঃখে গুপির চোখে জল আসে। পদ্ম কেঁদে ফেলে। একটু আগেই বাগানের মধ্যে থেকে চোর পুঁটলি কাঁধে উঁকিঝুঁকি মারছিল। ওদের কান্না দেখে সেও ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে।]

বাঞ্ছা ∫∫ শ্যাল ডাকে কোথায় রে!

চোর ∫∫ (কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে আসে) শুধু কি তোমাদের ডুবিয়েছে? আমারে ডোবায়নি! জ্ঞানবধি এই বাগানের কলাটা-মুলোটা গেঁড়িয়ে খাই! হাঁড়িতে চাল নেই.... তো চলে এলাম....এককাঁদি কলা গেঁড়িয়ে বেচে দিলাম! কী সুখের বেবস্থা ছিল! নকড়োর হাতে চলে গেলে আর কি গ্যাঁড়াতে পারবো?

গুপি ∫∫ পদ্ম, ইনি হচ্ছেন এ গাঁয়ের নামকরা ছিঁচকে চোর।

[অন্যমনস্ক পদ্ম চোরকে নমস্কার করে।]

চোর ∫∫ (প্রতিনমস্কার করে) আর কি নাম রাখতে পারবো? নকড়োর হাতে চলে গেলে, কাঁটাতারের বেড়া খাটাবে...মালি বসাবে। চৌকিদার বসাবে! বড়োলোকের মাল গেঁড়ানো আমার মতো গেঁড়ে চোরের কম্মো? (বাঞ্ছাকে) কেন লিখে দিলে? দিলে যদি আমার সাথে কন্‌সাল করলেন না কেন?

বাঞ্ছা ∫∫ দূর শালা! তুমি আমার মাল গ্যাঁড়াবা...আর আমি তোমার সাথে কন্‌সাল করব!

চোর ∫∫ কেন করবা না? জন্মাবধি গেঁড়াচ্ছি! ও বাগানে আমারও 'নাইট' রয়েছে না? (পদ্মকে) আচ্ছা আপুনি বলো বৌমা-যে বাড়িতে ভাড়াটে বাস করে, সে বাড়ি কি বেচা যায়?

পদ্ম ∫∫ না! তা যাবে কি করে?

চোর ∫∫ আমিও তো এ বাগানের ভাড়াটে!

বাঞ্ছা ∫∫ (চোরের পুঁটলি চেপে ধরে) তোর পোঁটলায় কীরে?

চোর ∫∫ (ধরা পড়ে বিব্রত মুখে) চারটে নারকেল!

বাঞ্ছা ∫∫ ওরে শালা! আমি এখানে বসে...আর আমার নারকেল পড়ে আনলো!

চোর ∫∫ পাড়ার সময় ধরতে পারোনি, এখন ধরার নাইট নেই।

বাঞ্ছা ∫∫ পেছনে দুই নাথি মেরে তোমার নাইট আমি টাইট করে দেবো শালা!

চোর ∫∫ কেন কেড়ে নেচ্ছ? আর কদিনই বা গ্যাঁড়াতে পারবো! ছেড়ে দ্যাও, (পুঁটুলিটি কেড়ে নিয়ে) ছেলেমেয়ারা হাঁ করে বসে রয়েছে-কখন তাদের বাপ মাল গেঁড়িয়ে ফিরবে।....কী লাভ হ'লো অ্যাঁ, আমাদের সবার ভাত মেরে কী লাভ হ'লো?

গুপি ∫∫ (পদ্মকে) আর বসে কি হবে? চলো!

পদ্ম ∫∫ কোথায় যাবে?

গুপি ∫∫ চলো, তোমার বাপের কাছে রেখে আসি।

পদ্ম ∫∫ ফের সেই খোঁয়াড়!

গুপি ∫∫ তা এখানে থাকবে কোথায়? কখন ফুট্ করে ফুটে যাবে-আর নকড়ো দত্ত এসে জুতো মেরে আমার পাঞ্জাবির সুতো বার করে দেবে।

পদ্ম ∫∫ মরার আগে তো পারবে না! ততোদিন থাকবো! যতদিন পারি বুড়োরে বাঁচিয়ে রাখবো!

গুপি ও চোর ∫∫ অ্যাঁ।

পদ্ম ∫∫ হ্যাঁ! এমন গাছপালা.....ফাঁকা উঠোন.....দীঘির জল.....পরিস্কার বাতাস.....এ ছেড়ে আমি যাবোই না।.....দা-মশাই-

বাঞ্ছা ∫∫ সবতো বুঝলাম মনি। কিন্তু আমার পক্ষে বাঁচা তো আর সম্ভব না!

পদ্ম ∫∫ দা-মশাই আমরা তোমারে ছাড়বো না!

[পদ্ম সজল চোখে বুড়োর হাঁটুতে মাথা রাখে।]

বাঞ্ছা ∫∫ তোমরা না ছাড়লে কী হবে.....সে তো আমারে ছেড়ে দেবে না! বোঝো না লক্ষ্মী, একটু নাভের আশায় নোকটা মাসকিস্তির ফিকির করেছে। এরপরে আমি যদি ছ-মাস একবছর বেঁচে যাই.....তো তার নোকসান হবে না? না-না, আমার পক্ষে বাঁচাটা, তার পক্ষে ঘোরতর অলেয্য হবে।

পদ্ম ∫∫ তিনটে মাস.....দা-মশাই, আর তিনটে মাস।

বাঞ্ছা ∫∫ তিন মাস! না না সে শুনবে না!

চোর ∫∫ তিনটে তো মাত্তর মাস! ওরাও এটু গুছিয়ে নিতে পারে, আমিও এটু গেঁড়িয়ে নিতে পারি!

বাঞ্ছা ∫∫ দূর শালা! তুমি আমার মাল গেঁড়াবো বলে আমারেই বাঁচায়ে রাখবা! যা শালা, আজই মরব!

[বাঞ্ছা দাওয়া থেকে উঠোনে নামে।]

এই দ্যাখ্ আমি শেষ গুজিয়া খাচ্ছিলাম! ওই দ্যাখ্ গাছে দড়ি খাটানো রয়েছে! গলায় দেবো কি শালা মরবো! এই চললাম মরতে!

[বাঞ্ছা বাগানে ঢুকতে যায়। গুপি ও চোর পথ আগলায়।]

গুপি ∫∫ দা-মশাই!

বাঞ্ছা ∫∫ না না, আমি তারে কথা দিইচি মরবো, তো মরবো!

গুপি ∫∫ (ধমকে) দা-মশাই!

বাঞ্ছা ∫∫ (ভ্যাবাচাকা খেয়ে) না, না, বসে বসে তার টাকা খাবো, আমার এট্টা চক্ষুনজ্জা নেই!

[বাঞ্ছা এগোয় চোর তাকে টেনে ধরে।]

চোর ∫∫ বুড়ো.....হেই বুড়ো.....

গুপি ∫∫ দা-মশাই!

[গুপি ও চোর বুড়োকে টেনে নিয়ে আসে।]

বাঞ্ছা ∫∫ এ কী মুশকিলে পড়লামরে!

[বাঞ্ছা হাঁপায়। দমকে দমকে কাশে।]

গুপি ∫∫ পদ্ম, জল! শিগগির!

[পদ্ম এতক্ষণ তাদের মালপত্তর ঘরে ঢোকোচ্ছিল। এবার জলের ঘটি এনে বাঞ্ছার মাথায় জলের থাবড়া দেয়।]

বাঞ্ছা ∫∫ এ শালার বগলে বৌ.....ও শালার বগলে নারকেল!.....দুই গুয়োরব্যাটায় মিলে এই সন্ঝে বেলা আমারে কী দোটানায় ফেলল রে!

[পদ্ম বাঞ্ছার হাতে জল ঢেলে দেয়। তৃষিত বাঞ্ছা একে একে গুপি, চোর ও পদ্মের মুখের দিকে চেয়ে চক্চক্ করে জল খায়। ধীরে ধীরে আলো নেভে।]

সাজানো বগান

◯ প্রথম অঙ্ক ◯

■ পঞ্চম দৃশ্য ■

[নকড়ির বাড়ি। নকড়ির ছেলে হোঁৎকা চিন্তিতভাবে পায়চারি করছে আর হাতের গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। নেপথ্যে নকড়ির গিন্নির গলা শোনা গেল।]

গিন্নি ∫∫ ও হোঁৎকা.....হোঁৎকা.....

[গিন্নি বেরিয়ে এল। মোটাসোটা সুখী মহিলা। গায়ে একরাশ গহনা। গালে একরাশ পান।]

গিন্নি ∫∫ ওমা! খাবার দিয়েছি, খেলিনে! (হোঁৎকা গেলাসে এক চুমুক দেয়।) ঢক্ ঢক্ করে খালিপেটে জল খাসনি বাবা, ও হোঁৎকা.....রাগ করিসনি! আমি তো বলছি, হবে!

হোঁৎকা ∫∫ (রাগে) হ্যাঁ হবে!

[গেলাসে চুমুক দেয়।]

গিন্নি ∫∫ হবে! হবে! তোর ব্যবস্থাই হচ্ছে।

হোঁৎকা ∫∫ যাও, যাও, বাড়ি আসা থেকে শুনছি, হবে হবে!

গিন্নি ∫∫ তা কী করব বল? আমি তো লেগেই রয়েছি।

হোঁৎকা ∫∫ কী রকম লেগে রয়েছে, মাত্তর লাখ খানেক টাকা বার করতে পারছ না!

গিন্নি ∫∫ তা আর কী করে লাগবো? দুটি বেলা সমানে খোঁচাচ্ছি-ওগো হোঁৎকা-কোঁৎকা তোমার যমজ ছেলে। জোড়া সন্তানের মনে আঘাত দিতে নেই।

হোঁৎকা ∫∫ কী বলছে গো মা?

গিন্নি ∫∫ বলছে.....এখন ব্যস্ত আছি। সামনে একটা মাছের ভেড়ি লিজ নেব। টাকা-টাকা করো না।.....তাও-বলি, ও লোকের কি আর মাথার ঠিক আছে.....

হোঁৎকা ∫∫ থাকবে কী করে? সারাক্ষণ এর জমি, ওর পুকুর, তার ভেড়ি..... তোমার ও লোকটা একটা ভ্যাম্পায়ার!

গিন্নি ∫∫ (হেসে) হ্যাঁ হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয়, তোদের বাবা সাক্ষেৎ ভ্যাম্পায়ার নারায়ণ!

হোঁৎকা ∫∫ রক্তচোষা! ভ্যাম্পায়ার মানে রক্তচোষা!

গিন্নি ∫∫ ওমা! কী কথার কী মানে রে।.....মামলা মোকদ্দমা পুকুর বাগান নিয়ে থাকে, বেশ করে! ও লোক আছে ও লোকের আনন্দে! হাগল-পাগলা লোকটাকে সবাই মিলে দুষছে রে! ভ্যাম্পায়ার.....এম্পেয়ার.....!.....যে যেদিক দিয়ে পারে লোকটাকে দুয়ে নিচ্ছে!

হোঁৎকা ∫∫ হ্যাঁ নিচ্ছি! নিচ্ছি কি নষ্ট করব বলে? লাখ টাকায় লাখ লাখ উঠে আসবে তা জানো!

গিন্নি ∫∫ তা আসবে না? সিনেমা করলে তোমার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া হবে! তোর বংশে কেউ ও লাইনে যায়নি!

হোঁৎকা ∫∫ জানি জানি। ছ্যাকড়া দত্ত লাঠি ঘোরাতো.....আর নকড়ো দত্ত প্যাঁচ ঘোরাচ্ছে!.....কলকাতায় যেতে বলো! দেখে আসতে বলো.....আজকাল সব জোতদারের ছেলেরাই ফিলিমে টাকা ঢালছে! বংশের কালচারাল সাইড বলে তো কিছু রাখলে না।

গিন্নি ∫∫ কী চারাল?

হোঁৎকা ∫∫ থাক্!.....প্রোডিউসার-! তোমার ছেলে ফিল্ম প্রোডিউসার হবে মা.....বিন্তিদিকে কথা দিয়ে এসেছি, সাতদিনের মধ্যে ফরটি থাউজ্যাণ্ড নিয়ে যাচ্ছি.....

গিন্নি ∫∫ বিন্তি। বিন্তি কে রে? বল্ না! অ হোঁৎকা.....বিন্তি কে!

হোঁৎকা ∫∫ (সিনেমা পত্রিকায় একটা ছবি দেখিয়ে) এটা তোমার ও লোকেরে দেখিয়ো।

গিন্নি ∫∫ ওমা! কী সুন্দর মুক্তোর দুল! (নিজের দুল দেখে।) কী সুন্দর বাউটি জোড়া! (নিজের বালার সঙ্গে তুলনা করে।) হ্যাঁরে হোঁৎকা, সব সোনা? কতো ওজন হবে রে?

হোঁৎক ∫∫ ধ্যাৎ! সব সোনা! ছবিতেও সোনা মাপছে? হিরোইন-হিরোইন। টপ্ খাচ্ছে বাজারে। এক নম্বর স্টার। বিন্তিদি তোমার ছেলে বলেত অজ্ঞান। শিঘ্রি এখানে আসবে দেখো-

গিন্নি ∫∫ তা আসবেই তো.....আসবেই তো! আসবে না? মাগী গাদা গাদা টাকা দেখছে পেকেটে!

হোঁৎকা ∫∫ সাট্ আপ্! অশিক্ষিত! আনকালচার্ড! পল্লীগ্রামে থেকে থেকে গোল্লায় গেছো! বিন্তিদি এলে তুমি তোমার বাপের বাড়ি গিয়ে থাকবে!

গিন্নি ∫∫ দ্যাখ হোঁৎকা.....

হোঁৎকা ∫∫ বার বার হোঁৎকা-হোঁৎকা করোনাতো! শিশির বলতে পারো না?

গিন্নি ∫∫ না পারিনে। যে পারে তার কাছে যাও।

[নকড়ি বাইরে থেকে ঢুকছে।]

এই যে, ছেলে উচ্ছুন্নে গেছে!

নকড়ি ∫∫ আহা, হ'লো কী? থামো না।

গিন্নি ∫∫ কেন! কেন! তুমি জীবিত থাকতে মুখপোড়া বলে কি না কোথাকার খুন্তিদি আসবে, বাপের বাড়ি যাও!

হোঁৎকা ∫∫ খুন্তি! আমি তোমাকে খুন্তি বললাম?

গিন্নি ∫∫ আমার কোঁৎকা তো এরকম না! কেমন মস্তান হয়েছ.....কেমন হাতের গুলি ফুলিয়েছে! দেখলে মায়ের চোখ জুড়িয়ে যায়-

নকড়ি ∫∫ আহা চুপ করো না.....অ্যাই হোঁৎকা, বল্ না.....

হোঁৎকা ∫∫ কেঁদো না.....কেঁদো না.....

নকড়ি ∫∫ (নরম গলায়) কেঁদো না.....কেঁদো না.....

হোঁৎকা (রুক্ষ গলায়) কেঁদো না.....কেঁদো না.....

নকড়ি ∫∫ (আরও ভালোবাসা ঢেলে) কেঁদো না.....(গিন্নির মাথায় হাত বুলিয়ে মধুমাখা গলায়) কেঁদো না গো.....

হোঁৎকা ∫∫ (দেখে) ধ্যাৎ! তোমাদের এসব ছ্যাবলামো আমার ভালো লাগছে না! আমার টাকা দাও.....চলে যাই।

নকড়ি ∫∫ বাপ ঠাকুরদারে ছ্যাবলা বলো না বাবা! করেছে বলেইতো আজ পোঁটলা বেঁধে নিয়ে যেতে পারছ! গ্র্যাণ্ডো হোটেলে ঢালতে পারছ! আর টাকা তোমার এখন হবেও না!

হোঁৎকা ∫∫ হোয়াট! তুমি দেবে না?

নকড়ি ∫∫ না। বাগানটা হাতে না আসা পর্যন্ত কোনোদিকে নজর দিতে পারব না!

হোঁৎকা ∫∫ ছোটোলোক! আনকালচার্ড!

[হোঁৎকা বেগে বেরিয়ে গেল।]

নকড়ি ∫∫ (রেগে) বাজে ছেলে! ওর ওই ধুতি পাঞ্জাবি সোনার বোতামটোতাম সব বাজে। লুজ ক্যারেকেটার! (হোঁৎকার রেখে যাওয়া গেলাসটা তুলে) এটা কে ব্যবহার করেছে?

গিন্নি ∫∫ ওই মুখপোড়া জল খাচ্ছিল।

নকড়ি ∫∫ এটা জল! (গিন্নির নাকে ধরতেই গিন্নি ওয়াক করে ওঠে।) বাপের মাল মা'র সামনে বসে খেয়ে গেল! দেশের কী

শিক্ষাব্যবস্থা! (গিন্নি কাঁদছে) কেঁদো না কেঁদো না.....কেঁদে আর কী করবে? ব্যাড লাক, নইলে তোমার আমার মিলনে তো ওই রকম বাজে ছেলে হবার কথা না.....

গিন্নি ∫∫ ওগো.....

নকড়ি ∫∫ কীগো.....

গিন্নি ∫∫ বুড়োটা কবে মরবে গো?

নকড়ি ∫∫ সামনের পুণ্যিমেতে।

গিন্নি ∫∫ (কপালে হাত ঠেকিয়ে) তা'লে তো আর বেশি দেরি নেই গো.....

নকড়ি ∫∫ হ্যাঁ, ভেতরে রেজিসট্যান্স পাওয়ার বলতে তো কিচ্ছু নেই!

গিন্নি ∫∫ রেটিসজ্যানস পাওয়ার!.....রেটিসজ্যানস পাওয়ার!.....সেটা কীগো!

নকড়ি ∫∫ ওই তোমার যে জিনিসটা বেশি আছে!

গিন্নি ∫∫ ওমা! আমার আবার কী বেশি গো!

[গিন্নি নকড়ির গায়ে এলিয়ে পড়ে।]

নকড়ি ∫∫ গায়ে পড়ো না.....আমার আবার কম আছে।

গিন্নি ∫∫ ওগো, কাল আমি স্বপ্নে দেখি কি, বুড়োটা মরে গেছে!

নকড়ি ∫∫ ভালো স্বপ্ন! দেখে যাও, স্বপ্নেও কাজ হয়।

গিন্নি ∫∫ আর তোমরা বাবা.....শ্বশু রমশাই.....খুব হাসছেন! ওমা! আমার দিকে চেয়ে খিল্‌খিল্ খিল্‌খিল্ করে.....

নকড়ি ∫∫ হাসবেই তো! ও সম্পত্তি পাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়, পুরো দুটি পুরুষের টাটানি স্তব্ধ হওয়া।

গিন্নি ∫∫ হতো গো হতো। অ্যাদ্দিনে হতো। হতে দিল না তো ওই পদ্মরানি। বুড়ো তো ওর সোনার ডিম পাড়া হাঁস গো!

নকড়ি ∫∫ আমার টাকা! আমার টাকা খেয়ে খেয়ে পক্ক ডালিমটি হচ্ছে!

গিন্নি ∫∫ (হেসে) ডালিম হচ্ছে? (নকড়ি চোখ মটকে হাসে) মরণ আর কি, নজর পড়েছে! ছেলে খুন্তি, বাপ ইন্তিমিন্তি!

নকড়ি ∫∫ তোমার সাথে একটু প্রাণ খুলে কথা বলার উপায় নেই!

গিন্নি ∫∫ থাক্! (পদ্মের উদ্দেশে) মর্ মর্ লক্ষ্মীছাড়ি! মুখপুড়ি! এতো খাচ্ছিস তবু পেট ভরে না? আবার আমার এ লোকটার দিকে নজর দিয়েছিস! খবরদার! (নকড়িকে) খবরদার! ও মুখ তুমি যাবে না! চাইনে বাগান! যাও, কোর্টে গিয়ে চুক্তি কাটিয়ে ফেলো।

নকড়ি ∫∫ থামতো! দুহাজার টাকা বেরিয়ে গেল, এখন চুক্তি কাটিয়ে ফেলো!..... বাজে বউ! সিঁদুর-টিঁদুর ঘোমটা-টোমটা সব বাজে, লুজ ক্যারেকটার!

গিন্নি ∫∫ ও মা! ও মাগো!

[গিন্নি ডুকরে উঠে ভেতরে চলে যায়। অন্য দিক থকে মস্তান কোঁৎকা গজরাতে গজরাতে ঢোকে! হোঁৎকা কোঁৎকা নকড়ির যমজ ছেলে। একরকম দেখতে। শুধু বেশের হেরফের। একই অভিনেতা উভয় চরিত্রে অভিনয় করবে।]

কোঁৎকা ∫∫ বাবা! অ্যাই বাবা! সে তুমি নাকি হোঁৎকাকে প্রোডিউসার বানাচ্ছো! .....,সে হোঁৎকার বেলায় তো মাল বেশ মজুত থাকে!.....আর কোঁৎকা যে পাঁচ মাস ধরে ঘাঁই মারছে, সেটা কিছু না? পাঁচ শো দিন বলছি, গ্রামে যুবপার্টি তৈরি হচ্ছে.....গাঁয়ের ভূত ভবিষ্যৎ হ্যাপা হুজ্জুতি সামলাবে। চাঁদা ছাড়ো.....চাঁদা ছাড়ো.....কানেই নিচ্ছে না। তুলসীমাচা হয়ে বসে রইলে যে? মাল ছাড়ো.....

নকড়ি ∫∫ বাঞ্ছা কাপালি মরে গেলেই দেবো!

কোঁৎকা ∫∫ সে কি ভেবেছ বলো দিকি! যুবসম্প্রদায় কি শকুন? ভালচার? কখন কোন্ শালা মরবে তার জন্যে আকাশে চক্কর মারবে? সে আমি আলটিমেটাম দিয়ে যাচ্ছি-সাত দিনের মধ্যে ডিমাণ্ড ফুলফিল না করলে, 'বাবা তারকনাথ' বানিয়ে ছেড়ে দেবো।

[হোঁৎকার গেলাসটায় চুমুক দিতে দিতে কোঁৎকা বেরিয়ে গেল।]

নকড়ি ∫∫ ও ছেলে কালচারাল সাইড দেখছে.....আর এ ছেলে পলিটিক্যাল সাইড দেখছে!.....যমজ লুজ ক্যারেকটার!

[বাইরে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ।]

গোবিন্দ! গোবিন্দ!

[জনৈক ছুটে আসে]

সে ∫∫ বলুন.....

নকড়ি ∫∫ তুই না শালা, ডাক্তার-গোবিন্দ! ঐ যে!

সে ∫∫ আমায় ডাকলে খোকা-গোবিন্দ বলে ডাকবেন!

[লোকটা বেরিয়ে যায়।]

নকড়ি ∫∫ ওফ্! গাঁয়ে মোট কটা গোবিন্দ জুটেছে বলো দিকি!

[গোবিন্দ ডাক্তার ছুটতে ছুটতে ঢোকে।]

গোবিন্দ ∫∫ পেছনে ডাকলেন তো?

নকড়ি ∫∫ কেন, কোন্ ইয়ের বাড়ি যাওয়া হচ্ছে! দিনরাত ট্যাং ট্যাং.....

গোবিন্দ ∫∫ বড্ড ব্যস্ত দাদা, কল্-এ যাচ্ছি!

নকড়ি ∫∫ বোস্ বোস্......কথা আছে!

গোবিন্দ ∫∫ পরে শুনবো দাদা! ওদিকে বাঞ্ছা কাপালির অবস্থা খুব খারাপ!

নকড়ি ∫∫ (চমকে) কার?

গোবিন্দ ∫∫ বুকে কাশ বেঁধে দম আট কে.....

নকড়ি ∫∫ বাঞ্ছারাম!

গোবিন্দ ∫∫ গুপি অনেকক্ষণ খবর দিয়ে গেছে! দেখি গিয়ে কী হলো-

নকড়ি ∫∫ (আনন্দে উত্তেজনায় চিৎকার করে) ওগো....

গিন্নি ∫∫ (ভেতর থেকে)কী গো?

নকড়ি ∫∫ শোনোগো.....

গিন্নি ∫∫ (ভেতর থেকে) কী গো ?

নকড়ি ∫∫ শনোগো.....

গিন্নি ∫∫ (ভেতর থেকে) কেন গো?

নকড়ি ∫∫ শেষ যাত্রার জন্যে তৈরি হও গো !

গিন্নি ∫∫ (আঁতকে) ও মাগো!

[গিন্নি ঢুকেই নকড়ির বুক ডলতে সুরু করে]

ও হোঁৎকা-কোঁৎকা! শিগগির আয়! কতবার বলেছি, ওগো, নিজের শরীরের দিকে তাকাও! তোমার যে হার্টের অসুখ! ও গোবিন্দ, দ্যাখ্ না বাবা।

গোবিন্দ ∫∫ ও কাকে কী করছেন বৌদি, কাশ আট কেছে বাঞ্ছারামের!

গিন্নি ∫∫ তাই বলো!

নকড়ি ∫∫ এতোক্ষণে গেল!

গোবিন্দ ∫∫ আসি দাদা!

নকড়ি ∫∫ চোপ্! তুই শালা বললি পেচ্ছাফে অ্যালুমিনিয়ম! তোর কথামতো নিশ্চন্তে বসে আছি! এখন তুই যাচ্ছিস সেই রোগী বাঁচাতে!

গোবিন্দ ∫∫ যাবো না?

নকড়ি ∫∫ (গোবিন্দের হাত ধরে টেনে বসিয়ে) সেটা তোমায় বলে দিতে হবে?

এটা কী, অ্যাঁ?

গিন্নি ∫∫ (বাইরের দিকে কান পেতে) চুপ! চুপ! কান্না না?

গোবিন্দ ∫∫ কান্না!

গিন্নি ∫∫ কান্না উঠেছে গো। ওদিকে বুঝি গেল!

গোবিন্দ ∫∫ গেল?

[গোবিন্দ লাফিয়ে ওঠে।]

নকড়ি ∫∫ (গোবিন্দকে টেনে বসিয়ে) ক্যাঁ-ক্যাঁ শুনলে কি?

গিন্নি ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ পষ্ট শুনলাম....

নকড়ি ∫∫ এই আমার পেটে! ও বেলা ভালো হজম হয়নি! (জামা তুলে, গোবিন্দকে) দ্যাখ তো!

গোবিন্দ ∫∫ ছেড়ে দিন দাদা, একবার দেখে আসি!

নকড়ি ∫∫ কেনরে? আমারা রোগটা রোগ না? আমি কল্ দিচ্ছি, আমায় দেখা

যায় না? মাপ....আমার প্রেসার মাপ....

গোবিন্দ ∫∫ কিচ্ছু হয়নি আপনার, কেন খামোকা আটকে রাখছেন?

গিন্নি ∫∫ কত টাকা.....কত টাকা দেবে তোকে ওই চাষার পো! পাঁচ টাকা? দশ টাকা? আমরা তোকে এগারো টাকা দিচ্ছি!

গোবিন্দ ∫∫ মাত্র একটাকার জন্যে একটা মানুষ মারবো!

নকড়ি ∫∫ (গোবিন্দের গাল টিপে) ওরে শালা আমার ডাক্তাররে! হাত নিসপিস করছে! মারে না? মারে না? তোর গুরুভাইরা কলকাতার হাসপাতালে মানুষ মারে না!

[ঢোকে। পদ্ম পেছনে খানিকটা দূরে গুপি এসে দাঁড়ায়।]

গিন্নি ∫∫ ওমা, পদ্ম যে! ও কে? গুপি না! মুখচোখ ছলছল করছে কেন?

তোদের দাদামশাই বুঝি গেল?

পদ্ম ∫∫ এখনো যায়নি!

গিন্নি ∫∫ আর কতক্ষণ?

পদ্ম ∫∫ (গোবিন্দকে দেখিয়ে) উনি জানেন! (গোবিন্দ মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে) আর গিয়ে কী হবে?

[গোবিন্দ বেরিয়ে গেল।]

আমাদের টাকাটা দেবেন?

গিন্নি ∫∫ টাকা!

পদ্ম ∫∫ কিস্তির!

গিন্নি ∫∫ কিস্তি!

পদ্মা ∫∫ আজ মাস পয়লা!........গেল মাসের কিস্তি!

গিন্নি ∫∫ একেবারে পয়লা তারিখে এলি?

পদ্ম ∫∫ সেই রকমই তো লেখা আছে....

গিন্নি ∫∫ লেখা আছে বলেই রাত-বিরেতে। বৌমানুষ হেঁটে আসতে হবে। কাল নিস.....

গুপি ∫∫ সেই ভালো! চলোগো চলো, কাল.....

পদ্ম ∫∫ না!

গিন্নি ∫∫ একটা রাত্তির সবুর সইছে না?

পদ্ম ∫∫ কী করে সয়! দা-মশাইয়ের যদি রাত না কাটে, কাল সকালে তো দেবেন না!

গিন্নি ∫∫ না, তা দেবো না!

পদ্ম ∫∫ কাজেই থাকতে থাকতে দিন!

গিন্নি ∫∫ ওমা! এ মেয়ে যে উকিলের জ্যাঠাগো!

গুপি ∫∫ আজ্ঞে উকিল পদ্ম খুব দেখেছে! উকিলরাই তো ওর বাপেরে ভাটিখানায় বসিয়েছে!

নকড়ি ∫∫ চোপ্! কিস্তিবন্দি হয়েছে বাঞ্ছারাম কাপালির সঙ্গে! তোরা কোথাকার কে!

গুপি ∫∫ আপন ছোটো মেয়ের ছেলে! (পদ্মকে দেখিয়ে) ম্যারেড ওয়াইফ্!

নকড়ি ∫∫ চোপ্!

গুপি ∫∫ সাইকেল-ভ্যান! কিস্তির টাকায় সাইকেল ভ্যান কিনবো কিনা.....

নকড়ি ∫∫ সাইকেল ভ্যান?

গুপি ∫∫ (ঘাবড়ে) আজ্ঞে না গুড়! গুড়ের ব্যবসা করবতো! পরিকল্পনা করেছি.....নাগরিগুলো ভ্যানের পেছনে বসিয়ে নিয়ে......

নকড়ি ∫∫ চো-ও-প! শালা, ব্যাংক পেয়েছিস আমাকে? আমি টাকা যোগাবো আর তোর শালা পাঁচশালা পরিকল্পনা মারাবি!

গুপি ∫∫ (চোর-চোর মুখে) আমি কিচ্ছু জানিনে....আজ্ঞে আমি আপনার সামনে

আসতেও চাইনি.......(পদ্মকে দেখিয়ে) ওই আমায় টেনে এনেছে!.....চলো......বাড়ি চলো......দেবে না!

পদ্ম ∫∫ কেন দেবে না? বুড়োটার সবেবাস্ব ফাঁকি দিয়ে নিয়ে.....

গিন্নি ∫∫ ঝাঁটা মেরে তোমার মুখ ভাঙবো! এ লোক ফাঁকি দেবার লোক?

পদ্ম ∫∫ দেননি! দেননি যদি, তবে সাত হাজার টাকার সম্পত্তি হারিয়ে.......মাত্তর

দুশো টাকার জন্যে আজ আপনার দোরে এসে হাত পাতছি কেন?

গুপি ∫∫ কী হচ্ছে কী! মুখে-মুখে চোপা! ছিঃ ছিঃ! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে পদ্ম!

পদ্ম ∫∫ তুমি চুপ করো! এই তো সে দলিল! কোথাও লেখা নেই, কিস্তি নিতে হলে বুড়োরে আসতে হবে!

নকড়ি ∫∫ আলবৎ আসতে হবে! প্রত্যেকবার আমার সামনে এসে প্রমাণ করতে হবে, সে জীবিত!

গিন্নি ∫∫ আচ্ছা! বুড়োটা মরে যায়নি তো!

নকড়ি ∫∫ হ্যাঁ!

গিন্নি ∫∫ হ্যাঁ! মরে গেছে! (গুপি ও পদ্মর চোখে ত্রাস) হ্যাঁ হ্যাঁ! মড়াটা চেপে রেখে দুটোয় মিলে শেষবার হাতাতে এসেছে গো!

গুপি ও পদ্ম ∫∫ (সভয়ে) না না.....না.....না.....

নকড়ি ও গিন্নি ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ.....

গিন্নি ∫∫ ওমা! কী কাণ্ড! মড়াটাকে লুকিয়ে রেখে এসেছে!

নকড়ি ∫∫ জানাজানি হবার আগে শালা এসেছে টাকা মারতে!.....ঠিক ঠিক! ফোরটুয়েন্টি!

[গুপি ছুটে বেরিয়ে যায়।]

হাঃ হাঃ হাঃ! ওই দ্যাখো পালাচ্ছে.....পালাচ্ছে....হাঃ হাঃ......

গিন্নি ∫∫ মরে গেছে! মরে গেছে!

নকড়ি ∫∫ হাঃ হাঃ হাঃ.....

[বুড়ো বাঞ্ছাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে গুপি ফিরে আসে।

সেই বসে-বসে চলা বাঞ্ছারাম এখন মাটি ছেড়ে খানিকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। এখন 'দ' অক্ষরের মতো। মাথায় একটা মাঙ্কি ক্যাপ, হাতে লাল দস্তানা। যেন অপ্রাকৃত জীব।]

বাঞ্ছা ∫∫ কত্তা!

নকড়ি ∫∫ (ভীষণ চমকে) কে!

বাঞ্ছা ∫∫ আমি.....আমি বাঞ্ছা কাপালি....

নকড়ি ∫∫ (স্তব্ধতার পরে) তুমি যে কাশ আটকে.......

বাঞ্ছা ∫∫ মরে যাচ্ছিলাম.....জিব বেরিয়ে পড়েছিল.....এই বৌটা তেল ডলে দিতে.....হঠাৎ ফুড়ুৎ করে কাশের দলাটা.....এট্টা চড়ুই পাখির মতো....ভাবি বুঝি মোর পরাণবায়ু ছিটকে গেল!

নকড়ি ∫∫ আবার উঠে দাঁড়িয়েছ?

বাঞ্ছা ∫∫ আপুনার দয়ায় আজ্ঞে। আজকাল দুটো ভালোমন্দ খেতে পাচ্ছি......আর

কী অতো সহজে দম যায়! মিছে কথা বলব না বাবু, বাগানটা আপনারে দিয়ে এই বড়ো মোর নাভ হয়েছে....এটুস আরামে আছি! এই টুপিটা আর এই দস্তানাজোড়া কিনেছি !.....নইলে যা ঠাণ্ডা পড়েছে, আমারে আর মুস্তানি করে উঠে আসতে হতো না! (লাল দস্তানা পরা দুহাত নকড়ির মুখের সামনে বাড়িয়ে)-টাকাটা দেবেন কত্তা! (কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ।) কী অনাচার! কী অনাচার! চেরটাকাল আপুনারাই নিয়েছেন! আজ আপুনারা দেবেন.....আমরা নেবো! (নকড়ি পকেট থেকে টাকা বার করে।) ভাববেন না বাবু, ধরণী এ অনাচার বেশিদিন সইবে না! মরণের ঘন্টা শুনতে পাচ্ছি! আর এট্টা মাস.....এট্টা মাস দ্যান কত্তা!

[বাঞ্ছার প্রসারিত হাতের দিকে নকড়ি বিস্ফোরিত হয়ে চেয়ে আছে। বাঞ্ছা দুহাত পেতে আছে। তাকে ধরে আছে পদ্ম ও গুপি। সবাই চিত্রার্পিতা। সহসা নৈঃশব্দ ছিঁড়ে-খুঁড়ে দূরে ছায়া-ছায়া আঁধারে প্রেতাত্মা ঁছকড়ি আবির্ভূত হয়। ঁছকড়িকে উম্মদের মতো চাবুক আছড়াতে দেখা যায়।]

ঁছকড়ি ∫∫ না-না-না! শুনিসনে....শুনিসনে নকড়ো! মার....মেরে দে! ওরে ও চাষাবেটার ন্যাচারাল ডেথ্ হবে না!....খতম কর! খতম কর! খতম! খতম! খতম!

[পর্দা নামে]

বিরতি

সাজানো বাগান

○ দ্বিতীয় অঙ্ক ○

■ প্রথম দৃশ্য ■

[বাঞ্ছারামের বাড়ি। সকালবেলা। বাগানে দু একটা পাখি ডাকছে,। ঝঞ্ছার ঘরদোরেরে সেই ছন্নছাড়া অবস্থা আর নেই। পদ্মর হাতের ছোঁয়ায় ঝকঝক করছে। দাওয়ার নীচে ছোটো একটা বুনো গাছে ফুল ফুটেছে। উঠোনের কোণে তুলসী মঞ্চ। পদ্ম হাসতে হাসতে উঠোনে এলো। তুলসী গাছে জল দিয়ে প্রণাম করছে। গুপি চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।]

গুপি ∫∫ (মহানন্দে) শালা! মাইক বসিয়ে ষষ্ঠীপুজো লাগাবো....ম্যাগপাইপ

বাজিয়ে মুখেভাত দেবো....ভাত দিয়েই সংসার থেকে রিটায়ার করবো......

পদ্ম ∫∫ আহাহা-কতো আমার সংসার করনেওয়ালা রে! সারাজীবন খেলে তো ফোরটুয়েন্টি করে!

গুপি ∫∫ ব্যস্ ব্যস্! ফোরটুয়েন্টি করতে গেলেও গা ঘামাতে হয়। এবার সে

ফোরটুয়েন্টি থেকেও রিটায়ার করবো! (পদ্মর থুতনি ধরে গেয়ে ওঠে)

মাটি ঘরে আজ নেমেছে চাঁদরে-(বাগানের দিকে চেয়ে) দা-মশাই! ও দা-মশাই।....ওফ্। বুড়ো কী ভাগ্যি! ফোরটিন পুরুষের মুখ দেখে যাচ্ছে।

পদ্ম ∫∫ চেঁচিয়ো নাতো-পাড়া মাৎ করে দিলে।

গুপি ∫∫ (পদ্মর কানের কাছে মুখ নিয়ে) কোন্ মাসে?

পদ্ম ∫∫ পোষ। পোষ।.....উঃ কী শীতটা যে পড়বে না তখন!

গুপি ∫∫ খুব সাবধানে চলবে! হাঁটাচলা একদম বন্ধ কলসি কাঁখে জল বওয়া

একদম এস্টপ! পা সিলিপ্ করতে পারে এমন জায়গায় মোট্টে পা দেবে না! হরলিক রয়েছে-সমানে চালিয়ে যাও-

পদ্ম ∫∫ (গুপির কথায় হাসছিল। এবার গম্ভীর হয়ে) খুব তো বড়োমানষি

দেখানো হচ্ছে। সে সময় যে এত্তোকাঁড়ি খরচা, সে ভাবনা আছে?

গুপি ∫∫ আরে আছে আছে। কাঁচা সোয়ামি ঠাউরেছ? মাস গেলে দুশো টাকার

পেনশানটা রয়েছে না? পঁচিশটে করে আলাদা তুলে যাবো-যথাকালে তোমারে বড়ো হাসপাতালের বড়ো কেবিনে বসিয়ে আমি ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্......

[লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বাঞ্ছা কাপালি বাগান থেকে বেরিয়ে আসে। হাতে একটা মোচা। বাঞ্ছার শরীরে আরো কিছুটা ভালো।

অনেকটা সোজা হয়ে হাঁটাচলা করতে পারে।]

বাঞ্ছা ∫∫ বৌ ! ও বৌ ! এই নে, মোচাটা ধর......

গুপি ∫∫ (বাঞ্ছার হাত ধরে গেয়ে ওঠে) মাটির ঘরে আজ নেমেছে চাঁদরে- আজ নেমেছে চাঁদ-

বাঞ্ছা ∫∫ এ বল্গা হরিণটা এরকম ন্যাজ তুলে নাফাচ্ছে কেনরে, অ বৌ!

গুপি ∫∫ অ্যাদ্দিনে আমার এট্টা হিল্লে হলো দা-মশাই-

বাঞ্ছা ∫∫ হয়েছে! যাক দাদা, তোমাদের এট্টা হিল্লে হলে তো আমি কেটে পড়তে পারি! এ পুরোনো হাঁপ তো আর ধরে রাখা যায় না!

গুপি ∫∫ সামনের পোষমাসে তমার ঘরে চাঁদ আসছে গো দা-মশাই!

বাঞ্ছা ∫∫ (অবাক হয়ে) চাঁ-দ!

গুপি ∫∫ তোমার একটা ছোট্ট বাপ গো!

[বাঞ্ছার মুখ শুকিয়ে যায়। হঠাৎ বুক চেপে আর্তনাদ করে ওঠে।]

গুপি ও পদ্ম ∫∫ দা-মশাই-দা-মশাই-

বাঞ্ছা ∫∫ (সামলে) হারামজাদা বেআক্কেলে-এই খবর দিতে তুমি আমারে ডাকলে!

গুপি ∫∫ বাঃ! এরকম এট্টা গুড নিউস্....

বাঞ্ছা ∫∫ দূর শালা নাঙামূলো! পোষ পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকবো, যে এই ঘর তোমাদের হেপাজতে থাকবে, আর চাঁদ কোলে নিয়ে তোমরা হামা খাবা!

গুপি ∫∫ থাকবা না?

বাঞ্ছা ∫∫ আবার থাকব? চারমাস.....চারমাস তোদের টাইম দিয়েছিলাম-চারমাসের মধ্যে এট্টা কাজকম্মো জুটুয়ে তোমরা তোমাদের মতো চলে যাবা-আমি আমার মতো চলে যাবো! তো কাজের মধ্যে তোমরা এই কাজ করলে! বসে বসে পরের টাকা খেলে-বাগানের নিমগাছের হাওয়া খেলে-আর করার মধ্যে এই কম্মো!

[পদ্ম মুখে আঁচল দিয়ে ঘরে চলে যায়।]

গুপি ∫∫ (বাঞ্ছার পায়ে পড়ে) ছ-টা মাস-আর ছ-টা মাস টাইম দাও দা-মশাই-

বাঞ্ছা আবার ছমাস!

গুপি ∫∫ পোষ! পোষমাসের পরে আর একদিনও বলব না।

বাঞ্ছা ∫∫ দূর শালা, তোমার পোষমাস বাবুমশায়ের যে সাড়ে সব্বেনাশ....ঝাড়ে আছোলা বাঁশ! বেইজ্জতের শেষ হয়ে যাচ্ছি-এই মরি সেই মরি-আজ মরি না কাল মরি-বার বার নোকটার কাছে আমার কথার খেলাপ হচ্ছে-আর নোকটা এইরকম নোগা হয়ে যাচ্ছে! নজ্জায় তাঁর দিকে আমি চোখ মেলে তাকাতে পর্যন্ত পারিনে! হারামজাদা ছেলে, মান্ষের মিত্যু নিয়ে তুমি ছেলেখেলা পেয়েছ? আর একদণ্ড না-এক তিলাদ্ধ সময় দেবো না আজ-

গুপি ∫∫ (প্রচন্ড রেগে চড় উঁচিয়ে তেড়ে যায়) বাপ দেবে! তোমার বাপ দেবে! বোঝোনা এই অসময়ে তুমি চোখ ওলটালে, পদ্ম কী গাড্ডায় পড়বে! গাছতলায় বসা ছাড়া তার কোনো উপায় থাকবে?

বাঞ্ছা ∫∫ ওই গাছতলাতেই তোমাদের চাঁদ নামবে! পথের ধারে ঝড়ে জলে পূণ্যিমের চাঁদখানি চিমসে হয়ে-অমাবস্যের চাঁদ হয়ে-যখন ট্যাঁ ট্যাঁ-অ্যাঁ.......

[ওষুধের শিশি আর হরলিকসের গেলাস নিয়ে পদ্ম ঢোকে।]

পদ্ম ∫∫ (সজোরে ধমকায়) চুপ চুপ চুপ! ফের অলুক্ষুণে কথা বলেছি কি, মুখ সেলাই করে দেবো তোমার!

গুপি ∫∫ এঁ ঃ বড্ড বাড় বেড়েছে!

পদ্ম ∫∫ বলতে হয় নিজের নাতিরে বলো.....

গুপি ∫∫ হ্যাঁ, আমারে বলো!

পদ্ম ∫∫ আমার সন্তানের বলেছ কি-

গুপি ∫∫ একেবারে গলা টিপে দেবো।

[গুপি গলা টিপতে এগোয়, পদ্ম তাড়াতাড়ি বাধা দেয়।]

পদ্ম ∫∫ এই না!

গুপি ∫∫ (সামলে) ঠিক আছে! বুঝেছি!

পদ্ম ∫∫ (বাঞ্ছার হাতে গেলাস দিয়ে) খাও!

গুপি ∫∫ হরলিক্! ওগো হরলিক্টা তোমার জন্যে!

পদ্ম ∫∫ আমার লাগবে না। যার লাগবে সে খাক্।

গুপি ∫∫ (ওষুধ খাওয়াচ্ছে) হাঁ করো!

গুপি ∫∫ ওগো, তোমার ওষুধ!

পদ্ম ∫∫ বললুম আমার লাগবে না।.....হাঁ করো......

গুপি ∫∫ না, না, কী করছ পদ্ম, শোনো-

পদ্ম ∫∫ যাও তো, তুমি সরে যাও-

[পদ্ম বাঞ্ছার মুখে ওষুধ ঢালতে যায়।]

গুপি ∫∫ হিতে বিপরীত হয়ে যাবে পদ্ম, তোমার ওষুধ-ওর কাছে পয়জন!

[বাইরে থেকে। চোর ঢোকে। কোঁচড়ে দুটো ডিম।]

চোর ∫∫ (বাঞ্ছার হাতে ডিম দুটো দিয়ে) তবে এ দুটো খাও! মুরগির ডিম! তাগদ বাড়ে! তোমারে আমরা চাঙ্গা করে তোলবো! ক্রেমে ধনুকের মতো বেঁকেছো-এবার তীরের মতো সোজা করে দাঁড় করাবো!

বাঞ্ছা ∫∫ এক মুরগির ডিম চুরি করে আরেক মুরগিরে খাওয়াচ্ছে!

গুপি ∫∫ চুপ! বেশি কথা বলেছ কি, মুগুর মেরে তোমার মাথা ভাঙবো!

[গুপি তেড়ে যায়]

চোর ও পদ্ম ∫∫ (গুপির দুহাত দুদিক থেকে টেনে ধরে)-এই না!

গুপি ∫∫ ঠিক আছে, বুঝেছি!

[গুপি ভেতরে চলে যায়।]

চোর ∫∫ নকড়ো দত্ত ভেবেছে কী! এত সহজে তার জয় হবে! বগা! বগা! বগা!

[বক দেখায়।]

পদ্ম ∫∫ (বাঞ্ছার গায়ে হাত বুলিয়ে) খুব সাবধানে থাকবে! পোষ পর্যন্ত হাঁটাচলা একদম বন্ধ পা সিলিপ করতে পারে, এমনখানে মোট্টে পা দেবে না! আর ঐ কলসি কাঁখে নিয়ে জল বওয়া-

[থেমে, লম্বা জিব কেটে পদ্ম ভেতরে ছুটে পালায়। চোর এদিক-ওদিক চেয়ে, লোকজন না দেখে চুপি চুপি বাগানে ঢুকতে যায়। বাঞ্ছা কিন্তু খেয়াল করেছে।]

বাঞ্ছা ∫∫ (চেঁচায়) গুপে, ফের গেঁড়াতে যাচ্ছে রে!

চোর ∫∫ হেই চুপ্!

বাঞ্ছা ∫∫ শালা, গেরস্তেরই চুরি করবে, আর গেরস্তেরেই চুপ করতে বলবে! একজোড়া ডিম খাইয়ে মুখ বন্ধ করবে!

চোর ∫∫ চুপ্! তিনদিন ছেলেমেয়েগুলোর খাওয়া হয়নি! ঝেড়ে, বেচে, খাওয়াবো!

[চোর বাঞ্ছার ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেয়।]

বাঞ্ছা ∫∫ তো আমার কাছে চা, দিচ্ছি!

চোর ∫∫ কেন, হাত থাকতে ভিক্ষে করতে যাবো কেন? জয় মা কালী-

[চোর বাগানে যাচ্ছে।]

বাঞ্ছা ∫∫ (চেঁচায়) চোর! চোর!

চোর ∫∫ চুপ! তোমার চুরি করছি! একদিন যে সব খাবে, তার কিছু কমিয়ে রাখছি! জয় মা কালী!

[চোর বাগানে ঢুকে যায়। কোলের পরে হরলিক্স ডিম নিয়ে বাঞ্ছা হতভম্বের মতো বসে থাকে।]

বাঞ্ছা ∫∫ বসিয়ে রেখে মারছেরে-বসিয়ে রেখে মারছে।

[নকড়ি ও মস্তান কোঁৎকা ঢোকে।]

নকড়ি ∫∫ (বাঞ্ছার হাতে হরলিক্স ডিম দেখে) একি!

বাঞ্ছা ∫∫ (কেঁদে ওঠে) কত্তা!

নকড়ি ∫∫ খাচ্ছো?

বাঞ্ছা ∫∫ কোন্ বেজন্মা খায়! আমি কিছু খাচ্ছিনে-সব ওই শালাশালীরা ধরেবেঁধে গেলাচ্ছে!

নকড়ি! তুমি কি কচি খোকা, গেলালেই গিলতে হবে!

বাঞ্ছা ∫∫ ঘেন্নার পরমায়ু! যতো চোর ছ্যাঁচোড়ের জন্যে এই পরমায়ু ধোপার গাধার মতো টেনে বেড়াতে হচ্ছে গো-

নকড়ি ∫∫ তোমায় আমি একজন ভালো লোক বলে জানতাম বাঞ্ছা!

বাঞ্ছা ∫∫ (আকাশের দিকে হরলিক্সের গেলাস তুলে) পোভু ন্যাওদুটো.....এই ভাইটামিন যেন আমার শেষ ভাইটামিন হয় পোভু.....

[বাঞ্ছা গেলাস মুখ দিতে যায়, কোঁৎকা চাপড় মেরে গেলাসটা ফেলে দেয়।]

কোঁৎকা ∫∫ কে বে? বাড়িতে এসব শক্তিবর্ধনের ভীড় করছে কে? যে লোকটা নিজেই টেঁশে যেতে চায় তাকে টাঁশতে দিচ্ছে না কে?

নকড়ি ∫∫ তাড়া.....তাড়া কোঁৎকা.....চুলের মুঠি ধরে তাড়া.....

কোঁৎকা ∫∫ সে একটা ঘাটের মড়াকে জীইয়ে রেখে, দেশের শান্তি তাথা আমার বাপের শান্তি-দেশের আইন তথা আমার বাপের আইন-ভাঙছে কে এবং কারা?

নকড়ি ∫∫ আমার ছেলে যুব করছে, আর আমারই বুকের ওপর নেত্য হচ্ছে!

কোঁৎকা ∫∫ এই সব বাড়ি বাগান.....সব আমার বাপের! যে শাল এখেনে বাসা বাঁধবে-তার টেংরি হস্কে দেবো! শালা, আমার বাপ লোকের তা মেরে খেয়েছে ছাড়া বাপের তা কোনো শালা খেতে পারেনি! গুপে, আবে গুপে.....

[গুপি চোর-চোর মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই। কোঁৎকা তার চাকুটা গুপির পেটে চেপে ধরে।]

বাঞ্ছা ∫∫ মারুন-মারুন! এই হারামজাদা ছেলে যদ্দিন থাকবে, আমার মৃত্যু হবে না.....হবে না.....হবে না! বলে কি না পোষ পর্যন্ত বাঁচো!

গুপি ∫∫ জষ্টি! জষ্টি!

বাঞ্ছা ∫∫ ওরে তুই যে এই বলে গেলি পোষে হবে-?

গুপি ∫∫ হবে তো! হলেই তো কচিকাঁচা নিয়ে বেরুনো যাবে না। পদ্ম বলছে-হাত পা মুণ্ডুটু শু একটু শক্ত না হলে.....

কোঁৎকা ∫∫ কার মুণ্ডু বে?

নকড়ি ∫∫ আরও একটা ওয়ারিশ আসছে!

বাঞ্ছা ∫∫ হারামজাদা! বাপের কী ছেলে হয়েছে তুমি, কথার মোটে ঠিক রাখতে শেখোনি! একবার পোষ-একবার জষ্টি.....আমারে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি শুরু করেছ! (নকড়িকে) ওর কথাও থাক, আপনার কথাও থাক, আমারে ফাগুন পর্যন্ত টাইম দেবেন কত্তা?

নকড়ি ∫∫ কোঁৎকা!

কোঁৎকা ∫∫ শালা! কাকের বাসের কোকিলের ডিম!.....চল্ বে, যুব অফিসে চল্, তোর বিচার হবে!

নকড়ি ∫∫ ছেড়ে দে! আমি ওকে পল্লীউন্নয়ন সমিতিতে নিয়ে যাচ্ছি!

কোঁৎকা ∫∫ ছাড়োতো! তোমাদের ওসব সুড্ডাদের সমিতি দিয়ে এসব হবে না। যুব-কেস যুবয় যাবে! (ঘরে উঁকি দিয়ে পদ্মকে ডাকে) এই যে শুনছো-পদ্ম.....

নকড় ∫∫ (গুপিকে দেখিয়ে) আচ্ছা তুই একে নিয়ে যা, আমি (ঘর দেখিয়ে) ওকে নিয়ে যাই-

কোঁৎকা ∫∫ না না, তুমি এটাকে নিয়ে যাও-আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি! (ডাকে) পদ্ম.....শোনো!

[গুপিকে নকড়ির দিকে ঠেলে দেয়।]

নকড়ি ∫∫ কেন, তুই একে নিয়ে যা না- ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি-

[গুপিকে কোঁৎকার দিকে ঠেলে দেয়।]

কোঁৎকা ∫∫ কাটোতো! একে নিয়ে কেটে পড়ো!

[গুপিকে নকড়ির দিকে ঠেলে দেয়।]

নকড়ি ∫∫ বলছি তুই একে নে.....

[গুপিকে কোঁৎকার দিকে ঠেলে দেয়।]

কোঁৎকা ∫∫ কেন ঝামেলা করছ!

বাঞ্ছা ∫∫ আচ্ছা, বাপের বয়েস বেশি, মেয়েমানুষটা বাপই নিক না!

কোঁৎকা ∫∫ (ছুরি নিয়ে তেড়ে) আবে এই সুড্ডা, দেব ঢুকিয়ে-

[বাঞ্ছা নকড়ির পেছনে লুকায়।]

নকড়ি ∫∫ কেন? ঠিকই তো বলেছে। ওতো ঠিকই বলেছে! লুজ ক্যারেকটার। কোঁৎকা ∫∫ বাবা!

নকড়ি ∫∫ বাড়ির ভাত খাচ্ছো আর বাইরে এসে যুবর ফুটানি দেখাচ্ছো! যুব! আমি টাকা না যোগালে আর যুব মারাতে হতো না!

কোঁৎকা ∫∫ আমিও পেছনে এটা না ধরলে তোমায় আর পল্লী উন্নয়ন লাগাতে হতো না!

বাঞ্ছা ∫∫ আচ্ছা, খোকার বয়েস কম, বায়না ধরেছে যখন, মেয়েটারে না হয় ওই নিক!

নকড়ি ∫∫ মার্.....মার্ শালাকে-

[বাঞ্ছা ছুটে বাগানে ঢুকে যায়।]

কোঁৎকা ∫∫ গুপে!

গুপি ∫∫ অ্যাঁ?

কোঁৎকা ∫∫ বোস.....এখানে গেঁড়ে বসে থাক্-কিছুতেই নড়বি না! জানবি যুব সার্কেল তোর আর তোর বউ-এর পেছনে আছে!

গুপি ∫∫ আচ্ছা!

কোঁৎকা ∫∫ (নকড়িকে) লুজ ক্যারেকটার আমি! আর তুমি ধম্মোরাজের বাপ! দেবো যেদিন হাটে হাঁড়ি ভেঙে!-দেখি শালা, কে এদের হাটায়!

[কোঁৎকা বেরিয়ে যায়। গুপি চুপিচুপি ঘরে সিঁধোচ্ছে। নকড়ি তার জামা টেনে ধরল।]

নকড়ি ∫∫ তোকে আমি পুলিশে দিতে পারি, তা জানিস-

গুপি ∫∫ হ্যাঁ-

নকড়ি ∫∫ কেন পারি জানিস?

গুপি ∫∫ না-

নকড়ি ∫∫ দেবো?

গুপি ∫∫ না!

নকড়ি ∫∫ তবে বুড়োরে মেরে দে!

গুপি ∫∫ আচ্ছা! (চমকে) খুন!

নকড়ি ∫∫ না, না! খুন কেন? ধর্ (ওপরমুখো দেখিয়ে) বুড়োর এক জায়গায় যাবার কথা আছে! যাচ্ছে না-তুই পাঠিয়ে দিলি!-এতে অন্যায় কিছু নেই বাবা গুপি.....

গুপি ∫∫ নেই?

নকড়ি ∫∫ কীসে বাঁধছে! বুড়োতো আজ নয় কাল মরবেই-(একগোছা টাকা বাড়িয়ে) তার চেয়ে আখের ভাবো। তুমি.....পদ্মরানি.....পদ্মরানির ছেলে.....কোনো ভাবনা থাকবে না! গুপি, বাবা আমার, এই যে টাকা দিচ্ছি, এট্টা কাজ অন্তত করো!

[গুপি টাকার দিকে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।]

আরও দেবো, কাজটা হাসিল করতে পারলে-

গুপি ∫∫ (খপ করে টাকা নিয়ে) ঠিক আছে! হবে!

নকড়ি ∫∫ হবে?

গুপি ∫∫ হবে! আমার নামও গুপি!

[গুপি রহস্যময় হাসিতে নকড়ির দিকে চায়। নকড়ির দুচোখে আশা। আলো নিভে যায়।]

সাজানো বাগান

○ দ্বিতীয় অঙ্ক ○

■ দ্বিতীয় দৃশ্য ■

[বাঞ্ছারামের বাড়ি। রাত্রি। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বাঞ্ছা ত্রস্তপায়ে বাইরে থেকে ঢুকলো। বার বার পেছন ফিরে ভীত চোখে তাকাচ্ছে আর বিড়বিড় করছে।]

বাঞ্ছা ∫∫ রাম....রাম....রাম....রাম!-বৌ-ও বৌ-দ্যাখ দিকিনি আমার পেছনে কেডা হাঁটে! ছম্-ছম্-ছম্-ছম্!-একবার দেখি ঘুঙুরপরা মেয়েমানুষ....পাশ ফিরতে তালগাছের মতো ঢ্যাঙা....ফের পাশ ফিরতে দেখি শালি মদ্দা হয়ে গেল! রাম রাম রাম রাম!-তোরা তো বলিস ভূত নেই!....ভূত নেই!....ভূত নাকি আমার মাথার মধ্যে ঘোরে! হুঁ! কদ্দিন ধরে বলে আসছি, ওই বাগানটা করার পর থেকেই এট্টা ভূত আমার পেছনে লেগেছে! এট্টা কালা অপছায়া আমার লতাপাতা ফলফুলুরি ঘিরে ধরেছে! হাই শালা! কতো তাড়াই-ছায়াটা সরে না!-যুগ যুগ চলে যাবে....ওই অপদেব্‌তা পিথিবির যেখানে যতো ফসল....সব গেরস করবে বলে বসে থাকবে!....কিছুতেই ওরে কাটানো যাবে নারে! (থেমে, ঘরের দিকে চেয়ে) ও বৌ, ঘুমুলি নাকি? তো এ সময় ঘুমতো এট্টু হবেই। তোর বুড়ি দিদিমারও হতো!....নটা মেয়ে বুড়ির-বছরে দশ দশটা মাসতো বুড়ি ঘুমিয়েই কাটাতো!

[শাড়ি পরে ঘোমটা টেনে নতুন বৌটি সেজে ছকড়ি দত্ত বাগানের মুখে এসে দাঁড়ালো। বাঞ্ছা ভাবলো পদ্ম।]

বাগানে গিয়েছিলি বুঝি? এই নাতে একা একা ওই বাগানে গেলি! পোয়াতি বৌ! কী অঘটন ঘটায় দেখ! আয়, কাছে আয়-

[ছকড়িকে ধরতে গেলে, মুখ ঘুরিয়ে কোমর দুলিয়ে সে দূরে সরে গেল।]

উঁ নাগ হয়েছে! ছুঁড়ির নাগ হয়েছে! আমি যে মরব বলেছি! ওরে নারে বৌ না-তোরে ভাসায়ে কী মরতে পারি রে?

[ঘোমটার ফাঁকে ছকড়ির চোখ বন্‌বন্ করে ঘোরে।]

দেখিস রে বৌ আমি ঠিক ছেনচুরি পার করে দেবো। আচ্ছা, ছেনচুরি কী রে বৌ? লোকে আমারে বলে ছেনচুরি-বুড়ো!

[ছকড়ি দাঁত কিড়মিড় করে। হাতে পেলে সে যেন বাঞ্ছাকে ছিঁড়ে খাবে।]

ও বৌ, ও বৌ, অমন ছটফট করিস কেন? ঢের হয়েছে....হারামজাদি, কাছে আয়! আয় না, মাথাটায় এট্টু হাত বুলিয়ে দে না! দেখিস বৌ, আমার বাপরে কোলে নিয়ে পুকুর পাড়ে বসে আমি রোদ পোহাবো-

[ছকড়ি বাঞ্ছার পেছনে এসে প্রবল রাগে মাথায় খামচাতে থাকে। বাঞ্ছা ডুকরে ওঠে।]

ওরে বাবারে! আস্তে....আস্তে! খামচাচ্ছিস কেন? মেরে ফেলবি নাকি শালি! উফ্! পোয়াতি মেয়েমানুষের গায়ে জোর থাকে না, তোর দেখি হাতির বল হয়েছে! দে, ওই ডিমটা হাফ-বয়েল করে দে। খাই।

[ছকড়ি দাওয়া থেকে ডিমটা নিয়ে যায়।]

সারা জাবন তো ভালোমন্দ খাইনি কিছু। যা আয়....সব ওই বাগানের পেছনে ব্যয়!-খাই, শেষ জীবনে পেয়ে যখন গেলাম, তো খেয়ে

নিই....

[প্রেতাত্মা ডিমটা ফাটিয়ে খাচ্ছে। তার ঘোমটা সরে গেছে। বাঞ্ছা সেদিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে।]

ভূত! ভূত!

[ঁছকড়ি ডিমের খোলা বাঞ্ছার দিকে ছুঁড়ে মেরে মুহূর্তের জন্যে অদৃশ্য হয় এবং পরক্ষণে শাড়িটা খুলে রেখে এসে বাঞ্ছার সামনে স্বমূর্তিতে দাঁড়ায়! এখন তার হাতে একটা গড়গড়া। লম্বা তার নল। জমিদারি কায়দায় ঁছকড়ি নল টানে। অদ্ভুত রহস্যাময় আলোয় ঁছকড়িকে বীভৎস লাগে।]

বাঞ্ছা ∫∫ গড়গড়া!....কেডা! কেডা তুমি!

ঁছকড়ি ∫∫ (ভৌতিক আলোকবৃত্তে ভয়ংকর জমিদারি হাসি ছাড়ে) হাঃ হাঃ হাঃ-

বাঞ্ছা ∫∫ জমিদারবাবু! জমিদারবাবু!

[আর্তনাদ করে বাঞ্চারাম জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে। অন্ধকারের গা-ঢাকা দিয়ে নকড়ি ও মোক্তার ঢুকল। মোক্তারের হাতে একটা মুখ ছুটানো ডাব।]

নকড়ি ∫∫ (চাপা গলায়) গুপে! গুপে!

[নকড়ি বাঞ্ছাকে দেখে মরে গেছে ভেবে ছুটে কাচে গেল, বাঞ্ছার নাকে হাত দিয়ে দেকল নিশ্বাস পড়ছে।]

গুপে! মারলিনে? গুপে!

ঁছকড়ি ∫∫ আবার পালিয়েছে!

[নকড়ি ও মোক্তারের চোখে প্রেতাত্মা অদৃশ্য।]

নকড়ি ∫∫ (মোক্তারকে) কোথায়?

মোক্তার ∫∫ কী কোথায়?

নকড়ি ∫∫ এই যে বললে পালিয়েছে!

মোক্তার ∫∫ কই, আমি তো কিছু বলিনি!

ছঁকড়ি ∫∫ আমি বলেছি, তোর বাপ!

নকড়ি ∫∫ (মোক্তারকে) চোপ্! তুমি আমার বাপ! বাপ বললে কেন?

মোক্তার ∫∫ (হকচকিয়ে) আপনিই তো আমার বাপ। আমি তো কিছু বলছিনে নকুড়দা!

ছঁকড়ি ∫∫ শুয়োরের বাচ্চা, আর লোক পাসনি, গুপেকে কিনা ফিট করলি! পুরো ছশো টাকা ড্রেনেজ হয়ে গেল!

নকড়ি ∫∫ (মোক্তারকে) এবারও তুমি বলোনি?

মোক্তার ∫∫ (নাক টেনে) তামুকের গন্ধ তামুকের গন্ধ আসে কোত্থেকে?....কী, হচ্ছে কী নকুড়দা! আমি তো বলছি নে!

নকড়ি ∫∫ (কাঁপতে কাঁপতে) আমার বুকের ভেতরটা কাঁপছে, গা-টা শিরশির করছে!

[নকড়ি হাঁচে। হাঁচিটা পড়েছে ছকঁড়ির গায়ে।]

ছকঁড়ি ∫∫ এঁঃ! বাপের গায়ে হেঁচে দিল!

নকড়ি ∫∫ (পাগলের মতো ছুটে মোক্তারকে জড়িয়ে ভয়ে কাঁপে ঠকঠক করে। মূর্চ্ছিত বাঞ্ছাকে দেখিয়ে) মোক্তার, ও মরবে না?

মোক্তার ∫∫ সরুন, আমি শেষ করে দিচ্ছি!

নকড়ি ∫∫ পারবে?

মোক্তার ∫∫ আমি কি আর পারবো? আমার ডাব পারবে!

নকড়ি ∫∫ ডাব!

মোক্তার ∫∫ হ্যাঁ ডাব! ডাবেই হবে!

নকড়ি ∫∫ কী হবে?

মোক্তার ∫∫ যা হবার তাই হবে! মুখটা ছুটানো দেখছেন-তিনবার বুড়োর ডাকবো। যেই সাড়া দেবে....অমনি খপ করে ডাবের মুখ চাপা দেবো! তারপর....

নকড়ি ∫∫ তারপর!

মোক্তার ∫∫ এই জল নিয়ে গিয়ে আঁটকুড়ো মান্ষের খাওয়াবো! ব্যাস্....

গনফট! এর নাম নিশির ডাক!

নকড়ি ∫∫ এতে মরে?

ছকঁড়ি ∫∫ মঁরে মঁরে মঁরে! এর নাম গুপ্তবিদ্যে!-বাণমারা....বশীকরণ....ধুলোপড়া.... ঝাড়ফুঁক....আমিও ওভাবে কতো মানুষ মেরেছি-

নকড়ি ∫∫ (উন্মাদের মতো সারা উঠোনে ঘুরতে ঘুরতে) কে! কে! কে!

হ্যাঁচ্চো!

ছকঁড়ি ∫∫ ধ্যাঁৎ। থেকে থেকে বাপের গায়ে হাঁচে। এটা কোঁথাকার ভূঁত!

[ছকঁড়ি বিরক্ত হয়ে অন্তর্ধান করে।]

মোক্তার ∫∫ (বাঞ্ছারামের কাছে গিয়ে শূন্যে ডাব তুলে মন্ত্র আউড়ে ভৌতিক নিশিডাক ছাড়ে) বাঞ্ছা-আ-আ-(বাঞ্ছা নীরব, নিস্তব্ধ।) বাঞ্ছা-আ-আ-

নকড়ি ∫∫ (উত্তেজনা আর সামলাতে পারে না। মোক্তারের হাতের ডাবটা আঁকড়ে) দাও দাও....এট্টু খেয়েনি!

মোক্তার ∫∫ (নকড়িকে ঠেলে সরিয়ে) বাঞ্ছা-আ-আ-

বাঞ্ছা ∫∫ (মাথা তোলে) আজ্ঞে!

[বাঞ্ছা আবার মূর্চ্ছিত হয়।]

মোক্তার ∫∫ (সঙ্গে সঙ্গে ডাবের মুখ চাপা দিয়ে হিংস্র হাসিতে) হয়ে গেছে! হয়ে গেছে! শালা! চাষার পো! মরবিনে শালা, তোর জানের এতো জোর! এবার কম্‌নে যাবি? হাঃ হাঃ হাঃ....

নকড়ি ∫∫ (আনন্দে উত্তেজনায়) দাও, দাও, আমার হাতে দাও-

[মোক্তারের হাত থেকে নকড়ি ডাবটা কেড়ে নেয়। দুজনে যুদ্ধজয়ে হাসে। হঠাৎ মোক্তারের নজরে পড়ে নকড়ি ডাবটা উলটো করে ধরেছে। জল পড়ে যাচ্ছে।]

মোক্তার ∫∫ (চিৎকার করে) উলটো! উলটো! উলটো!

[ততক্ষণে সব জল পড়ে গেছে।]

নকড়ি ∫∫ (হতাশ হয়ে ক্ষিপ্তের মতো মোক্তারকে তাড়া করে) বেরো....বেরো শালা! কোনো কাজ পারে না-মোক্তারিও না, এটাও না! বাজে মোক্তার।

....তোর কোর্ট-কাছারি নথিপত্তর চুক্তিটুক্তি সব বাজে! লুজ ক্যারেক্টার! বাজে চুক্তি করে আমায় ফাঁসিয়েছো!

[মোক্তার ছুটে পালায়! ছঁকড়ি আবির্ভূত হয়।]

ছঁকড়ি ∫∫ মার! (ডাবটা দেখিয়ে) ওইটে ওর মাথায় মার। (নকড়ি দুহাতে ডাব তুলে বাঞ্ছার দিকে এগোয়) ওরে হবে না....ন্যাচারাল ডেথ হবে না....বাঞ্ছা কাপালির ন্যাচারাল ডেথ হবে না! ওর পেছনে যে মানুষ ভীড় করেছে! লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে....এরপর ওই লাঠি ও তুলবে। লাঠি....লাঠি....লাঠি! ওর লাঠি আমি চিনি! দেরি করিসনে নকড়ো, খতম কর্-খতম....খতম....

[নকড়ি জলশূন্য ডাবটা বাঞ্ছার মাথায় মারার জন্যে তুলতেই ঘরের মধ্যে থেকে সদ্য ঘুমভাঙা পদ্ম বেরিয়ে আসে। চুল খোলা। ভূতগ্রস্ত নকড়ি আতঙ্কে ডাব ফেলে আর্তনাদ করে। ছঁকড়িও অদৃশ্য হয়।]

নকড়ি ∫∫ বাঁচাও-বাঁচাও-

[নকড়ি পালায়।

পদ্ম শায়িত বাঞ্ছার পাশে বসে। তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে পদ্মর চোখে আগুন ছোটে। নেপথ্যে ঢাক বেজে ওঠে। আস্তে আস্তে আলো নেভে।]

সাজানো বাগান

○ দ্বিতীয় অঙ্ক ○

■ তৃতীয় দৃশ্য ■

[পূর্ববর্তী দৃশ্যের শেষ মুহূর্তের ঢাকের বাজনাটা প্রবলতর হয়েছে। নকড়ির বাড়িতে মহাকালীর পুজো হচ্ছে। পুরুত প্রতিমার সামনে হোমাগ্নিতে আহুতি দিচ্ছে। পাশে গিন্নি বসে আছে। অপর পাশে হোঁৎকা, মদের নেশায় চুরচুর। দু-একজন প্রতিবেশী পুজো দেখছে।]

পুরুত ∫∫ ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা....ওঁ সোমায় স্বাহা....ওঁ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা!.....ওঁ আং হুঁ ফট্ স্বাহা....আং ওঁ হুঁ ফট্ স্বাহা! (শান্তিজল ছেটাতে ছেটাতে) শাণ্ডিল্য গোত্রস্য নকড়ি দত্ত শতং জীবতু-শতং জীবতু! তস্য পরিবারং শতং জীবতু-শতং জীবতু! সুখসমৃদ্ধিং ভবতু! তস্য শত্রুনিধনং ভবতু-ভবতু। ....মা মাগো...

গিন্নি ∫∫ (প্রণাম করে) মা মাগো....

পুরুত ∫∫ ত্রয়োস্ত্রী হও মা-স্বামী সোহাগীনী হও! স্বামীর সর্বকর্মে অনুগামিনী হও মা-

[মাতাল হোঁৎকা প্রতিবেশীদের কারও গালে চুমি খেল। সে নিচু গলায় গালাগাল দিয়ে বেরিয়ে গেল।]

গিন্নি ∫∫ এতো জ্বালায় জ্বলছি কেন বাবা?

পুরুত ∫∫ ফেরে পড়েছ মা। ....গ্রহের ফের! যাক্ এবার সব কেটে যাবে।

গিন্নি ∫∫ ও লোকের জন্যে আমার ঘুম হয় না বাবা-দিনদিন শুকিয়ে কাঠি হয়ে যাচ্ছে-

পুরুত ∫∫ কুপিত কুপিত! নকুড়বাবাজির সর্বগ্রহ কুপিত!

গিন্নি ∫∫ কী যে বুকের দোষ বাঁধল! আমার কপালে যে কী আছে-

পুরুত ∫∫ মাকে ডাকো-ইচ্ছাময়ী মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে। ....দে মা, বেঁধেছেঁদে দে, আবার সাবডিভিসনে যেতে হবে! পুলিশ ব্যারাকে পিতিমে বসানো রয়েছে। ....কী যে কাল পড়েছে রে, থানায় থানায় কালীপুজো আরম্ভ হয়েছে, তাতেও রক্ষে নেই.....

[পুরুত লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরায়।]

গিন্নি ∫∫ এক বাগান নিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম বাবা-

পুরুত ∫∫ কিছুই হতো না, লেখাপড়ার আগে আমায় যদি ডাকতে! যাক্, বেটার লেট্ দ্যান নেভার!....সন্দেশগুলো ঢোকাও মা! যা করে দিয়ে গেলাম না-সাতদিনের মধ্যে বাঞ্ছা কাপালির প্রাণবায়ু ছুটে যাবে-

গিন্ন ∫∫ নে মা নে, বুড়োটারে নে....

পুরুত ∫∫ ওয়েট অ্যান্ড সি....কতো দুধে কত ঘি! (দান সামগ্রী দেখে) বড্ড মিনিমাম আয়োজন।

গিন্নি ∫∫ আশীর্বাদ করে যান, দিন ঘুরুক, ডালা ভরে যেন সাজিয়ে দিতে পারি-

পুরুত ∫∫ দিন ঘুরলে কি আর হোমের দরকার পড়বে মা? (গিন্নির হাত থেকে থলি ও গামছা নিয়ে) একটা শাড়িও দিতে পারলে না! গামছাখানা একেবারে সেলোফিন পেপার!

[পুরুত যাবার জন্যে পা বাড়ায়।]

গিন্নি ∫∫ ছেলেটাকে একটু আশীর্বাদ করে যান বাবা-

পুরুত ∫∫ বড্ড লেট করে দিচ্ছো মা! (হোঁৎকাকে) আসো বাবাজীবন....নামটা কও....তুমি হোঁৎকা না কোঁৎকা? কোন্টা?

গিন্নি ∫∫ হোঁৎকা! মাথাটা একটু নোয়া না! ওরে কোঁৎকা....কোথায় গেলি?

[হোঁৎকা পুরুতের মুখের সামনে হেঁচ কি তোলে।]

পুরুত ∫∫ (নাকে চাদর টেনে) চন্নমেত্ত খেয়েছ দেখছি!

গিন্নি ∫∫ ওমা! পুজোর দিনটাও বাদ দিলিনে! ....বল্না, ভট্চার্য্যি মশাইকে খুলে বল্না তোর বিন্তির কথা!

পুরুত ∫∫ বিন্তি! তাসের বিন্তি?

গিন্নি ∫∫ হরতনের বিবি! কতো বললাম, সিনেমা লাইনে যাসনে! খেপে খেপে টাকা নিয়ে গিয়ে ঢেলেছে আর বিন্তি-

পুরুত ∫∫ টুয়েন্টিনাইন খেলে কেটে পড়েছে! (হোঁৎকার হাতে ফুল দিয়ে).... কও, ওঁ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা-যা বিন্তি ফুটে যা-

গিন্নি ∫∫ হ্যাঁ ফুটবে! এই দেখুন তার তসবীর বয়ে বেড়াচ্ছে-

[হোঁৎকার হাত থেকে বিন্তির ছবি নিয়ে পুরুত দেখে।]

পুরুত ∫∫ নায়িকা! সিনেমার প্লেয়ার! (ছবিটি হোমকুণ্ডে ঢুকিয়ে) নায়িকা অগ্নয়ে স্বাহা-

হোঁৎকা ∫∫ বিন্তিদি! বিন্তিদি!

পুরুত ∫∫ (কুণ্ড থেকে খানিকটা ছাই নিয়ে) রাখো, পকেটে রাখো একমুঠো অ্যাসেজ....মাঝে মাঝে বুকে কোরো ম্যাসেজ।

হোঁৎকা ∫∫ বিন্তিদি! বিন্তিদি!

[হোঁৎকা হাতের ছাই উড়িয়ে টলতে টলতে পুরুতের গালে চুমু খেয়ে ভেতরে চলে গেল।]

পুরুত ∫∫ অ্যাঃ! এক মগ জল দাও মা-

গিন্নি ∫∫ ছেলেটা পাগল হয়ে যাবে।

[গিন্নি ভেতরে গেল। বাঞ্ছা ঢোকে। সে এখন অনেক সোজা, অনেক সচল। সাজগোজ খুব। গায়ে পাঞ্জাবি, কাঁধে শাল, হাতে দামী ছড়ি, পায়ে জুতো।]

বাঞ্ছা ∫∫ কত্তামশাই আছেন নাকি....কত্তামশাই....

পুরুত ∫∫ আপনি কে?

বাঞ্ছা ∫∫ আজ্ঞে?

পুরুত ∫∫ মশায়ের নিবাস? আগে কোনোদিন দেখেছি?

বাঞ্ছা ∫∫ (সলজ্জ হয়ে) আমারে চিনতে পারলেন না ঠাকুরমশাই? আমি বাঞ্ছা....আপনাদের বাঞ্ছারাম....

পুরুত ∫∫ বাঞ্ছা! বাঞ্ছারাম কাপালি!

বাঞ্ছা ∫∫ অনেকদিন তো সাক্ষেৎ হয় না.....

পুরুত ∫∫ তুমিতো মাটিতে বসে-বসে চলতে গো!

বাঞ্ছা ∫∫ এখন উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছি। কী করে যে দাঁড়ালাম নিজেও ঠাওর করতে পারিনে! এখন আবার বাগানে কাজ করি। কোদাল চালাই.....। জল বই....গাছ পুঁতি....

পুরুত ∫∫ এখনও বাগান সাজাচ্ছো! গাছ পুঁতছো! ও গাছের ফল খাবে কে?

বাঞ্ছা ∫∫ আজ্ঞে ফলের আশায় কেউ কি সাজায় বাগান! মাটি মাটি! মাটি বলে আমারে সাজাও....নিষ্কম সাজাও!....

পুরুত ∫∫ গায়ে এটা....পাটের?

বাঞ্ছা ∫∫ আজ্ঞে না, এটা এট্টু কামনার জিনিস! সিলিকের!

পুরুত ∫∫ (চাদরে হাত দিয়ে) কাশ্মীরি?

বাঞ্ছা ∫∫ নজ্জা করে, কত্তমশায়ের টাকায় শাল গায়ে দিয়ে তাঁরই বাড়ি আসতে এতো নজ্জা করে! কতো কষ্ট পাবেন! কিন্তু শালের পরে এত্তো নোভ আমার!.....এই জুতোটা নব্বুই টাকা পঁচানব্বই পয়সা পড়েছে-সঙ্গে এট্টু ফোস্‌কাও পড়েছে-আর এই ছড়িটা....

[এরমধ্যে গিন্নি ফিরে এসে দাঁড়িয়েছে। বিস্ফারিত চোখে বাঞ্ছাকে দেখছে।]

বাঞ্ছা ∫∫ (গিন্নিকে দেখে) ওমা, মাগো এট্টা ছোটো বাসনা নিয়ে আপনার কাছে আসা! শোন্‌লাম পুরনো বাসনকোসন বেচে দিচ্ছেন?-বুড়ো জমিদারবাবুর এট্টা নুপোর গড়গড়া ছিল! এত্তোখানি গড়গড়া....এমুনি পাকানো নল....সেই নল মোচের নিচে গুঁজে জমিদারবাবু এমুনই করে ভুড়ুক ভুড়ুক তামুক টানতেন!-কত টাকা হলে ওটা আমারে দেবেন মা?

পুরুত ∫∫ ওঁ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা....ফট্ স্বাহা....ফট্ স্বাহা! যা বাঞ্ছা, ফুটে যা....

[পুরুত বেরিয়ে যায়।]

বাঞ্ছা ∫∫ আশীব্বাদ করে যান ঠাকুরমশাই....যেন ওই গড়গড়াটা ফাটায়ে ফুটতে পারি-

গিন্নি ∫∫ (রক্তবর্ণ চোখে) আর কত-কত সর্বনাশ করবি আমার স্বামী পুত্তুরের?

বাঞ্ছা ∫∫ (ভয়ে) ও মা-

গিন্নি ∫∫ দূর হ! আমার রক্ত চুষে চুষে এভাবে বেড়ে উঠবি কতদিন? ....মরতে পারিস নে-দড়ি জোটে না-আত্মহত্যে করতে পারিস

না-

[হোমের পোড়া কাঠ তুলে বাঞ্ছার দিকে ছোঁড়ে। ভেতর থেকে নকড়ি বেড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। অসুস্থ চেহারা। গায়ে একটা ময়লা চাদর জড়ানো। নকড়িকে দেখে গিন্নি হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। হোমাগ্নির তাপ নকড়ির বুকে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে চলে গেল।]

নকড়ি ∫∫ বাঞ্ছা!

বাঞ্ছা ∫∫ একী! একী চেহারা হয়েছে কত্তা।

নকড়ি ∫∫ একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে!

বাঞ্ছা ∫∫ আজ্ঞে!

নকড়ি ∫∫ তোমার জীবন আমার মৃত্যু!

বাঞ্ছা ∫∫ আপুনি মরে গেলে আমার কিস্তির টাকা দেবে কেডা?

নকড়ি ∫∫ হ্যাঁ, চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে! তোমার বাগান আবার তোমার হাতে ফিরে যাবে!

বাঞ্ছা ∫∫ অ্যাঁ? (স্বগত) আমার বাগান....আবার আমার হাতে....আমার বাগান....

নকড়ি ∫∫ বলো, মায়ের পা ছুঁয়ে বলো....

বাঞ্ছা ∫∫ মা....মাগো....আগে তো বুঝিনি এট্টা পেরাণের এতো মূল্য!

নকড়ি ∫∫ বলো....

বাঞ্ছা ∫∫ (প্রতিমার পা ছুঁয়ে) মা, তোমার গোড়ালি ছুঁয়ে সংকল্প করছি-আজ নাতেই আমি ছুইছাইড করবো!

নকড়ি ∫∫ (একটা শিশই দিয়ে) ধরো! ফলিডল আছে! খেয়ে ফেলো!

বাঞ্ছা ∫∫ মা....মাগো..... (প্রতিমার পায়ে শিশি ঠেকিয়ে) এই ফলিডল উচ্ছুগ্য করে নিলাম। যেন আর ভুল না করি। ....কতোটা খাবো?

নকড়ি ∫∫ এই এতোটা....

বাঞ্ছা ∫∫ ঠিক আছে, পুরোটাই মেরে দেবো! সাবধানের তো মার নেই! কিন্তু-

নকড়ি ∫∫ আবার কিন্তু কী?

বাঞ্ছা ∫∫ বিষ খেয়ে মরলে যদি বডি কাটাছেঁড়া করা হয়?

নকড়ি ∫∫ হবে না....বিষের কথা জানাজানি হবে না!

বাঞ্ছা ∫∫ সেইটে এট্টু আপুনি দ্যাখবেন। এ বডি কাটাছেঁড়া মোট্টে সইতে পারবে না। এ বডির পরে বড্ড মায়া আমার!

নকড়ি ∫∫ আরে বাবা, কাটাকুটি হওয়া মানে তো বিষ ধরা পড়া। সেক্ষেত্রে আমার ভয় থাকছে না? ....মাঝ রাতে খেয়ে ফেলো। ভোর না হতেই বেঁধে নিয়ে শ্মশানে বেরিয়ে পড়বো....

বাঞ্ছা ∫∫ এট্টু গু জিয়া ছড়াতে ছড়াতে যাবেন....

নকড়ি ∫∫ ঠিক আছে বাবা....তোমার যখন ইচ্ছে, গু জিয়াই ছড়াবো!

বাঞ্ছা ∫∫ আর বাঁশে বাঁধবেন না-এট্টা বোম্বাই খাটে আমারে তোলবেন-

নকড়ি ∫∫ হবে ,হবে! খাট-টাট সবতো কবে থেকেই যোগাড় করে রেখেছি-

বাঞ্ছা ∫∫ (নকড়ির পিঠে চাপড় মেরে) আপুনি বিচক্ষণ নোক! ....কেত্তন হবে তো?

নকড়ি ∫∫ (গম্ভীর হয়ে) কথা দিতে পারছিনে! কেত্তনআলারা সব ধান কাটতে গেছে!

বাঞ্ছা ∫∫ না-না-না। কেত্তন না হলে হবে না! সবতো আপনার পোঁদপাকামি না!

নকড়ি ∫∫ চোপ!

বাঞ্ছা ∫∫ তা বললে কী হবে! এট্টা ছুইছাইডের চুক্তি বলে কথা! এট্টু কেত্তন হবে না....এট্টু ঘি হবে না....

নকড়ি ∫∫ ঘি? আবার ঘি কেন? এটা কি মেয়ের বিয়ের দরাদরি হচ্ছে নাকি? এই বাজারে ঘি-টা বাদ দাও না বাবা।

বাঞ্ছা ∫∫ না....ঘি না হলে পারব না।

নকড়ি ∫∫ দূর হোক ছাই!

বাঞ্ছা ∫∫ তা বললে কী হবে! বডিতে এট্টু ঘি মাখাবেন না? ও ডালডাও চলবে না, নেপসিড ও চলবে না! গব্যঘেত্য দিতে হবে....আর....

নকড়ি ∫∫ আর না....আর না....

বাঞ্ছা ∫∫ আর এট্টা ষাঁড়!

নকড়ি ∫∫ ষাঁড়!

বাঞ্ছা ∫∫ উচ্ছুগ্যু করে দেবেন....পেছনে দাগা মেরে আমার নামে বৃষোৎসগ্ন করে ছেড়ে দেবেন....ষাঁড়টা সারা গাঁয়ে চরে বেড়াবে....হে হে হে এট্টা ষাঁড় চাই কত্তা! (থেমে) আর যেন এট্টা কী চাইব?

নকড়ি ∫∫ চোপ!

বাঞ্ছা ∫∫ (মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভাবে) কী যেন লাগে....

নকড়ি ∫∫ চোপ!

বাঞ্ছা ∫∫ মরলে আর এট্টা কী লাগে....মনেও পড়ে না....

নকড়ি ∫∫ চোপ্!

[বাঞ্ছা ভাবছে, বিব্রত নকড়ি তাকে থামাবার চেষ্টা করছে-ধাপে ধাপে আলো নিভে যায়।]

সাজানো বাগান

❍ দ্বিতীয় অঙ্ক ❍

■ চতুর্থ দৃশ্য ■

[বাঞ্ছারামের বাড়ি। মধ্যরাত্রি। ভৌতিক অন্ধকার। শেয়াল শকুন কুকুর ডাকছে। ছঁকড়ি দত্ত একটা ফুলের মালা হাতে বাঞ্ছার উঠোনে নাচছে।]

ছঁকড়ি ∫∫ (গাইছে) বঁধু ধরো ধরো-মালা পরো গলে- বড়ো বেগ দিলে বঁধু-বড়ো বেগ দিলে বঁধু নয়নজলে-বঁধু ধরো ধরো-মালা পরো গলে-(থেমে) হাঃ হাঃ হাঃ, অদ্য শেষ রজনী! মুখ্যু চাষাটা আজ ফলিডল খাবে। ....আজ আমি মুক্ত হয়ে যাবো! স্যাটিসফায়েড হয়ে চলে যাবো!....যাবার আগে মুখ্যু চাষার আত্মাটার চুলরে মুঠি ধরে যা ঠ্যাঙান ঠ্যাঙাবো না! ঠেঙাতে ঠেঙাতে ঠ্যাং ভেঙে দেবো শালার! কী ঘোরানোটাই ঘোরালে! ....(বাঞ্ছার ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে) বঁধু ধরো ধরো-মালা পরো গলে! ....ওই.....ওইযে....বুড়োটা ফলিডলের শিশি বার করছে....খাবে, এইবার খাবে! ....ছিপি খুলছে....ছিপি খুলছে! ওই তো....হাঁ করেছে....হাঁ-আ-আ....মুখে ঢালছে....

[প্রেতাত্মা অপেক্ষা করছে কখন বাঞ্ছা মরবে। নেপথ্যে পদ্মর গলা শোনা গেল।]

পদ্ম ∫∫ (ঘরের ভেতর) ও দাদু-দাদুগো-কোথায় গেলে-

[আঁধার চিরে পদ্মর আর্তনাদ। শকুন শেয়ালের ডাক। প্রেতের হাসি। কৃষ্ণপক্ষের রাত বিভীষিকাময়। ছঁকড়ি আনন্দে ধেইধেই করে খেমটা নাচে।]

ছঁকড়ি ∫∫ বঁধু ধরো ধরো-মালা পরো গলে-বঁধু ধরো ধরো মালা পরো গলে-

[ছঁকড়ি নাচতে নাচতে অন্তর্হিত হলো। নেপথ্যে হইচই শোনা গেল। গ্রামের কয়েকজন যুবক শববহনের বাঁশের খাটিয়া নিয়ে হইহই করে ঢুকল। বাঞ্ছার উঠোনে হ্যারিকেনের আলোয় যুবকেরা খাট সাজাচ্ছে। নানা কথাবার্তার মধ্যে বোঝা যায় শীতের রাতে শব বইতে হলে, মাল লাগবে। নকড়োজেঠু যেন কিপটেমি না করে। যুবকেরা দু চারটে খিস্তি খেউড় করছে। আনন্দে থৈ থৈ করতে করতে নকড়ি দত্ত ঢুকল।]

যুবকেরা ∫∫ (নকড়িকে ঘিরে ধরে) জেঠু এসে গেছে....জেঠু এসে গেছে!

[নকড়ি ঘরের দরজায় এলো।]

নকড়ি ∫∫ খোলো....খোলো....ও পদ্মরানি দরজা খোলো....বাসিমড়া ভিটের ওপর রাখবো না গো। কেঁদো না....কেঁদো না। বড়ো করে ছেরাদ্দ করবো! (যুবকেরা সিটি দিতে দিতে নকড়িকে অভিনন্দন জানায়।) শালা গাঁ-সুদ্ধ মান্ষেরে কব্জি ডুবিয়ে খাওয়াবো! (একটি ছেলের পেছনে থাপ্পড় মেরে) ষাঁড়ের পশ্চাতে দাগা মেরে ছেড়ে দেবো! (যুবকেরা কোমর ঘুরিয়ে টুইস্ট নাচে।) ভেবেছিলো আমি রোগে রোগে শেষ হয়ে যাবো....যার উইলটা বরবাদ হয়ে যাবে! আর বাগানটা আবার ওদের হাতে ফিরে যাবে! হাঃ হাঃ হাঃ! নকুড় দত্তের প্রাণ....কচ্ছপের প্রাণ! হাঃ হাঃ হাঃ! ওই দ্যাখ। ওরে তোরা দ্যাখ আমার বাগান! (বাগানের সামনে গিয়ে হাত তুলে নাচে) আমার বাগান....আমার বাগান...

[হঠাৎ ঘর থেকে বাঞ্ছা কাপালি বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে উঠোনে বেরিয়ে আসে।]

সকলে ∫∫ (চমকে) কে? কে?

বাঞ্ছা ∫∫ আপুনারা এসে পড়েছেন? ও, ধারে কাছে ছিলেন বুঝি, বৌ-এর কান্না শুনেই ছুটে এসেছন-এ হে হে হে....

[বাঞ্ছা অপ্রস্তুত হয়ে জিব কাটে।]

নকড়ি ∫∫ মরোনি! তুমি মরোনি!

বাঞ্ছা ∫∫ আজ্ঞে পেরায় মরেছিনু। বোতল খুলে ফলিডল মুখে ঢালতে যাবো হেনকালে উঠলো-

যুবকেরা ∫∫ উঠলো?

বাঞ্ছা ∫∫ বেদনা উঠলো....কাটা কবুতরের মতো ছটফট করতে করতে বৌটা হাতের ওপর ছিটকে পড়লো!....তারপরই হয়ে গেল-

যুবকেরা ∫∫ হয়ে গেল? কী হলো?

বাঞ্ছা ∫∫ ছেলে হলে গো, ছেলে হলো! নাতবৌ-এর ছেলে হয়েছে! ওই যে কান্না শুনতে পেলে....তখনি ছেলেটা হলো! (গামছায় হাত মুছতে মুছতে) হে হে হে, শালা জন্মাবার আর টাইম পেল না! মরার ফুরসুৎটাও দিলে না আমারে গো! গুপেটাও বাড়ি নেই....এখন এই মাঝনাতে কোথায় আমি এট্টা ধাই পাই-কোথায় এট্টু মধু পাই-এট্টু দুধ পাই-

[মড়ার জন্যে সাজানো খাটের কাছে গিয়ে ধূপের প্যাকেট দেখিয়ে]

ধূপ বুঝি?-বড্ড মশা হয়েছে গো! (ধূপের প্যাকেট নিল) অগুরু? (অগুরুর শিশি নিল। শেষে বিছানো নতুন কাপড়টাও তুলে নিল।) এসব জিনিস মরণেও যেমন লাগে, জনমেও তেমনি লাগে!

[সব মালপত্তর নিয়ে ঘরের দিকে এগোয়]

এই দ্যাখ....দ্যাখরে শালা! কী ভাগ্যি করে এয়েছিস, মালপত্তর হেঁটে তোর ঘরে এলো রে!

[শব বইতে আসা ছেলেরা বেরিয়ে যায়। বাঞ্ছা সব মালপত্তর ঘরে ঢুকিয়ে ঘুরতেই দেখে একহাতে বুক চেপে নকড়ি উঠোনে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। লজ্জা পেয়ে বাঞ্ছা মাথা চুলকোতে চুলকোতে নকড়ির কাছে যায়।]

শুভদিনে গেরস্তের উঠোনে বসতে নেই! (নকড়ির হাত বগলে চেপে কয়েকটা হেঁচকা টানে তাকে টেনে তোলে) আসুন....দাওয়ায় আসুন....(থেমে) আচ্ছা না....দাওয়ায় না....ঘরে তো অশুচ চলছে....আঁতুড় অশুচ! বরঞ্চ এখেনে বসুন-

[নকড়িকে ধরে এনে নিরাভরণ মড়ার খাটে বসায়। নকড়ি বিস্ফারিত চোখে বাঞ্ছার দিকে তাকিয়ে আছে। বিড়ি টানতে টানতে বাঞ্ছা বলে।]

এট্টা কথা বলি কত্তা, আমি মরতি পারব না! বাচ্চাটার পরে বড্ড মায়া পড়ে গেছে। আমি ওরে নাড়ি কেটে ধরায় এনেছি, ওরে আমি ভাসায়ে যাব কী করে? কত্তা, আমি আর মরতি পারব না। (নকড়ি যন্ত্রণায় বুক ডলতে ডলতে খাটে শুয়ে পড়ে।) কত্তা, আপুনার জ্বালা আমি বুঝি! কিন্তু আমি কী করব বলেন দিকি? কতোবার তো মরতি যাই! ওরা যে কিছুতে ছাড়ে না! আমার গাছপালা....নাতিপুতি পুঁইপোনা....সব মাথা ঝাঁকায়....বলে বুড়ো, তোমা হতে আমরা সব হয়েছি....তুমি আমাদের নক্ষে করেছো....তুমি চলে গেলে কার কাছে থাকব? (থেমে বিকৃত মুখে) থুঃ থুঃ! ভালো লাগে না....আমারও ভালো লাগে না এইভাবে বেঁচে থাকতে...তোমার টাকা খেয়ে খেয়ে বেঁচে থাকতে! কত্তা, চেরটাকাল আমি খেটে খেয়েছি, আজ বসে বসে একটা মড়া বাদুড়ের মতো তোমার রক্ত চুষে চুষে উঠে দাঁড়াতে-ভালো লাগে না....থুঃ থুঃ! এ জীবন তো আমার দস্তুর না কত্তা! লোকের পয়সা মেরে খেয়ে বাঁচা! থুঃ! (ফতুয়ার কোণায় মুখ মুছতে পকেটে শক্ত কী যেন হাতে ঠেকে।) তার চেয়ে এসো.....তোমারও শান্তি-আমারও নিস্কৃতি-

[পকেট থেকে ফলিডলের শিশিটা বার করল।]

তোমার ফলিডল-তুমিই-

[ফলিডলের শিশি হাতে নিয়ে শায়িত নকড়ির মুখটা ধরলো বাঞ্ছা। কিন্তু এরমধ্যে নকড়ি মারা গেছে। ....তার মাথাটা কাৎ হয়ে গেল। ফলিডল ঢালতে হলো না। বাঞ্ছা তার বুকে হাত দিল, ঠান্ডা নিস্পন্দ! বুকে কান দিল, নিঃসাড়। এই মুহূর্তে ঘরের ভিতর নবজাত শিশুর কান্না শোনা গেল। বাঞ্ছা শিশটা ফেলে দিয়ে ঘরের দোরে গেল।]

কাঁদেনা....কাঁদেনা বাবা.....আয়রে পাখি ল্যাজ ঝোলা...আমরা বাবুর সাথে কর্ খেলা...

[ভোর হয়ে আসছে। বাঞ্ছা কাপালির বাগানে পাখি ডাকছে।]

কাঁদেনা কাঁদেনা....কতো পাখি আছে....আমার বাগানে হ্যাঁ হ্যাঁ...ডালে ডালে কল কল করে ঘুরে বেড়ায়...হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল সকালে দেখো....কতো আমের বোল ধরেছে....মুক্তোর দানার মতো মাটিতে চাদর বিছিয়ে থাকে....গুনগুন গুনগুন.....কতো মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে গুনগুন করে....হ্যাঁ হ্যাঁ নাত পোহালে....দেখো, টুপুস টুপুস করে নাতের শিশির ঝরে পড়ছে....জলপাই-এর পাতা বেয়ে শিশির ঝরে ঝরে পড়ছে....হ্যাঁ হ্যাঁ....সব তোমারে দিয়ে যাবো....তোমার জন্যেই তা সাজায়ে রেখেছি গো...হ্যাঁ হ্যাঁ....

[ভোরের আলো গাছপালার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে বাঞ্ছা কাপালির মুখে। লোলচর্ম বৃদ্ধের মুখখানি উদ্ভাসিত। ওদিকে উঠোনে মড়ার খাটিয়ায় শুয়ে আছে নকড়ি দত্ত। কোমর ভাঙা ছঁকড়ি দত্ত ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেই খাটের কাছে আবির্ভূত হলো। হাতে সেই মালাটা। খাটে বসল। নিজের হাতে মালাটা নকড়ির গলায় পরিয়ে দিল।]

যবনিকা